বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

জনাব চন্দন কুমার দে অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
জনাব মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপসচিব (প্রশাসন-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ কেরামত আলী উপসচিব (প্রতিষ্ঠান-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব নূরুন নাহার উপসচিব (বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব আইরীন ফারজানা উপসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল
মে ২০২১

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার জনগনের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের পশ্চাৎপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ পল্লী এলাকার সর্বত্র এ বিভাগের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, নির্বাচনী ইস্তেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কে সামনে রেখে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নানামূখী প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন প্রসুত ‘আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প’ এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বিভাগের অবদান মূল্যায়নে সহায়ক হবে। এ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রনয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)



স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের পল্লী এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বেকার সমস্যা, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিগত বৎসর গুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তর সহ অন্যান দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এ বিভাগের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বার্ড, আরডিএ ও বাপার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও মডেল উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি)



মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ নীতিনির্ধারক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, গবেষক ও সুশীল সমাজের নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এর ফলে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের বৎসরভিত্তিক সামগ্রিক কর্মকান্ড প্রতিফলনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নের মাধ্যমে ক্ষুদা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। জাতির পিতার রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ও নির্দেশিত পল্লী উন্নয়নে তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আধুনিক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-১ “আমার বাড়ি আমার খামার” প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিভাগ ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ধারনা দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে এ বিভাগ ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ তথ্য চিত্রের প্রকাশ এ বিভাগ সম্পর্কে জনমানসে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব

সম্পাদকীয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/বোর্ড/ একাডেমী/ফাউন্ডেশন/ ফেডারেশন/সংস্থা/ব্যাংক ও প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননের ফসল ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন। প্রতিবেদন প্রণয়নে যাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রদান সহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের সকলকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রতিবেদন প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রাম ও শহরের মধ্যকার বিভিন্ন বৈষম্য হ্রাস, সমবায় আন্দোলন জোরদারকরণসহ সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড),গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন (বিএনসিএফআরডি) এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের দলিল হিসেবে এ প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০ অর্থবছর) সুধীজনের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে মর্মে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।

চন্দন কুমার দে
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	১
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	২
১.৩.	পরিচিতি	৩
১.৪	রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৩
১.৫	প্রধান কার্যাবলী	৩
১.৬	মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৪
১.৭	বাজেট	৪
১.৮	সাংগঠনিক কাঠামো	৬
১.৯	মুজিব বর্ষ ২০২০, কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কার্যক্রম	৭
১.১০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৪
১.১১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ	১৭
১.১১.১	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প	১৭
১.১১.২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়	২৪
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/অধস্তন অন্যান্য সংস্থা**	২৭
২.১	সমবায় অধিদপ্তর	২৮-৩৯
	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা	
২.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৪০-৬২
২.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৬৩-৮৯
২.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৯০-১১২
২.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	১১৩-১১৮
	অধস্তন অন্যান্য সংস্থা	
২.৬	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	১১৯-১২৮
২.৭	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১২৯-১৪৩
২.৮	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১৪৪-১৫৩
২.৯	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১৫৪-১৫৫
২.১০	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	১৫৬-১৬১

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে 'কুমিল্লা মডেল' উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে।

কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে: দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে: দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। ইতিমধ্যে বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্ত কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে প্রায় ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকে কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং আশির দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

১.৩ পরিচিতি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, আরডিএ এবং বাপার্ড একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

১.৪ রুপকল্প (Vision)

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা, সমবায় আইন ও বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায়ী কৃষি খামার সৃষ্টি ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি, সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
৫. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
৬. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও মডেল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ;
৭. সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; এবং
৮.পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

১.৬ মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়-বর্ধক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ;

২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং

৩. পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগি কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

১.৭ বাজেট

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মূল বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২৪৪৯ কোটি ৪৭ লক্ষ (পরিচালন বাজেট ৫৮৪৬৯.০০ লক্ষ ও উন্নয়ন বাজেট ১৮৬৪৭৮.০০ লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২২২৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৫ হাজার (পরিচালন বাজেট ৫৯২০৮.৩৫ লক্ষ ও উন্নয়ন বাজেট ১৬৩৭১৬.০০ লক্ষ) টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৯-২০২০
০১.	সচিবালয়	১০৮৫.২৫
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	১০৬৬.৭৫
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		২১৫২.০০

(খ) বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মূল বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০
পরিচালন বাজেট	৫৮৪৬৯.০০	৫৯২০৮.৩৫
উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	১৮৬৪৭৮.০০ (৩৫০.০০)	১৬৩৭১৬.০০ (৩৫০.০০)
সর্বমোট (প্রকল্প সাহায্য)	২৪৪৯৪৭.০০ (৩৫০.০০)	২২২৯২৪.৩৫ (৩৫০.০০)

এক নজরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০১.	সচিবালয়	১৩০৩.৫০	১১১৫৩৮.০০	১১২৮৪১.৫০
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা	৬৮.৫০	-	৬৮.৫০
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	২৫৫৭৬.০০	৫২৭২.০০	৩০৮৪৮.০০
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২৬৫০০.০০	১০৭৮৮.০০	৩৭২৮৮.০০

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	পরিচালন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
১	২	৩	৪	৫
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ),বগুড়া	২৪৫১.০০	১৪৫৮৭.০০ (৩৫০.০০)	১৭০৩৮.০০ (৩৫০.০০)
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড),কুমিল্লা	২৮০২.০০	২২০৭.০০	৫০০৯.০০
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	৪১২.৩৫	৭০০০.০০	৭৪১২.৩৫
০৮.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	-	৫৯৫০.০০	৫৯৫০.০০
০৯.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	-	৫৫৯০.০০	৫৫৯০.০০
১০.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	-	৭৮৪.০০	৭৮৪.০০
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	৯৫.০০	-	৯৫.০০
	সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৫৯২০৮.৩৫	১৬৩৭১৬.০০ (৩৫০.০০)	২২২৯২৪.৩৫ (৩৫০.০০)

১.৮ সাংগঠনিক কাঠামো

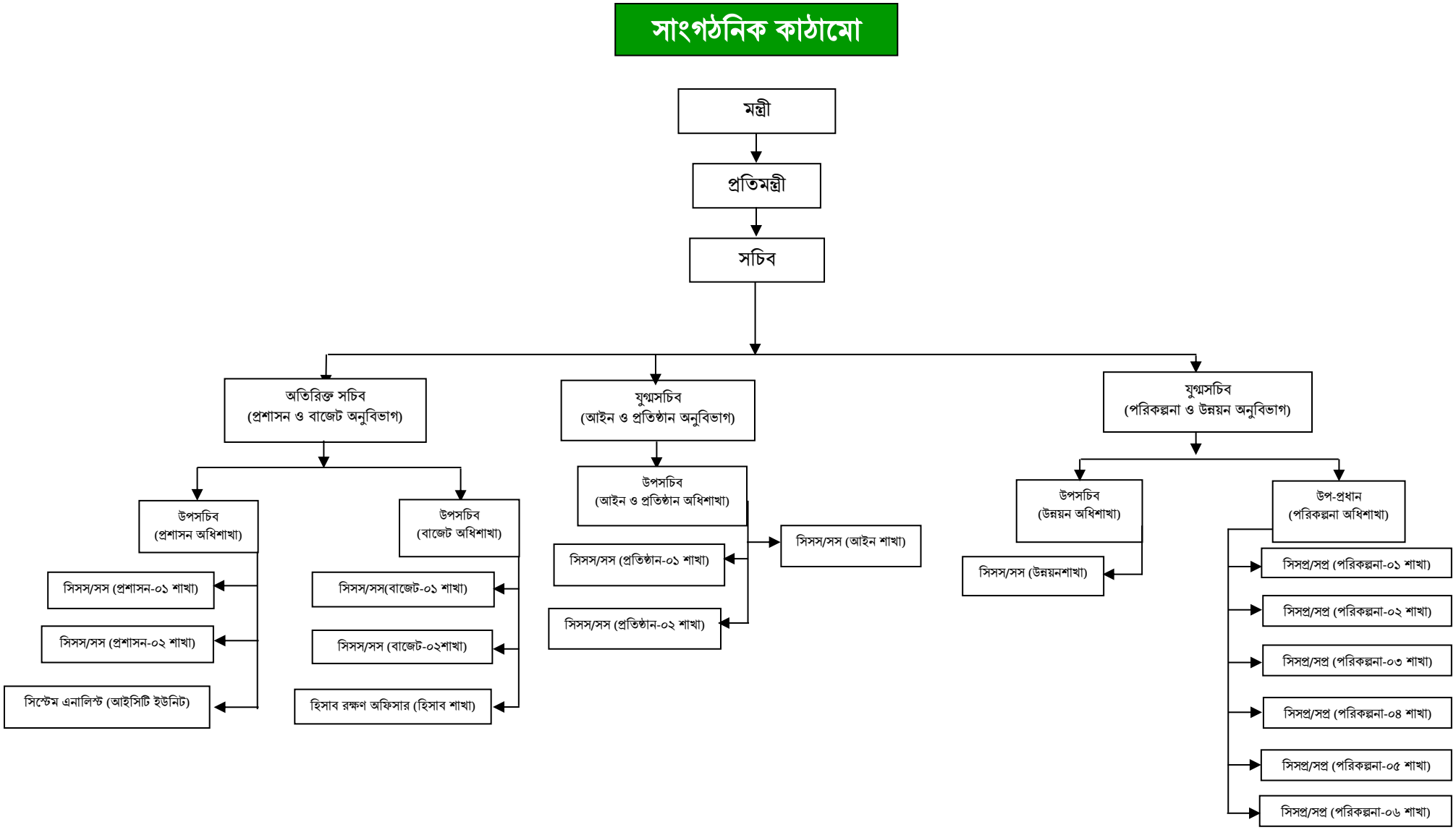
সাংগঠনিক কাঠামো
মন্ত্রী
প্রতিমন্ত্রী
সচিব
অতিরিক্ত সচিব
(প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ)
যুগ্মসচিব
(আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ)
যুগ্মসচিব
(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ)
উপসচিব
(প্রশাসন অধিশাখা)
উপসচিব
(বাজেট অধিশাখা)
উপসচিব
(আইন ও প্রতিষ্ঠান অধিশাখা)
উপসচিব
(উন্নয়ন অধিশাখা)
উপ-প্রধান
(পরিকল্পনা অধিশাখা)
সিসস/সস (প্রশাসন-০১ শাখা)
সিসস/সস (প্রশাসন-০২ শাখা)
সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি ইউনিট)
সিসস/সস(বাজেট-০১ শাখা)
সিসস/সস (বাজেট-০২শাখা)
হিসাব রক্ষণ অফিসার (হিসাব শাখা)
সিসস/সস (প্রতিষ্ঠান-০১ শাখা)
সিসস/সস (প্রতিষ্ঠান-০২ শাখা)
সিসস/সস (আইন শাখা)
সিসস/সস (উন্নয়নশাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০১ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০২ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৩ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৪ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৫ শাখা)
সিসপ্র/সপ্র (পরিকল্পনা-০৬ শাখা)

১.৯ মুজিব শতবর্ষ ২০২০, কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য কার্যক্রম

‘মুজিব শতবর্ষ-২০২০’ উদযাপন

১৭ ই মার্চ, ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এর নেতৃত্বে কর্মকর্তাগণ ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।



জাতির পিতার বিভিন্ন বক্তব্য/বাণী সম্বলিত ফেস্টুন/ড্রপ ব্যনার/পোস্টার/পপস্ট্যান্ড স্থাপন সহ মুজিব শতবর্ষের লোগো সম্বলিত কফি মগ, পেনস্ট্যান্ড, নোটবুক তৈরি করা হয়।

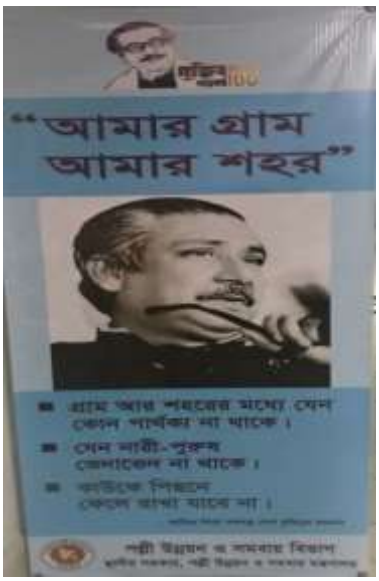



করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০.০৪.২০২০ খ্রিঃ তারিখের অফিস আদেশ নং-০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.২০২০-১৮৮ মূলে রংপুর জেলার ত্রাণ কার্যক্রমসহ কোভিড-১৯ সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তিনি সরেজমিন রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, গঙ্গাচড়া

উপজেলায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শনসহ ত্রাণ বিতরণ করেন। এছাড়া জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে সার্বিক বিষয়ে একাধিকবার (Zoom Meeting সহ) মতবিনিময় করেন।



২. কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সরকারি বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশনা অবহিত করা হয়।
৩. সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক অফিসের কার্যক্রম চালু করা হয়।
৪. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীর ০১ (এক) দিনের বেতন অনুদান হিসেবে ১,১৮,৫৯,৬১০/- (এক কোটি আঠারো লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শত দশ) টাকার চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১৩.০৪.২০২০ তারিখে প্রদান করা হয়।





৫. অফিসের প্রবেশমুখে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়।
৬. কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ভিজিটরদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়।
৭. কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে নিয়মিতভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।
৮. জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অফিস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়।
৯. এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের করোনা (Covid-19) প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভিজিলেন্স টিম ও Quick Response Team গঠন করা হয়।
১০. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাস্ক ব্যতীত যে কোন অফিস/ আদালত/ শপিংমল/ উপসনালয়/ বাজার/ সামাজিক/ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে না যাওয়ার বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
১১. স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সরকারি অফিস/দপ্তর সমূহের জন্য কোভিড-১৯ প্রতিরোধের নিমিত্ত প্রদত্ত ১১ দফা স্বাস্থ্য বিধি যথাসম্ভব অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
১২. কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতার জন্য ফেস্টুন/ব্যানার/পপস্ট্যান্ড স্থাপন করা হয়।
১৩. Zoom Cloud Apps এর মাধ্যমে সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।



ছবি ১: জীবানুনাশক টানেল দিয়ে অফিসে প্রবেশ



ছবি ২: নন-টাচ থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি এঁর সভাপতিত্বে 'করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে উত্তরণে করণীয় নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় করোনা ভাইরাস এর মহামারিজনিত কারণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে, এই ক্ষতি কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে আগামীতে কিভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা যায় এসকল বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ মতামত ব্যক্ত করেন। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরাসরি অবদান রাখছে। এই দুর্যোগে আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে আমরা সর্বাত্বকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব নয়।



তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকার ঘোষিত মাঠ পর্যায়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার অংশ হিসাবে গণ-পরিবহন, অন্যান্য যানবাহন চলাচল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু এলাকা লক ডাউন হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের আরও কিছু এলাকা লক ডাউনের আওতায় আসতে পারে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও ঔষধ ব্যতীত অন্যান্য মালামাল বিপণন বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সদস্যগণ ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কাজে বিনিয়োগ করলেও বর্তমানে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত সদস্যগণ কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে না পারায় সুফল পাচ্ছে না। ফলে, উপকারভোগী সদস্যদের একদিকে যেমন পূর্বের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নেই, অন্যদিকে বিআরডিবি, পিডিবিএফ ও এসএফডিএফ এর অপর্যাপ্ত ঋণ তহবিলের কারণে নতুন করে এসকল উপকারভোগীদের পুনরায় ঋণ প্রদান করা সম্ভব হবে না। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বলেন, পল্লী দারিদ্র বিমোচনের জন্য শুরু থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এই বিভাগ, আমরা যেন থেমে না থাকি, সকলকে ঋণ কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, কোথাও যদি কোন অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারবেন। কোথায় অসুবিধা হলো তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

করতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও সকলের প্রচেষ্ঠায় এ যুদ্ধে আমাদের অবশ্যই জয়ী হব।

অন্যান্য কার্যক্রম

(i) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সে সময় সাথে ছিলেন এবিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন খান ও জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ সহ বাপার্ডের কর্মকর্তাগণ।

(ii) ৪৯ তম মহান বিজয় দিবসে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যান্ত্রিক বহর



১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ৪৯ তম মহান বিজয় দিবসে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যান্ত্রিক বহরের প্রদর্শনী।

(iii) ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব কর্মশালা



এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগের সহযোগীতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব" কর্মশালা ১০-১৩ ডিসেম্বর ২০১৯, সমবায় অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ, মঙ্গলবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। এ বিভাগের আওতাধীন ১০ টি দপ্তর/সংস্থার ৫টি সিস্টেমের সার্ভিস ডিজাইন করা হয়। উক্ত কর্মশালাতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সহ আওতাধীন ১০টি দপ্তর/সংস্থার ৫২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।





এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি বিভাগের সহযোগীতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব" কর্মশালা এর সমাপনী অনুষ্ঠান ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ সমবায় অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী। ১০ টি দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

(iv) সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ কোর্স



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মচারীদের জন্য তিন (০৩) দিন মেয়াদে ০৮-১০ নভেম্বর ২০১৯ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), খাদিমনগর, সিলেট এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাসরীন আক্তার চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের জন্য ০৬-০৮ মার্চ ২০২০ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), খাদিমনগর, সিলেট এ অনুষ্ঠিত হয়।

(v) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন




পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ০৪-০৬ জানুয়ারী ২০২০ তারিখ রংপুর, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলার সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন সহ সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও সুফলভোগীদের মধ্যে চেক ও সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করেন।




পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক লাকসাম উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর ও কমিউনিটি ভিত্তিক যৌথ চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহীত ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ শাহজাহান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লাকসাম উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ওমর ফারুক।

১.১০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতায় ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ সকল প্রকল্পের অনুকুলে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২০ পর্যন্ত ব্যয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
১	আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ -জুন, ২০২১)	৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ	১০৭৬৩৮.০০ লক্ষ	৯৪৪৩৩.৫৩ লক্ষ
২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৩০১০৫.০০ লক্ষ	৩৯০০.০০ লক্ষ	২৭২৮.৬৯ লক্ষ
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড):				
৩	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০২১)	৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ	৭০০০.০০ লক্ষ	৫০৫০.৪৫ লক্ষ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)				
৪	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ	১৮২০.০০ লক্ষ	১০১৯.৬৮ লক্ষ
৫	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ	৩৪০০.০০ লক্ষ	২৯৯৫.২৯ লক্ষ
৬	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৪১৭৭.৭৩ লক্ষ	৮১৮.০০ লক্ষ	৭৩৫.০৩ লক্ষ
৭	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	২০৬৩৫.০৫ লক্ষ	৪৭৫০.০০ লক্ষ	৩২৬০.০০ লক্ষ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা				
৮	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প(জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৪২৬৪.২০ লক্ষ	১৬৫০.০০ লক্ষ	১০৩০.০০ লক্ষ
৯	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২)	৪৮৫৫.০০ লক্ষ	৫৫৭.০০ লক্ষ	৯.৪৩ লক্ষ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া				
১০	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ১৪ হতে জুন, ২০১৮	৩৬২৯৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	১.০০ লক্ষ	০.০০ লক্ষ
১১	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এন্ড তিস্তা চরস (এমফোরসি) (মে, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	৯২৬২.৮৫ লক্ষ	৪৬৬.০০ লক্ষ	৩৯৭.৮৫ লক্ষ
১২	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও	৩৯৬৩.০০ লক্ষ	৭৮৭.০০ লক্ষ	৫৭২.৫০ লক্ষ

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২০ পর্যন্ত ব্যয়
	বিস্তারএবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)			
১৩	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	১৩৯১০.৫৭ লক্ষ	২১০১.০০ লক্ষ	৮৮৬.১৫ লক্ষ
১৪	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২)	১৫৫৫.৬৮ লক্ষ	৪২১০.০০ লক্ষ	২৪৫৬.৪৫ লক্ষ
১৫	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর অধিবাসীদের দারিদ্র্য হতে উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৩০৫৫.৭০ লক্ষ	১০০৮.০০ লক্ষ	৭৫৫.৮২ লক্ষ
১৬	সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	৩৯৮৯.০০ লক্ষ	৯০০.০০ লক্ষ	৭৯৯.৫৪ লক্ষ
১৭	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	২০৩২৪.৩১ লক্ষ	৫১১৪.০০ লক্ষ	১৬৭১.৮৩ লক্ষ
সমবায় অধিদপ্তর				
১৮	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৫১৫৭.০৩ লক্ষ	৩৯৫২.০০ লক্ষ	৩৮৪৫.০৬ লক্ষ
১৯	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গজাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১খ্রি.)	২৩৮৯.০০ লক্ষ	১৩২০.০০ লক্ষ	১০৯৮.৩৩ লক্ষ
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)				
২০	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	৯১৬৩.৭১ লক্ষ	৭৮৪.০০ লক্ষ	৭৫৩.৯১ লক্ষ
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশেন (পিডিবিএফ)				
২১	হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট ৩৯৬৭.৪৬ লক্ষ (জিওবি: ৩৪০৭.৪৬; পিডিবিএফ নিজস্ব: ৫৬০.০০)	৯৮০.০০ লক্ষ	৪৯৯.৯৮ লক্ষ
২২	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৭০০৬.০০ লক্ষ	১৫০০.০০ লক্ষ	৯০৯.২৩ লক্ষ
২৩	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১)	৩৩০৮.৪২ লক্ষ	১৬১০.০০ লক্ষ	১১৯৬.২৭ লক্ষ
২৪	আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২)	৪৮৪৭.০০ লক্ষ	১৫০০.০০ লক্ষ	০.০০ লক্ষ
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)				
২৫	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৫ হতে	মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি:	৯৯.০০ লক্ষ	৯৮.০০ লক্ষ

ক্র: নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	জুন, ২০ পর্যন্ত ব্যয়
	ডিসেম্বর, ২০২১)	৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ		
২৬	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি: ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবি: ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ	১০৯৭.০০ লক্ষ	১০৮.০০ লক্ষ
২৭	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	মোট ৩৫৪৪৯.৬৮ (জিওবি অনুদান: ৩২৯৭৬.১৮ নিজস্ব তহবিল: ২৪৭৩.৫০) লক্ষ	৪৭৫৪.০০ লক্ষ	১৪১৬.৩৪ লক্ষ

১.১১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত ২৭টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সরাসরি এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। এ ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১.১১.১ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (পূর্বতন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প)

প্রকল্পের নাম	: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদকাল	: জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্পের মোট ব্যয় ও অর্থের সংস্থান	: ৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন।
প্রকল্প এলাকা	: দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলা ৪৫৫০ টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের সকল এলাকা।

প্রকল্পের রূপকল্প

বহুমুখি কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকায়ন সুনিশ্চিত করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন ।

প্রকল্পের অভিলক্ষ্য

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে বিনিয়োগযোগ্য নিজস্ব তহবিল গঠন করে দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উপকারভোগী সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা সুসংহতকরণ;
২. উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ;
৩. দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্বে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনপূর্বক তা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী আয় সৃজন;
৪. বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতি প্রতি ন্যূনতম ৫ জন সদস্যকে পরামর্শক এবং প্রযুক্তি সহায়তাকারী হিসেবে গড়ে তোলা;
৫. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও গতিশীল করা;
৭. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলোকে স্থানীয় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
৮. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে চলমান কার্যক্রমের সর্বস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বহুমাত্রিক ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল দর্শন হল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ কিছু কর্মকৌশলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলো:

১। গ্রাম নির্বাচন

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম নির্বাচনের মাপকঠি ছিল:

১. দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা;

২. শিক্ষার অপ্রতুলতা;

৩. নিয়মিত কাজের অভাব/অনিশ্চিত জীবিকা;

৪. জলাবদ্ধতা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ত গ্রাম;

৫.অঞ্চলভিত্তিতে অনগ্রসরতার কোন বিশেষ কারণ বা বৈশিষ্ট্য;

তবে ৩য় সংশোধনীতে দেশের সকল গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় যেখানেই দরিদ্র মানুষ আছে সেখানেই সমিতি গঠন করে দরিদ্র মানুষকে প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে।

২। প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের মানদন্ড

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে/শনাক্তকরণে একটি মানদন্ড অনুসরন করা হয়ে থাকে, তা হলো:

* দরিদ্র পরিবার (মহিলা পরিবার প্রধান: ০-০.৫০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-১
* দরিদ্র পরিবার (অনূর্ধ্ব ০.৩০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-২
* দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ০.৫০একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-৩
* চর ও পাহাড়াঞ্চলে দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ১.০০ একর) জমির মালিক অগ্রাধিকার-৪

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে শহীদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে। কোনক্রমেই যাতে গ্রামের সচ্ছল, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী বা তাদের পোষ্য উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। মানদন্ড অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ জন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ সদস্য। তবে ভৌগলিক বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায়, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে সর্বনিম্ন ৩০ জন সদস্য নিয়েও গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়। তবে নারী পুরুষ অনুপাত ঠিক রাখা হয়।

৩। উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন করার জন্য গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে সভা করে উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকেন। প্রতি পরিবার হতে একজন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পান। সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত হতে হবে ২:১।

৪। গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি

গ্রামে প্রকাশ্য সভায় নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক একটি অথবা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশী হলে একাধিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। প্রতি গ্রাম সমিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে ১ জন সভাপতি ও ১ জন ম্যানেজার নির্বাচন করা হয় । গ্রাম সমিতির সদস্যদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পারিক আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা, অবাধ মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) আরো বেশি সুসংহত করার লক্ষেই এ সংগঠনের সৃষ্টি।

৫। উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন ডাটা এন্ট্রি

সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকল্পের কর্মীগণ উপকারভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এ তথ্যের মধ্যে তাদের পেশা, জীবিকা, আয়, সম্পদ, পরিবারের সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য থাকে। প্রতি গ্রাম সমিতির সদস্যদের তথ্য প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে অনলাইনে সমিতি তৈরীর কাজটি করেন প্রকল্পের কর্মীগণ। প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ারটি ৩টি

বেসরকারি ব্যাংকের ব্যাংকিং সফটওয়ারের সাথে ইন্টারফেসিং থাকার কারণে প্রকল্পের ডাটাবেজ সফটওয়ারে সমিতি তৈরী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক সাইডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমিতির নামে একটি অনলাইন ব্যাংক হিসাব তৈরী হয়। অনলাইন সফটওয়ারে এন্ট্রিকৃত সকল উপকারভোগীর তথ্য বর্তমানে অনলাইন সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং তা যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে দেখতে পারেন।

৬। পুঁজি গঠন

অনলাইনে সমিতি গঠন এবং ব্যাংক হিসাব তৈরী সম্পাদন হলে অংশীদারিত্ব মূলক পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ৩টি ধাপ রয়েছেঃ

ক) সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়

প্রকল্পের সদস্যগণ সপ্তাহে ৫০ টাকা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। প্রতি সদস্যকে একটি পাশবই প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাঠ সহকারী রশিদ দিয়ে সদস্যের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থ সংগ্রহ ও তা সদস্যের পাশ বহিতে লেখার কাজে সমিতির ম্যানেজার মাঠ সহকারীকে সহায়তা করে থাকেন। মাঠ সহকারী সদস্যদের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ উপজেলায় প্রকল্প কার্যালয়ে কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারীর নিকট জমা দিয়ে একটি রশিদ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারী গৃহীত সঞ্চয়ের অর্থ অনলাইনে সমিতির হিসাবে জমা প্রদান করেন। ব্যাংক হিসাবটি সমিতির নামে হলেও ঐ হিসাবে সকল সদস্যের পৃথক হিসাব রাখার জন্য লেজার সংরক্ষিত হয়। ফলে কোন সদস্য কবে কত টাকা জমা করলেন তা পৃথকভাবে দেখা যায়। সদস্যদের সঞ্চয় জমা এক নাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাস ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে ২ বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

খ) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাঁদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় হতে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি অর্থ ছাড়ের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদান করা হয়। কোন সদস্য বেশী সঞ্চয় করলেও মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে বোনাস প্রদান করা হয়। ব্যাংক হতে অনলাইনে এ অর্থ সমিতি তথা সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হয়। এ অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য সমিতির সদস্যদের একটি মিউচুয়াল তহবিল গঠন করা। এ অর্থ সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হলেও এর মালিক সমিতি। কোন সদস্য ইচ্ছা করলে এ অর্থ তুলতে পারবেন না। শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

গ) সমিতির ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলে আর্থিক সহায়তা

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প হতে প্রতি সমিতিকে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দু'বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে এ অর্থ যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য ২ বছরে ৯.০০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে উঠছে। এ অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যগণ এ অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করেন। তহবিল গঠনের এ প্রক্রিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৭। প্রশিক্ষণ ও গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজন

আয়বর্ধক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করে সফল হতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন করে সদস্যকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে একটি রিসোর্স টিম গঠন করে তার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে উপজেলা পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই ৩য় সংশোধিত প্রকল্প

বাস্তবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবাসিক ব্যবস্থায় প্রদান করা হচ্ছে। একটি সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ভলানটিয়ার বা স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। যাতে প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞান নিজ প্রয়োজনের পাশাপাশি সমিতির অন্য সদস্যদের শেখাতে পারেন।

৮। সমিতির সদস্যদের উঠান বৈঠক

প্রকল্পে অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদস্যদের নিয়মিত উঠান বৈঠক; যা সমিতির সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা ও কাজের জবাবদিহিতা তৈরীতে সহযোগিতা করে। এ বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋনের প্রকল্প গ্রহণ, কিস্তি আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কুটিরশিল্প উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়াও এ বৈঠকে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, বয়স্কশিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

৯। সমিতির তহবিল ব্যবহার ও জীবিকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজন

এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তহবিল ব্যবহারে সমিতির সদস্যদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। সমিতির সদস্যগণ উঠান বৈঠকে বসে সদস্যদের চাহিদা মাফিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী আয়বর্ধক খামার সৃজনে সমিতির তহবিল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্প অফিস বা উপর হতে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় না। উঠান বৈঠকে সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার দায়িত্ব প্রকল্পের কর্মীদের। সদস্যগণ তাদের বসতভিটা উপযোগী বিষয়ে খামার সৃজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১০। বিপণন সহায়তা (বাজারজাতকরণ কার্যক্রম)

সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য প্রতি উপজেলায় স্থাপন করা হচ্ছে মার্কেটিং সেন্টার। এ মার্কেটিং সেন্টারের মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন বাজারজাত করার সকল সহযোগিতা পাবেন। ইতোমধ্যে ৪৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের মার্কেটিং সেন্টার কাম অফিস ভবন তৈরী সম্পন্ন হয়েছে।

১১। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পেও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তুত করা হয়েছে সকল সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ। সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের দাপ্তরিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ব্যবহার/মোবাইল ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কেনাকাটায় ই-দরপত্র, নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি “নথি” ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

প্রচলিত উচ্চ সুদের ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত ‘ক্ষুদ্র সঞ্চয়’ মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;
২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি গঠন, যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% হবেন মহিলা;

৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির মিউচুয়াল তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস পর্যন্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা;

৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা;

৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;

৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণপূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৭. প্রতি সমিতি হতে গড়ে ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/ অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১০. প্রতিটি সদস্যের বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;

১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার টাকা হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া;

১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;

১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

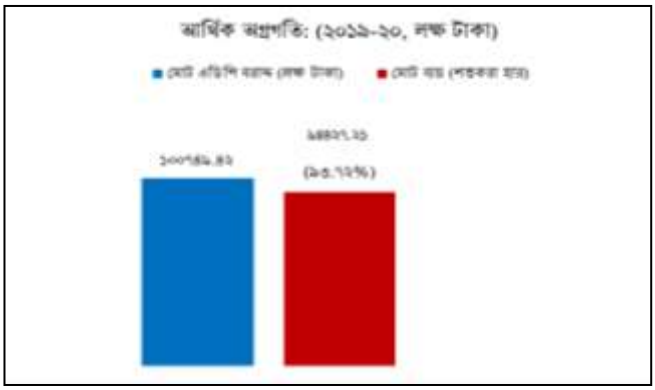

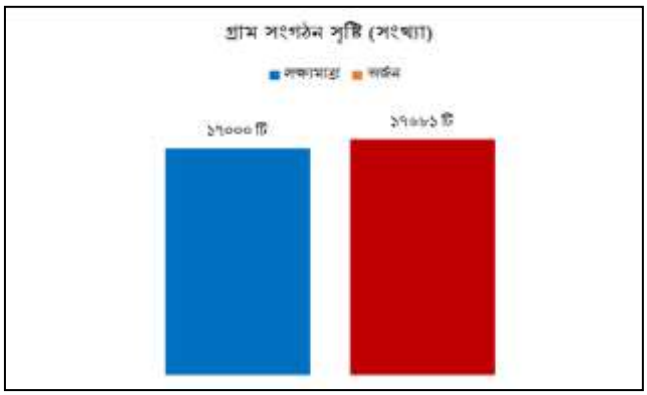

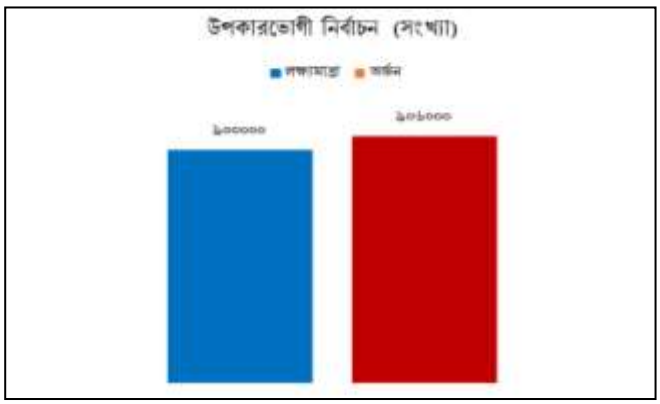

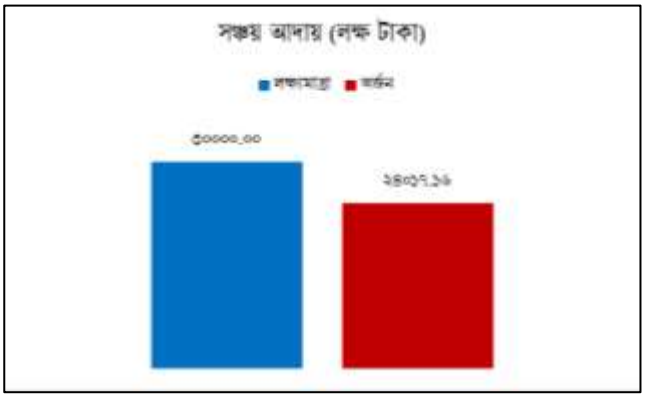

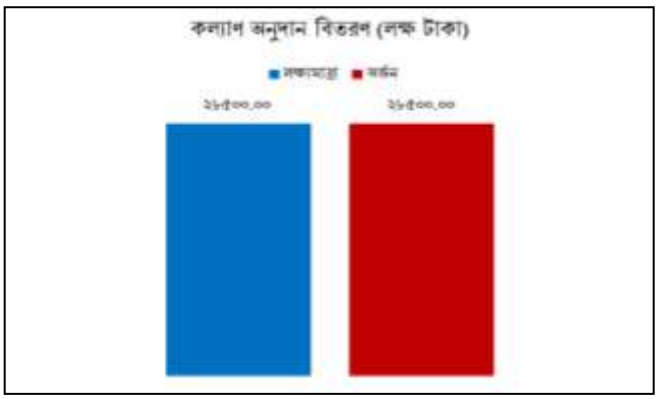

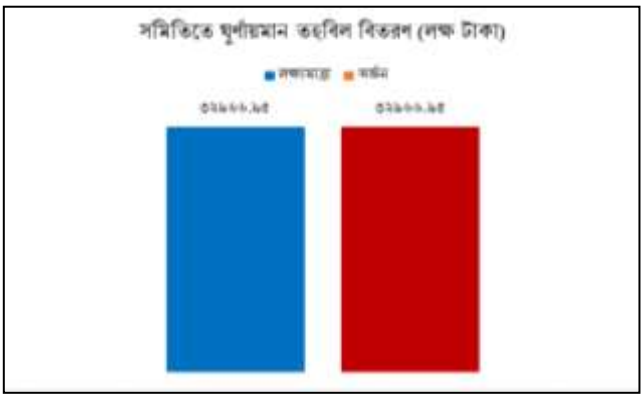

২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

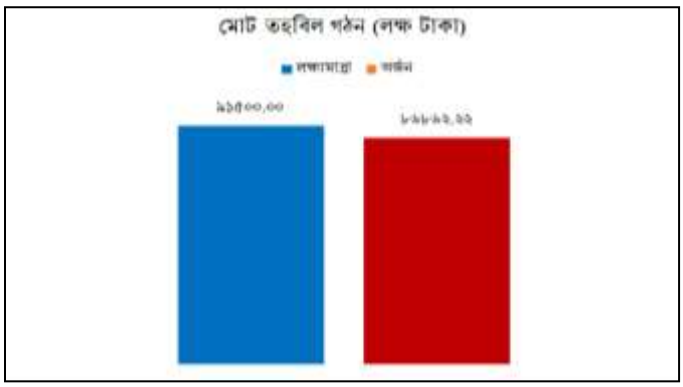

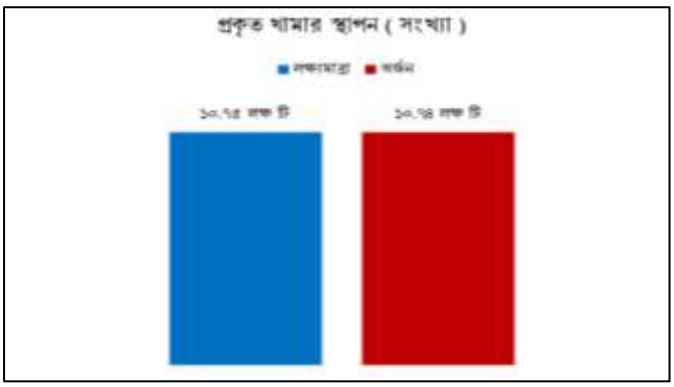

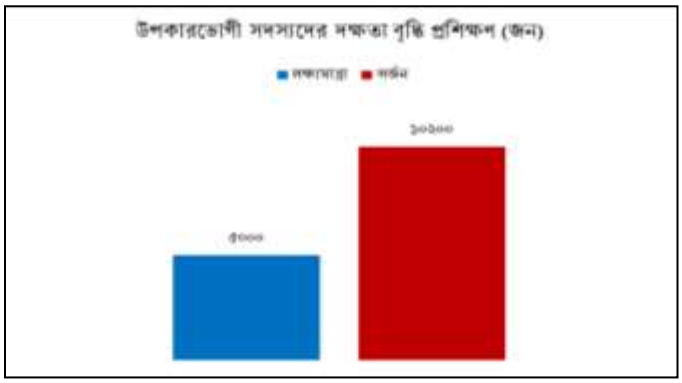

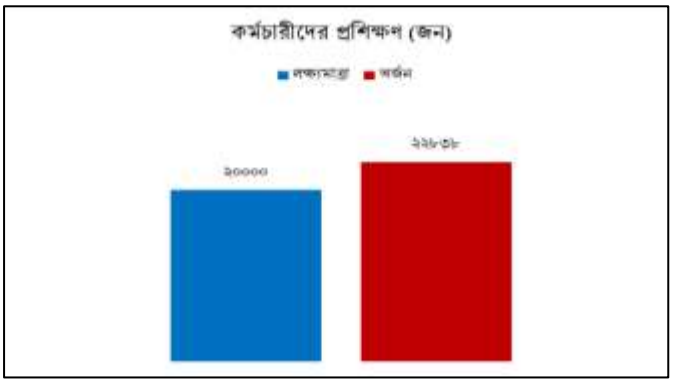

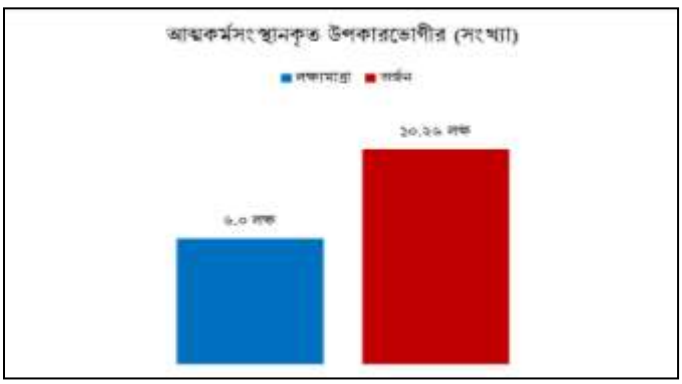

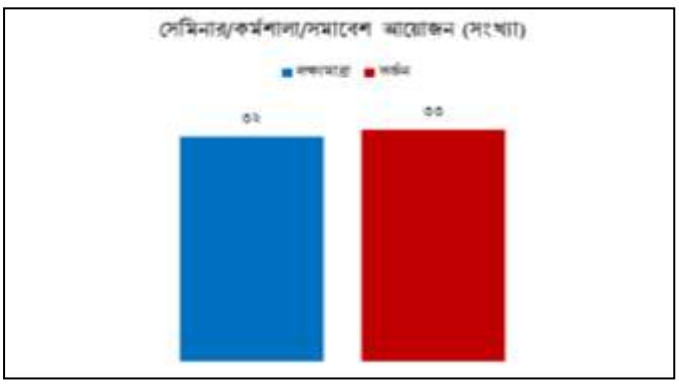

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র



৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গত ০২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।



গত ৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে রাজশাহীতে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অর্ধ-বার্ষিক কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



মাছ চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার পাকুলিয়া ও মাঝেরচর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ পলাশ মুন্সী। তিনি প্রতি মাসে পাচ্ছ ৪০ হাজার টাকা আয় করেন। (তথ্য: ২২ জানুয়ারি, ২০২০)



আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে গবাদিপশু পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কাজুলিয়া উত্তরপাড়া আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য মোসাম্মৎ আফরোজা বেগম

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অভিপ্রায়ে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কাজকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অর্থাৎ আগামী ৩০ জুন ২০২১ হতে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম, সম্পদ, দায় ইত্যাদি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের সকল সম্পদ, দায়সহ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ২৭৮৫১ টি সমিতির সম্পদ ও দায় এবং ৫৩৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারাদেশে ৪৮৫ উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১১.২ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়

১.	প্রকল্পের নাম	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
২.	বাস্তবায়নকারী/সমন্বয়কারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ)	১) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা (সমন্বয়কারী সংস্থা) ২) সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ঢাকা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ৪) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) ৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)
৩.	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
	ক) মোট	৩০১০৫.০০ লক্ষ
	খ) জিওবি	৩০১০৫.০০ লক্ষ
৪.	বাস্তবায়নকাল	০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১
৫.	প্রকল্প এলাকা	এ প্রকল্পে দেশের সকল বিভাগের ৬৪টি জেলার ১৬২টি উপজেলার ১০,০৩৫টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (উল্লেখ্য, ১৬২টি উপজেলার ১০,০৩৫টি গ্রাম এর মধ্যে ইত:পূর্বে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে ৬৬টি উপজেলার ৪,২৭৫টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- গ্রাম পর্যায়ে ১০,০৩৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা;
- প্রকল্পের আওতায় ৯,৫০,০০০ টি পরিবারের ১৪,৫০,০০০ জন সমবায়ীকে প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা;
- সমবায়ীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা;
- সমবায়ীদের নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা দৃশ্যমান করা এবং তা গ্রামবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো;

প্রকল্পের কার্যক্রম

- প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- তহবিল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা;
- মাসিক যৌথ সভা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্বল সমিতিসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ছিল ১৩৪০০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়ছে ৩৯৩৪.৮৬ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৩.০৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ১৭.৪৯%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আরএডিপিতে মোট ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৩৭৯.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৭২৮.৬৯ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৬৯.৯৭% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৬৭%।

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ১৪,৩০,১৬৩ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) প্রকল্পের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে সমিতি গঠন ১০,০৩৫টি, পরিবার অন্তর্ভুক্তি ৯,৫০,০০০টি, সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন এবং পুঁজিগঠন ৫১০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫,৬৩,৮৬০টি পরিবার ও ৮,৬৯,৬১০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ৮,৬৫২টি সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং সমিতি কর্তৃক ১৫৬৬৭.৩০ লক্ষ টাকার মূলধন/পুঁজি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পটির মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে প্রায় ২,৩৯,০১০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র









পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/অধস্তন অন্যান্য সংস্থা

২.১ সমবায় অধিদপ্তর

ভূমিকা

সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন;
২. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;
৩. সমবায়ের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান ।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

কার্যাবলি (Functions)

১. দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সমবায় আদর্শে/দর্শনে উদ্বুদ্ধকরণ;
২. নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা;
৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;
৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
৭. গ্রামীণ মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
৯. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অভিলক্ষ্য অর্জন ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সকল সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি যার ব্যাক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৩৫৫ কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন সমবায় পরিবহনসেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অর্জন

সমিতির সংখ্যা

সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯০,৫৩৪টি; যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৮৯,৩১৩টি; কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,১৯৯টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৭৭,৬৮৫টি যার মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৭৬,৪৭১টি; কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,১৯২টি এবং জাতীয় সমবায় সমিতি ২২টি। গত বছরের তুলনায় এ বছর সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন সমিতি গঠন

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন করা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১৬,৭৬০ টি নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা

উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসাবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নতির একটি পন্থা হিসাবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে থাকে। বিগত দশ বছরের সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৮৮,৩৩,৯৪৪ জন, এবং মহিলা সদস্য ২৬,৪৯,৮০৩ জন।

শেয়ার মূলধন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করাই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল; যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার। ২০১৯ সালে সমিতির শেয়ারের পরিমাণ ছিল ১৭৪৪.০৩ কোটি টাকা যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৭৩.৮৭ কোটি টাকা।

সঞ্চয় আমানত

সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০১৯ সালে সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল ৮০৬৭.৭৫ (আট হাজার সাতষট্টি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) কোটি টাকা যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮৩৩৬.৪৬ (আট হাজার তিনশত ছত্রিশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা।

কার্যকরী মূলধন

সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। ২০১৯ সালে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৪২১৩.৯৩ কোটি টাকা যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪৪৯২.১৪ (চৌদ্দ হাজার চারশত বিরানব্বই কোটি চৌদ্দ লক্ষ) কোটি টাকা।

মোট সম্পদ

সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল এর মোট পরিমাণ হচ্ছে মোট সম্পদ। ২০১৯ সালে সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬২৪৫.৪৮ (ছয় হাজার দুইশত পয়তাল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা, যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৩৫৪.৪৬ (ছয় হাজার তিনশত চুয়ান্ন কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা।

প্রাথমিক সি আই জি সমবায় সমিতি সংখ্যা

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সারা দেশে মোট প্রাথমিক সি আই জি সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২,২০০টি এবং সদস্য সংখ্যা ৪,৬৩,৯৭৫ জন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই সমিতির সংখ্যা ছিল ১৩,১৪৮ টি অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় এ বছর সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় সমিতির অডিট

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমিতি অডিটের তথ্য নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

সমিতির শ্রেণি	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
জাতীয় সমিতি	১১	০৬	৫৫
কেন্দ্রীয় সমিতি	১১৫৭	১১৪৩	৯৯
প্রাথমিক সমিতি	৬০৪২৬	৫৯৩৪১	৯৮
মোট	**৬১৫৯৪**	**৬০৪৯০**	**৯৮**

প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

সমবায় অধিদপ্তরের মুখ্য কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বিগত সময়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।





বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:-

অর্জনের খাত সমূহ / প্রতিষ্ঠান	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৬৪ টি	১৪২৫ জন
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৩৯৯ টি	১৩৪৭৮ জন
সিআইজি	১৬৯ টি	৪৪০০ জন

অর্জনের খাত সমূহ / প্রতিষ্ঠান	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
মোট	৬৩২ টি	১৯৩০৩ জন

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরূপ:





ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণের চিত্র

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

অর্জনের খাত সমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	১৮৯১ টি	৪৫৮০০ জন
সিআইজি	১৮৬ টি	৪৬৫০ জন
মোট	২০৭৭ টি	৫০৪৫০ জন

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১৫টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণে ৩২০ জনকে ১৯,১৬৬ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়

সমবায় অধিদপ্তর সরকারী রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতি অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ২১.৯৩ লক্ষ টাকা এবংঅডিট ফি হিসেবে ৩৮৪.৩১ (তিন কোটি চুরাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৪০৬.২৪ (চার কোটি ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার) লক্ষ টাকা রাজস্ব হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন (সিডিএফ) তহবিল আদায়

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৩৯২.৪৩ (তিন কোটি বিরানব্বই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় করা হয়েছে।

প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমঃ

অফিস স্থাপন **ময়মনসিংহ বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।**

পদসৃজন **ময়মনসিংহ বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের সেটআপ অনুমোদন হওয়ায় ১৭টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। সৃজিত নতুন পদের শ্রেণিভিত্তিক বিন্যাসঃ**

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণি	সংখ্যা
১	প্রথম শ্রেণি	০৫
২	দ্বিতীয় শ্রেণি	০৪
৩	তৃতীয় শ্রেণি	০৫
৪	চতুর্থ শ্রেণি	০৩
মোট		**১৭**

জনবল নিয়োগ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে কোন শূন্য পদে নিয়োগ হয়নি।

পদোন্নতি প্রদান ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণিতে ২৯ জন এবং অন্যান্য পদে ১৪৪ জন সহ মোট ১৭৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুর্নবাসনের নির্দেশ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদে ৩০০.০০ (তিনশত) কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ (ছয়শত আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৫৮৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত থাকলেও সমবায় অধিদপ্তর গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ ফেইজ-২	আশ্রয়ণ-২	মোট
প্রকল্প সংখ্যা	২৯১	৭১৭	২৪৮	১২৫৬
ব্যারাক সংখ্যা	১৯১৪	৫৬৪১	৪১৫৯	১১৭১৪
উপকারভোগী সংখ্যা (জন)	১৯১৩৪	৫৪৯৯৩	২২৮১১	৯৬৯৩৮
ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪০৫২.৮	৬২৫৫.২৯	১৫৯০.৪৯	১১৮৯৮.৫৮
ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় (আসল) (লক্ষ টাকা)	৩০০৮.০১	৪৩৫৭.৬৭	৭১৯.০৬	৮০৮৪.৭৪
ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকা)	৩২৫.৪৮	৩৫২.৪২	৫৪.৭৭	৭৩২.৬৭
মোট আদায় সার্ভিস চার্জসহ(লক্ষ টাকা)	৩৩৩৩.৪৯	৪৭১০.০৯	৭৭৩.৮৩	৮৮১৭.৪১

আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় অধিদপ্তর সমিতি গঠন ও তার নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায়ে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সমূহের অডিট, নির্বাচনসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যাবলী নিয়মিত পরিচালনা করে থাকে। জুন'২০ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৩৩৩টি।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ

(ক) 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্প

"উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্পটি ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় চলতি বছরে গাভী ক্রয় বাবদ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২টি পর্যায়ে মোট ৫০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ গাভী/বকনা ক্রয় করে লালন পালন শুরু করেছেন। প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাভোগীদের ক্রয়কৃত গাভীর পরিচর্যা এবং প্রকল্পের

ঋণ কার্যক্রম ও সমিতির কার্যক্রম তদারকির জন্য ১ জন করে ফ্যাসিলিটেটর এবং ক্রয়কৃত গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১ জন করে কৃত্রিম প্রজননকারী (এলএফএআই) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।



ফরিদপুর সদর উপজেলায় প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগীর হাতে গাভী ক্রয় ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি।



খুলনা জেলায় প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগীর হাতে গাভী ক্রয় ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি।

(খ) 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্প

'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্পটি ২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ২৮৮০জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে এবং ৮০ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে ৩৬ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য ১৬৪টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।





সমিতির সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ

(গ) 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন' প্রকল্প

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন' প্রকল্পটি ৪০৮৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম বাংলাদেশের ১৫ টি জেলার ২৮ টি উপজেলায় বিস্তৃত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৫৭ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে; যার মোট সদস্য সংখ্যা ৯,৫৬৯ জন। জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

৩০০০ জন উপকারভোগীকে মোটিভেশনাল এবং ৯৬০০ জন উপকারভোগীকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সহ মোট ১২৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের চেক বিতরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।



নওগাঁর ধামইরহাটে নৃ-তাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সাঁওতাল সদস্যবৃন্দ ক্ষুদ্র ঋণের সাহায্যে গাভী পালন করছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০১৯

২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম। এছাড়াও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) এর চেয়ারম্যান জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন"বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারবো"। অনুষ্ঠান শেষে প্রামাণ্য চিত্র প্রর্দশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৮ বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৮ প্রাপ্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন প্রাক্কালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমবায় র‍্যালিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার; সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও সমবায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদযাপন প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য সমবায় র‍্যালি।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এম.পি জাতীয় পতাকা এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এম.পি সমবায় পতাকা উত্তোলন করছেন।

সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতি/ সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির নিকট পদক তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র দেয়া হয়।



৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবসে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্টল পরিদর্শন।



৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে 'সমবায় পণ্য মেলা' পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমবায় পণ্যের ই-কমার্স সমবায় বাজার উদ্বোধন।

(খ) সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা'র ১০০তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২০ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০০তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এর নেতৃত্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমবায় ভবনে কেক কাটার অনুষ্ঠানে কেক।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমবায় ভবনে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

(গ) সমবায় অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৯-২০)

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায় বিধিমালা ২০০৪, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ২৮ হাজার ৩২৭টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, প্রায় ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২১ হাজার ৭৬৩ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ

এবং ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৮০ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত তিন বছরে সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়ন এবং সমিতি পরিদর্শন জোরদারকরণ করা হয়েছে দিন দিন সমবায় সমিতির সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমবায় সমিতিসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ গত তিন বছরের ২৪১ কোটি ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬৩১০ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৯ জনের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জিত নম্বর ৭৫.৬।



সমবায় অধিদপ্তরের এপিএ কর্মশালার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



সমবায় অধিদপ্তরের সাথে ৮ জন বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৯-২০) স্বাক্ষর।

এছাড়া দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া, সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঘ) সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস, ২০১৯ উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ মহান বিজয় দিবস পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন।



মহান বিজয় দিবস' ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

২.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১.পটভূমি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় ১৯৬৫-১৯৬৯ সময়কালে একটি সারথি প্রকল্পের (Pilot Project) আকারে বহুমাত্রিক পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এ উদ্যোগকে একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে দেশব্যাপী প্রবর্তন করেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশ মূলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সেই থেকে বিআরডিবি পল্লীর জনগণের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনপদের উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছে।

২. বিআরডিবি'র ভিশন, মিশন, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি:

২.১ ভিশন

"মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী"

২.২ মিশন

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

২.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সদস্যদের আর্থিক সেবাভূক্তি

২. মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩. পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন

৪. সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

২.৪ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

২.৫ কার্যাবলি (Functions)

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholders) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;

- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordnance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রি.) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসনামলে জারিকৃত এ অধ্যাদেশটি সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে গত ০৭ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে নূতন আইন আকারে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ মোতাবেক বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১৫জন। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ভাইস-চেয়ারম্যান; সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-সদস্য এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিব। প্রতি ৬ (ছয়) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৪. এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৯-২০২০ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত
	ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম		
১	সমিতি/দল গঠন	৪,৬২৬ টি	১,৬৬,৯৬০ টি
২	সদস্য ভর্তি	১,৬৭,০৪১ জন	৫০,১২,২৬২ জন
	খ) মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রম		
৩	শেয়ার জমা	৫২৭.৯৭ লক্ষ টাকা	১২,৬৮৫.১৭ লক্ষ
৪	সঞ্চয় জমা	৪,৪৮৭.২৬ লক্ষ টাকা	৫৮,০১৮.১১ লক্ষ
৫	ঋণ বিতরণ	১,০৫,৫৩০.৩৯ লক্ষ টাকা	১৭,৬৭,২৯১.৯৯ লক্ষ
৬	ঋণ আদায়	১,০০,০৭৪.৬৯ লক্ষ টাকা	১৬,০৭,২০৭.৮০ লক্ষ
৭	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৩,৪৫,৮২৩ জন	৪৮,৮৬,৯৪৮ জন
	গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম		
৮	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২৭,৫১৬ জন	৫৯,৪৪৪ জন
৯	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১,৮৫,৫৭০ জন	৪০,১৮,৭৭৯ জন

ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

১০	মোট বৃক্ষ রোপন	১২৮.১৩ লক্ষ টি	২,৭২১.৯১ লক্ষ
১১	হাঁস-মুরগী টিকাদান/প্রতিষেধক	১৯.২২ লক্ষ টি	৩,২৫০.৬২ লক্ষ
১২	মৎস্য চাষ (পোনা অবমুক্তকরণ)	৬৭.৬৯ লক্ষ টি	৫,০৫৯.৬৮ লক্ষ
১৩	নারিকেল চারা রোপন (সংখ্যা)	২১.১৩ লক্ষ টি	২২.৮২ লক্ষ
১৪	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	০.০৩ লক্ষ টি	২৩.৫৩ লক্ষ
১৫	উন্নত চুল্লীর ব্যবহার	০.২৭ টি পরিবার	৫.৫২ লক্ষ

ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম

১৬	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ (পিআরডিপি-৩)	২,৯৭০ টি	৯,৮৭৪ টি

৫. বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে; যথা- প্রশাসন বিভাগ; অর্থ ও হিসাব বিভাগ, সরেজমিন বিভাগ; পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ । প্রত্যেক বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫.১ প্রশাসন বিভাগ:

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মী ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) সহ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব। এ বিভাগ একজন পরিচালক, একজন যুগ্মপরিচালক ও দুইজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন ৫ টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যেমন- (১) পার্সোনেল শাখা, (২) শৃঙ্খলা উপশাখা (৩) পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা (৪) সাধারণ পরিচর্যা উপশাখা ও (৫) যানবাহন উপশাখা। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;

- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পাদন, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- যানবাহন ব্যবস্থাপনা

প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে উল্লিখিত নিয়মিত কার্যাদি ছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার-৪টি, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার-৪টি ও হিসাব রক্ষকের-৪টি মোট-১২টি নতুন পদ সৃজন হয়। এছাড়া বিবেচ্য বছরে বিআরডিবি'র ১০৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারির পিআরএল আদেশ জারী ও ১৬৩জন কর্মকর্তা/কর্মচারির পেনশন নিষ্পত্তি করা হয়।

৫.২ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতাধীন ৪টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যথা- (১) অর্থ ও বাজেট শাখা, (২) হিসাব শাখা, (৩) নিরীক্ষা শাখা এবং (৪) পেনশন (অর্থ) উপশাখা। এ বিভাগ একজন পরিচালক, দুইজন যুগ্মপরিচালক এবং চারজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারি পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্থ ও হিসাব বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট প্রাপ্তি	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাপ্তি	২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অর্থছাড়/অবমুক্তি
২৫০.০০	২৬৫.০০	২৬৫.০০

অবসর সুবিধাদি প্রদান

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৯-২০২০ বছরে পরিশোধ	
		কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)
১	পিআরএল ভাতা, ছুটি নগদায়ন, পরিবার কল্যাণ, পরিবার নিরাপত্তা, আনুতোষিক, অবসর ভাতা, জিপিএফ ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলের অর্থ ব্যয়	২,২৭৮	৭,৬৭০.১১

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

ক্র. নং	নিরীক্ষার ধরণ	২০১৯-২০ বছরে আপত্তির সংখ্যা	২০১৯-২০ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা	৬৭	৬১
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	৮	৫
	মোট	৭৫	৬৬

৫.৩. সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি হয়ে থাকে। সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন ৮টি শাখা রয়েছে; যথা ১. সমবায় শাখা ২. ঋণ শাখা ৩. সেচ শাখা ৪. সম্প্রসারণ শাখা ৫. বাজারজাতকরণ শাখা ৬. বিশেষ প্রকল্প শাখা ৭. মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ ও ৮. পরিদর্শন শাখা। সরেজমিন বিভাগে একজন পরিচালক, তিনজন যুগ্মপরিচালক ও ছয়জন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অনু বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারিদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সাপোর্ট ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
- সারাদেশে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় ইউসিসিএ এর মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংক মাধ্যম, আবর্তক (কৃষি) ও ইউসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএ'র বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অন্য মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত প্রকল্প কিন্তু কার্যক্রম চলমান ২টি কর্মসূচি (আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি) বাস্তবায়ন।

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম তদারকিসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:
- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবি'র সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম 'সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি' (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য 'কন্টাক্ট সেল' হিসেবে দায়িত্ব পালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- মবিকেউস, দুপউস, দুএদাবি, গ্রামউক ও গ্রামউসকসহ ৫টি সমাপ্ত অথচ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- মহিলা সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, নারী নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি'র ঋণ কার্যক্রমের একীভূত তথ্য

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচী	মানব সংগঠন	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	শেয়ার জমা	সঞ্চয়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ গ্রহণকারী সদস্য
১	মুলকর্মসূচি	৪০৩	২৬,৭২১	৫৯১.৬৩	৯৬২.১৪	২৪২৬০.৪৭	২৩২০১.৬২	৮০,৩৬৮
২	সেচ	০	০	০	০	০	৩৬৬.৩৬	০
৩	মউ	৭৮	৩৮৩৪	১৩০.৫৪	৪১০.৪৫	৮৮০৪.৯৬	১২,০৫২.৩৫	৩০৬২০
৪	সদাবিক	৬৭	৩৭৫০	০	১০৮.৫৬	৯৯৩৫.৭৪	৯১৩৮.৯৭	৩৬৩৯৯
৫	গুচ্ছগ্রাম	২৮	৪০২০	০	১৫.৩৪	৩২৮.৭০	৯৬১৮.১৩	১৮৫৬
৬	মুক্তিযোদ্ধা	০	১৮৬৭	০	০	৭১০.৭৪	২৭২.১৭	১৮৬৭
৭	আদর্শগ্রাম	০	১২০৫	০	০	২৫৮.১২	৫৮৭.০৪	১২০৫
৮	মবিকেউস	৮২	১,৪১১	০	৪.৯১	৪৩৮.২৮	২৪৮.৯৬	১৪১১
৯	গ্রামউক	২	৫০	০	০.১০	৬.৩০	৬.৪৬	৫০
১০	গ্রামউকসক	০	০	০	০	০	০.০৯	০
১১	দুপউস	৩৫	৪০১	০	৫.৬২	৮৯.৩৬	১৩.৩৪	৪০১
১২	দুএদাবি	৪	৫২	০	০.০৯	১১.৬৪	০	০
১৩	ব্যানপিএইচসি	০	০	০	০	০	৩০৭.৬৮	১৩০৮
১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৮১	৬৮২	০	১.০৪	৩১৯.৮৮	৪৩৯০৭.২৪	১২৫২০৫
	মোট	**৮৬৯**	**৪৩৯৯৩**	**৭২২.১৭**	**১৫০৮.২৫**	**৪৫১৮০.৩৬**	**৪৪২৭৩.৬৯**	**১৫৫৫৩৭**

৫.৪. পরিকল্পনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ বিভাগ

বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ বিভাগে এক জন পরিচালক, দুই জন যুগ্মপরিচালক ও চার জন উপপরিচালক রয়েছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবির কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- National web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেট ও অনান্য প্রকল্প/কর্মসূচির অর্থায়নে সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও প্রাক্কলন প্রস্তুত।

৫.৫ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিআরডিবি'র তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুমোদনসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমন্বয় সাধন করা এ বিভাগের কাজ। এ বিভাগে একজন পরিচালক ও একজন উপপরিচালক কর্মরত আছেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরুপ:

ক) বিআরডিবিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৯-২০	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট	দক্ষতা উন্নয়ন	২৪৯৫	৯৭৩৩২
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	৩২০	১৫০৪৮
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএমটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	১২০	৯৯৩৪
		মোট	**২৯৩৫**	**১২২৩১৪**

খ) সদরদপ্তর, জেলা/উপজেলা, বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ও বিআরডিবি বহির্ভূত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ

ক্রম নং	বাস্তবায়নকারী	প্রশিক্ষণের ধরণ	কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা	সুফলভোগী সংখ্যা
১	বিআরডিবি বহির্ভূত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ	দক্ষতা উন্নয়ন	৪১	-
২	সদরদপ্তর	বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১২০০	-
		উপজেলা পর্যায়ে পল্লী ভবন মেরামত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০৭	-
		ই-নথি প্রশিক্ষণ	৬৪	-
৩	জেলা /উপজেলা পর্যায়ে	বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন	১২০০	২৭৩২৮
৪	মহিলা উন্নয়ন	দক্ষতা উন্নয়ন	-	৪৫২৭
৫	পিআরডিপি-৩	দক্ষতা উন্নয়ন	৯০	৬০৭৯০
৬	উদকনিক	দক্ষতা উন্নয়ন	১২০	৩৩৬
৭	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	দক্ষতা উন্নয়ন	-	৪৫০০
৮	পল্লী প্রগতি	দক্ষতা উন্নয়ন ও আইজিএ	-	২৬০
৯	গুচ্ছ গ্রাম	দক্ষতা উন্নয়ন	-	৯২৮
		সর্বমোট=	২৮৮২	১০১৬৯৩

এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মিশরে ১ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রসসূহ

৫.৫.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে বিআরডিটিআই জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রাচীন একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে বিআরডিবি'র অধীনে বিভাগীয় লোকবল ও সুবিধাভোগীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানাবিধ প্রশিক্ষণ, ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।



চিত্র: বিআরডিটিআই প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ভিলেজ-এইড বা ভি-এইড কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সনে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। ভি-এইড কর্মসূচির অবলুপ্তি ঘটলে এটিকে পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিডিটিআই) নামকরণ করা হয়। ১৯৬৮ সনে আরেক দফা নাম পরিবর্তন করে এটিকে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরডিটিআই) করা হয়। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধির পেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সনের মে মাসে এ ইনস্টিটিউটকে বিআরডিবি'র পূর্বসূরি 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আইআরডিপি)-এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ একাডেমির মর্যাদায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা বিআরডিটিআই নামে বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট শহর হতে আট কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে খাদিমনগরে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০.৬২ একর ভূমির উপর বিআরডিটিআই অবস্থিত। এর আশেপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিসিক শিল্পনগরী, সরকারি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম চা বাগান, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ পরান (রঃ) এর মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা

ইনস্টিটিউটের বর্তমান সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন। এর নিচ তলায় অফিস ও অনুষদ সভা কক্ষ অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে চারটি শ্রেণি কক্ষ এবং এর সংলগ্ন একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ। এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রি সংরক্ষণাগার, একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি কম্পিউটার ল্যাব এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত একটি সম্মেলন কক্ষ। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে চারটি হোস্টেল, দ্বিতল ক্যাফেটেরিয়া, মসজিদ এবং ছয়শ' আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম। ক্যাফেটেরিয়ায় একত্রে ৩৫০ জনের আপ্যায়ন এবং হোস্টেল চারটিতে ১৬০ জনের আবাসন ফ্যাসিলিটিজ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসিক ভবনসমূহও ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিআরডিটিআই-এ বার্ষিক গড়ে পাঁচহাজার কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এরমধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দু'মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স ও দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স উল্লেখযোগ্য। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিআরডিটিআই-সংযুক্তি ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিটিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, এনআইএলজি, বিয়াম ফাউন্ডেশন, পোস্টাল একাডেমি, জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি (এনএপিডি)-সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি হতে বিভিন্ন ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে বিআরডিটিআই-এ আগমন করেন।

গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটনকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের একটি নতুন ধারণা বিআরডিটিআই সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

৫.৫.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (এআরডিপি-২) এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা সদরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রটি নির্মিত হয় এবং প্রকল্প সহায়তায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩০ জুন ১৯৯২ পর্যন্ত পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। ইহা একটি পুর্নাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বৃহত্তর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান না থাকায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এতদঞ্চলের বিআরডিবিসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরডিবিসহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মাঠকর্মী ও উপকারভোগীদের প্রয়োজনানুযায়ী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি কাজে এ প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা

দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসন বিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

৫.৫.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সু-ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৯৮১৪ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. এডিপিভুক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম

এক নজরে বিআরডিবি'র এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অগ্রগতি

- প্রকল্প সংখ্যা ৪ টি
- মোট সংশোধিত বরাদ্দ ১০,৩৮৮.০০ লক্ষ টাকা
- মোট ছাড় ৮,৬৭৮.৫৫ লক্ষটাকা
- মোট ব্যয় ৮১০.০০ লক্ষ টাকা
- ব্যয়ের হার ৯২.৩০%

৬.১ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

৬.১.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয় ১০,৮৬৮.৭২ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস;

খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

গ) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;

ঘ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্যের জন্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;

ঙ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি ও অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

আর্থিক অগ্রগতি

লক্ষ টাকা

২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি জুন, ২০২০ পর্যন্ত

প্রকল্প ব্যয়				ব্যয়ের হার		ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১০,৮৬৮.৭	১৮২০.০	১,৪০৫.৫	১,০১৯.৬	৫৬.০২	৭২.৫৭	১০,৬৪৭.৯	৯,৯০৮.৩

বাস্তব অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৯-২০২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৮৩	১,০১৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১,৩৮০	১২,৯২১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	-	২৪.৫৭	১৫৫.৯৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩,৬০০	৩৩৬০	২৮,৬৩১
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৫৭৯.৯৫	২,৮৪০.৩৩
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	৪০২.৭৫	১,৮৮৯.০৮

৬.১.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা।

অর্থের উৎস জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা ৬৪টি জেলার ২১৫ টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

খ) গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

গ) গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত;

চ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা;

ছ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

জ) গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।



যশোর মনিরামপুরে বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন পিআরডিপি-৩ প্রকল্প এর স্কিম উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি.।



বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড মিঠাপুকুর, রংপুর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের স্কীমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

আর্থিক অগ্রগতি

লক্ষ টাকা

২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রকল্প ব্যয়	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার		ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৬৩৩.৪৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৫.২৯	১০০%	১০০%	১১৭৮৭.৫২	১১৪৯০.২৫

বাস্তব অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৯-২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫৮৫০	-	৫৪০০
২	ভিডিসিএম	৩১৫৮৩৫	৫১৮৭০	৫৭১০৫
৩	ইউসিসি	৬৫০	২৩	৫৯৫

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৯-২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
৪	ইউসিসিএম	৩৮১৯৬	৪৮৭১	১৮৮৭১
৫	ভিডিসি স্কীম	১৭৬১৬	২৯৭০	৯৮৭৪
৬	প্রশিক্ষণ	৬৪৩৭১২	৬০৭৯০	৩৩৫৯০০

৬.১.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ

অর্থের উৎস জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা গাইবান্ধা জেলার ০৭ (সাত) টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১) দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গাইবান্ধা জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

২) প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলায় মানব সংগঠন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

৩) কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪) পল্লী অঞ্চলের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৫) মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টি।

৬) চরাঞ্চলের জনগণের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ উপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা।

৭) স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে পুঁজি সরবরাহ।

আর্থিক অগ্রগতি

২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রকল্প ব্যয়	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার		ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৪১৭৭.৭৩	৮১৮.০০	৭৪৬.৫৫	৭৩৫.০৩	৯০%	৯৮%	২৪৬৯.১৪	২৩১৮.৪৯

বাস্তব অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৯-২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	২১১	৩৬৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫৮০০	৪৩৯৩	১১৯৭৯
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	-	৬৬.৩১	১০০.০৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫৮০০	৪৫০০	৯৭৬৫
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)	২৫২৮.০০	৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৯-২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	-	১৩২.১৮	১৩২.১৮

৬.১.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ

অর্থের উৎস জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনে প্রসার ঘটানো ও পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

আর্থিক অগ্রগতি

২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রকল্প ব্যয়	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার		ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২০৬৩৫.০৫	৪৭৫০.০০	৩৫২৬.৩৫	৩২৬০.০০	৭৯%	৯২%	৩৫২৬.৩৫	৩২৬০.০০

বাস্তব অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৯-২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৬৮০	২৪৬২	২৪৬২
২	সদস্য ভর্তি (জন)	২৭০০০০	৭৩৮৬০	৭৩৮৬০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	৩২৪০.০০	৫১১.৪৯	৫১১.৪৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৮২০	১০৩৩৮	১০৩৩৮
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)	১১০০০.০০	২৫০০.২০	২৫০০.২০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	-	-	-

৭. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (৩য় পর্যায়)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিআরডিবি কাজ করছে।

প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৫৯৩.০৬ লক্ষ

অর্থের উৎস জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা ২০টি জেলার ৪৬ টি উপজেলায় ২,৮৫০ টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সমিতি গঠন, পুঁজি গঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আর্থিক অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯পর্যন্ত)

প্রকল্প ব্যয়				ব্যয়ের হার		ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮৫৯৩.০৬	১০০৪.১৬	৮৪৭.৫৭	৬৫৬.২৬	৬৫%	৭৭%	১১৮৫.০৪	৯৬০.৩৪

বাস্তব অগ্রগতি

ক্র. নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৮-১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২৮৫০	৭৯০	২১৪৮
২	পরিবার অন্তর্ভূক্তি (সংখ্যা)	২৫৯০০০	১৯৫৩১	১৫৫৯১৮
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	৪২৮৫০০	২৮২৫১	২৩৪২০৭
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩৮৮৬.৮০	৬০৭.৮৪	৪৯৮৫.৪৩
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৪১৫০৭৮	৫৬৮২১	৭১৮৮৩
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)	৮৭০৬.৫০	৩৬৯.৭০	৩৭৭৭.৭৫
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	-	৩৩২.৮০	৩৭৪০.৮০

৮. বিআরডিবি'র এডিবিভুক্ত প্রকল্প সমাপ্তি শেষে পরিচালিত কর্মসূচি আকারে তথ্য

ক্রঃ নং	কর্মসূচি'র নাম	কর্মসূচি এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	**এলাকা:** ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	**এলাকা:** ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জগাজীপুর ,, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার মোট ২০ টি উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।

ক্রঃ নং	কর্মসূচি'র নাম	কর্মসূচি এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
৩	উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**এলাকা:** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯৯৪১.৭৮লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	**বাস্তবায়নে:** নির্বাহী পরিচালক
৪	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**এলাকা:** ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই-১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারী:** কর্মসূচি পরিচালক
৫	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	**এলাকা:** ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন **মেয়াদ:** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নে:** কর্মসূচি পরিচালক
৬	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	**এলাকা:** দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৪ টি উপজেলা **মেয়াদ:** ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল **বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
৭	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২২.৩৮লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৮	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৯	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি (ইরেসপো)	**এলাকাঃ** ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	১৫৭৩৪.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে:** কর্মসূচি পরিচালক।
১০	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	**এলাকাঃ** ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	৫৬৯৫১.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নে:** কর্মসূচি পরিচালক।

৯. বিআরডিবি'র মাধ্যমে পরিচালিত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

ক্র. নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	**এলাকা:** পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	**এলাকা:** হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট - বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬.০২ লক্ষ টাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** ঋণ শাখা, সরেজমিন বিভাগ
৩	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	**এলাকা:** ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	**এলাকা:** বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৫	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	**এলাকা:** ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা **মেয়াদ:** এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯ ২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৬	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	**এলাকা:** ৫৩টি জেলার ১৩২টি উপজেলা **মেয়াদ:** জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১১.৭৬ কোটি টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

১০. বিআরডিবি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান / কেন্দ্রসমূহ

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	যোগাযোগ
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	খাদিমনগর, সিলেট	পরিচালক ০৮২১-৭৬০৪০৪ drbrdti@brdb.gov.bd

২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	মাইজদী, নোয়াখালী	০৩২১-৬১০৫৬
৩	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)	টাঙ্গাইল	০৯২১-৬৩৬৯৭

১১. বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি'র উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ এবং উৎপাদক ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৮টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।



প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টারসমূহ

১২. প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টারসমূহ

ক্রঃ নং	ডিসপ্লে সেন্টারের নাম	ঠিকানা/অবস্থান	প্রতিষ্ঠার তারিখ	উদ্যোক্তা প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	কারুপল্লী	পল্লী ভবন ৫,কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫	২৭/০৪/৮৯	বিআরডিবিজাইকা - এর যৌথ উদ্যেগে	বিআরডিবির ' সমিতির সদস্যদের উৎপাদিতপণ্যসমূহ কারুপল্লীর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হয়
২	প্রদর্শন ও পণ্য উন্নয়ন কেন্দ্র (কারুগৃহ)	রেড ক্রিসেন্ট মার্কেট আলীপুর , ফরিদপুর	০৪/০১/১৯৯৯	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা হয়
৩	ওমেন ফ্যাশন হাউজ 'শান্তি'	ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৩/০৯/২০১৩	বিআরডিবি-কোইকা যৌথ উদ্যেগে	

ক্রঃ নং	ডিসপ্লে সেন্টারের নাম	ঠিকানা/অবস্থান	প্রতিষ্ঠার তারিখ	উদ্যোক্তা প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
৪	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র	ধাপ ক্যান্ট রোড চেক পোষ্ট, রংপুর	১০/০২/২০১৩ ১০/০২/২০১৩	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (উদকনিক) -২য় পর্যায়	
৬	কারুপল্লী	পল্লী কানন কমপ্লেক্স প্লট নং-০৯, সেক্টর-০৮, উত্তরা, ঢাকা	২০১৯	বিআরডিবি-জাইকা এর যৌথ উদ্যেগে	বিআরডিবির ' সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ কারুপল্লীর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হয়

১৩. বিদ্যমান গবেষণা/ মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহের তালিকা

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/দল কর্তৃক বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরূপ:

ক্র.নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% । (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে

ক্র.নং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
		হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (সমাপ্ত- জুন, ২০১৮) গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। প্রশিক্ষণের মান ভাল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ জন সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, হস্তশিল্প, মৎস ও কাঁকরা চাষ, শাকসবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২৮৮১ টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি সময়: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকার ও এনজিও সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উম্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালিকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

১৪. সাফল্যের আলেখ্য

১৪.১ সবজী চাষে সফল হায়দার আলী

জনাব মোঃ হায়দার আলী, পিতা মৃত তাহাজ উদ্দিন, গ্রামঃ সাহারবাটি, ডাকঘরঃ ভাটপাড়া, উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর। পেশায় তিনি একজন কৃষক। তিন ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি ০৩ বিঘা জমির মালিক, কিন্তু পুঁজির অভাবে কৃষি কাজ করতে পারছিলেন না। সে কারণে তার পরিবারে অভাব লেগেই থাকতো। তিনি বিভিন্ন জনের নিকট বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে বিগত ১৩/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), গাংনী, মেহেরপুর এর অধিন বাস্তবায়িত আবর্তক (কৃষি ঋণ) কমসূচীর আওতায় সাহারবাটি কলোণী পাড়া কৃষক সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তিনি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, গাংনী, মেহেরপুর এর মাধ্যমে সবজি চাষের উপর ০৭ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি উক্ত সমিতির মাধ্যমে প্রথম বছর ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে সবজি চাষ শুরু করেন এবং সবজি চাষের মাধ্যমে ঐ বছর ৪০,০০০/- টাকা লাভ করেন। দ্বিতীয় দফায় উক্ত সমিতির মাধ্যমে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে নিজস্ব ৩ বিঘা এবং অন্যের জমি ০৩ বিঘা বন্ধকী নিয়ে তার সবজি চাষ আরো প্রসারিত করেন। সে বছর সবজি উৎপাদনের খরচ বাদে তার নীট ৬০,০০০/- টাকা লাভ করেন। এভাবে সর্বশেষ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি উক্ত সমিতির মাধ্যমে ৩৭,০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে তার জমিতে ব্যাপকভাবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু ও লাল শাকের চাষ করেন। বর্তমানে তিনি সবজি চাষের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ২০,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- টাকা আয় করেন। আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষের মাধ্যমে বর্তমানে তিনি আধুনিক কৃষকে পরিনত হয়েছেন। গ্রামের অনেক মানুষ তাকে দেখে সবজি চাষ শুরু করেছেন। উক্ত সবজি চাষের মাধ্যমে জনাব হায়দার আলী অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে তিনি তার পরিবার পরিজন নিয়ে সচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করছেন।



১৪.২ মিনারা বেগমের দিন বদলের কথা

বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন ছোট কুমিড়া সরদার পাড়া গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা মিনারা বেগম। তার স্বামী মোঃ জহুরুল ইসলাম পেশায় ছিলেন তৈরী খাবার এর ফেরিওয়ালা । তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। অনাহারের হাত থেকে পরিত্রান পেতে শেষ সম্বল ভিটামাটি বন্ধক দিয়ে সর্বশান্ত হতে চলেছিল এই পরিবারটি। ঠিক এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে মোছাঃ মিনারা বেগম ১৪/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে



বিআরডিবি'র আওতাধীন সদাবিক দলের সদস্যা হয়ে প্রথমে ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। অতঃপর বড় ছেলেকে সাথে নিয়ে তিনি স্বামীর সংঙ্গে সাইকেলের টিউব কেটে ওয়াসার তৈরীর কাজ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি সদাবিক দল হতে ১০,০০০/- হতে ১২,০০০/- টাকা এবং সর্বশেষ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা তিনি এ পেশায় সাফল্যজনকভাবে বিনিয়োগ করেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২ দফায় সর্বমোট ১,৩২,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার নিজস্ব সঞ্চয় জমার পরিমান ৮,৭৮০/-(আট হাজার) টাকা। তিনি বর্তমানে স্বামী, মা, ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বানিজ্যিকভাবে সাইকেল/রিক্সার টিউব থেকে ওয়াসার তৈরী ও প্যাকেট জাত করে স্থানীয় বাজার এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করেন। এ পেশায় তার মাসিক আয় কমপক্ষে ২৪,০০০/- হতে ২৫,০০০/- টাকা। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমান ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

ব্যবসার আয় থেকে তিনি আধা পাকা ঘরের মালিক হয়েছেন। বড় ছেলেটি নবম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করে বাবা মার পেশায় নিয়োজিত হয়েছে এবং ছোট মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় মিনারা বেগম অত্যন্ত সচেতন। তিনি এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রতিবেশীদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন। মিনারা বেগমের ভাষ্যমতে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি'র মত এত কম সেবামূল্যে কোথাও ঋণ দেয়া হয় না। ছোট কুমিড়া সরদার পাড়া গ্রামের মিনারা বেগমের পরিবারটি এখন অনেকের কাছেই অনুকরণীয় মডেল। বিআরডিবি তাকে মহাজনের চড়া সুদের হাতের ছোবল থেকে বাঁচিয়ে তার স্বামীর ভিটে মাটি রক্ষাসহ তার আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। নিজের শ্রম ও বুদ্ধিমত্তার উপর ভিত্তি করে মিনারা বেগম দিন বদলের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তিনি অর্জন করেছেন। তিনি এখন একজন সুখী ও স্বাবলম্বী মহিলা।

১৪.৩ নিজের চা দোকানে নূরজাহান বেগম

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলাধীন কৃর্ত্তীপুর গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের মেয়ে নূরজাহান বেগম। এক সময় অভাব-অনটনই ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) ১৫০০০/-(পনর হাজার) টাকার ঋণ বদলে দিল নূরজাহান বেগমের জীবনের গল্প। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তাঁর পুঁজি হয়েছে ১৫,০০০০০/-(পনর লক্ষ) টাকা। পূরণ হতে চলেছে তাঁর স্বপ্ন। তিনি নিজের জমিতে বানাচ্ছেন স্বপ্নের নিবাস, পাকা দালান।

২৩ বছর আগে নূরজাহান বেগমের বিয়ে হয় পাবনার আতাউর রহমানের সঙ্গে। ইটের ভাটায় কাজ করতে এসে সে তাঁকে বিয়ে করে। বিয়ের পর নূরজাহানের এক ছেলে ও ২ মেয়ের জন্ম হয়। পরে জানা যায়, আতাউরের আরো দুটি স্ত্রী আছে। আট বছর পর স্বামী তাঁকে ফেলে চলে যায়। বেঁচে থাকতে নূরজাহান কখনও বাবার চায়ের দোকানে কখনো ক্ষেতখামারে ও বাসাবাড়িতে



নিজের চা দোকানে নূরজাহান বেগম

ঝিয়ের কাজ শুরু করেন। সম্বল বলতে ছিল একটি ছাগল। সেটি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কের রেলগেট এলাকার একটি কাঠের দোকান কিনে চা বিক্রি শুরু করেন নুরজাহান। বসবাস করতেন রেললাইনের পাশে একটি সরকারী জায়গায়। কিন্তু পুঁজির স্বল্পতার কারণে তাঁর ব্যবসা ভালো চলছিল না। ব্যবসা বাড়াতে নূরজাহান যোগ দেন বিআরডিবি'র মহিলা সমিতিতে।

প্রথমে সে সমিতির মাধ্যমে ১৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে চা বিক্রির পাশাপাশি দোকানে বেশ কিছু মালপত্র তোলেন। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তাঁকে এক লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া হয় । উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের পূর্বে সে পাঁচ দফায় ঋণ নিয়ে তা কিস্তিতে পরিশোধ করে। দুই বছর পূর্বে নূরজাহান একই এলাকার কৃর্ত্তিপুর মৌজায় ৬.৫ শতক জমি কিনে তিন কামরার দালান নির্মাণ করেন। জমি কেনাসহ তাতে তারঁ মোট খরচ হয়েছিল ১২-১৩ লক্ষ টাকা। তাঁর বড় ছেলে নূরনবী বিএ অনার্স পড়ে, বড় মেয়ে আরিফা খাতুন সরকারি এমএল মডেল হাই স্কুলের দশম শ্রেনীতে কারিগরী বিভাগে আর ছোট মেয়েটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। প্রতিদিন সে ভোর ৫:০০টায় দোকান খুলে আর তা বন্ধ করে রাত ১১:০০টায়।

নূরজাহান জানান প্রতিদিন দোকানে তির-চার হাজার টাকা বেচাকেনা হয়। মেয়ে দুটি স্কুল থেকে এসে তাঁর কাছে থাকে। ছেলেটি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইজিবাইক চালায়। এভাবেই ভাগ্যবঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী করতে কাজ করে যাচ্ছে বিআরডিবি । নূরজাহান বেগম একজন সংগ্রামী, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী নারী। তিনি বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।



মহালছড়ি সদাবিক দলের সাপ্তাহিক উঠান বৈঠক, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা।



উদকনিক প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ, বদরগঞ্জ, রংপুর।



সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পিআরডিপি-৩, পূর্নিমাগাঁতী ইউনিয়ন পরিষদ, উল্লাপাড়া,সিরাজগঞ্জ।



ইরেসপো দেবহাটার মোহাম্মাদ আলীপুর মীরপাড়া মহিলা সমিতির মোছাঃ খাদিজা খাতুন ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তা ঋণ নিয়ে মৎস্য ও পানি ফলের সমন্বিত চাষ করছেন।

২.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেকগুলো কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করেছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

পল্লী উন্নয়নের শ্রেয় ভাবনা ও অনুশীলন (better ideas and practices)-এর অগ্রণী প্রতিষ্ঠানরূপে ভূমিকা গ্রহণ ও পরিপালন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের সুস্থায়ী (Sustainable Rural Development) গতিধারা সৃজন ও লালন এবং পল্লী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সরকারকে নতুন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ প্রদান।

একাডেমির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুষদ সদস্য এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত ব্যুৎপত্তি ও একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২। পল্লী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সমস্যা উত্তরণের পন্থা নিরুপনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।

৩। গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের নতুন ধারণা উদ্ভাবন।

৪। নতুনভাবে উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের নীতি, কৌশল এবং ধারণা প্রসারণের লক্ষ্যে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা করা।

৫। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরসন এবং উন্নয়ন বিধানকল্পে সরকারের বিবেচনার জন্য প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও উপস্থাপন।

আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১। দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

৩। তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন

৪। কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন

৫। কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

৬। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

একাডেমির কার্যাবলী

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও তদসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা;

(খ) পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগণকে বুনিয়াদী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) উন্নয়নের ধারণা ও তত্ত্বসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়ন;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন;

(ঙ) সরকারি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান;

(চ) দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং পরিচালনা; এবং

(জ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন (২০১৯-২০২০)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবহিকতায় সাম্প্রতিক জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)- এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং পল্লী উন্নয়ন নীতি -এর বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

বার্ডে চলমান গবেষণা কার্যক্রমের শিরোনাম

Sl. No.	Research Titles
১.	Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
২.	Family and Human Development Aspirations: Socialisation at Bangladesh Transforming Villages
৩.	Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Case of Five Districts of Bangladesh
৪.	Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analysing the Determinants of Food Security

Sl. No.	Research Titles
৫.	Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social Entrepreneurship Development
৬.	Lives and Hopes of the People of Former Enclaves Inside Bangladesh: A Search for National Development and Integrity
৭.	Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
৮.	Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
৯.	কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
১০.	Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh
১১.	State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh
১২.	Union Parishad Complex in Bangladesh: Challenges and Potentialities
১৩.	Engaging Community for Commercial Endeavour through Community Enterprise: Process, Problems and Prospects
১৪.	Role of Agricultural cooperatives in Ensuring Farmer's Wellbeing: Cases of some Selected Areas of Bangladesh.
১৫.	Agro- forestry in Achieving Food Security of upland smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District.
১৬.	Factors Affecting Rural Urban Migration and Rural Change; Cases of two Villages in Bangladesh.
১৭.	Opportunities and Challenges in Utilizing Solar Energy for Irrigation and Home Systems.
১৮.	Determinants of Time Taken to First Marriage Dissolution in Rural Bangladesh: A Case of Cumilla District.
১৯.	Farmers Knowledge attitude and Practice of mastitis in Comilla.
২০.	Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh : An Analysis Using Technology Acceptance Model (TAM)
২১.	Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণার শিরোনাম

Sl.	Research Titles
1.	Governance through Gram Committee in Participating Rural Development Project in Bangladesh
2.	Sustainability of Digital Service Centers: A Case of Union Digital Centers (UDCs) in Bangladesh
3.	Cost Benefit Analysis of Mechanised and Labour Intensive Crop Production
4.	Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
5.	Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study on Cumilla
6.	Micro Credit Operation by the Public Sector in BD: Origin, Performance and Replication

Sl.	Research Titles
7.	River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
8.	Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ডের গবেষণা প্রকাশনাসমূহ

Sl. No.	Researchers/Editors	Publications
১.	Dr. Md. Mizanur Rahman	Paradox and Dynamics of Women Leadership in the Rural Local Government
২.	Ms. Saifun Nahar	Agro-based SMEs in Bangladesh Government Policy Strategy and Applicability of PPP
৩.	Dr. Md. Shafiqul Islam Mr. Md. Mizanur Rahman Mr. Milan Kanti Bhattacharjee Dr. Abdul Karim Mr. Newaz Ahmed Chowdhury Mr. Md. Tanvir Ahmed	My House My Farm Project (Amar Bari Amar Khamar Project): Challenges and Potentialities
৪.	Dr. Shishir Kumar Munshi Mr. Benzir Ahmed Mr. Junaed Rahim	Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh
৫.	Mr. Abdullah Al Mamun	Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh
৬.	ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা	লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের (আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

গবেষণা বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত গবেষণা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা

ক্র: নং	সেমিনারের নাম	সময়
১.	Workshop on Research Proposal Presentation	২৭ নভেম্বর ২০১৯
২.	Seminar on Research Highlights	২১ জুন ২০২০



বার্ড কর্তৃক আয়োজিত রিসার্চ হাইলাই সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০১৯-২০ অর্থ বছর

বার্ড পল্লীর দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ধারণা প্রদান; নারী উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, গাভী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য ২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও বার্ড ২০১৯-২০ অর্থবৎসরে ২২৪ টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৯১৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বার্ড কর্তৃক আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কোর্স/কর্মসূচি

ক. বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদী ১টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ইতোপূর্বে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ১টি ২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অসম্পূর্ণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাদের কোর্সটি স্থগিত করা হয়েছে।



৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে বার্ডের মহাপরিচালক



৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশন পরিচালনা করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

খ) সংযুক্তি ও অবহিতকরণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বিপিএটিসি, আরডিএ, বিয়াম ও টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজ থেকে আগত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য ০৭টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ০৪টি পল্লী উন্নয়ন সংযুক্তি কর্মসূচির আয়োজন করে। এছাড়া দিনব্যাপি ২০টি অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে ১,১৯৪ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অবহিতকরণ কর্মসূচিসমূহে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন এজেন্ডাসমূহ এবং এ প্রেক্ষিতে বার্ডের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের বিভিন্ন কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

গ) স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

বার্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে প্রায় ৮০% হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি কোর্স। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য উক্ত কোর্সসমূহ আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা, অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের জন্য ০৭টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

বার্ড আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ১,১১১ জন এবং মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) ও লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ৩,০৭১ জন সুফলভোগীর জন্য বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক ৯৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে।



লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কোর্সে সনদপত্র বিতরণ করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

ঘ) স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ

বার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে স্ব-উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজেন করে আসছে। বার্ড ০৫টি স্ব-উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে এবং এগুলোতে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ১২১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত কোর্স সমূহের প্রধান কয়েকটি হচ্ছে: প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বিদ্যালয়ে কার্যকরী ও মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি, উদ্ভাবনী ধারনার উপর আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, মাশরুম চাষ ও মাশরুমের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

ঙ) অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে সংগঠিত ট্রেনিং কোর্স

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, Dhaka North City Corporation, BIFPCL, FAO, NARS, BB, PKSF এবং UGDP-এর অর্থায়নে চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৪০টি প্রশিক্ষণ কোর্স বার্ডে সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সগুলোতে মোট ১৫৭৩ জন অংশগ্রহণ করেন।

চ) বার্ড ও AARDO-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় প্রতিবছর বার্ড একটি করে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে আসছে। এ কর্মসূচিতে প্রতিবছর AARDO-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে থাকেন। চুক্তির আওতায় বার্ড ২০০৮ থেকে ২০২০ অর্থবছর "International Training Workshop on Achieving Sustainable Development Goals: Financial Inclusion & Rural Transformation" শিরোনামে মোট ১১ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছে।



আফ্রিকান এশিয়ান পল্লী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ড বাস্তবায়িত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আগত সম্মানিত প্রধান অতিথির সাথে বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

ছ) BARD, Dhaka University-র Department of Public Administration এবং Stamford University-র যৌথ উদ্যোগে ২দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক Conference ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বার্ডে আয়োজন করা হয়েছে। এটি এই তিনটি সংস্থার একটি নিয়মিত কর্মসূচি যা প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বার্ড ক্যাম্পাসে আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি মোট ৯৫ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২২৪ টি	৯১৯৪ জন

বার্ডের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদের ১১৫ জন, ৩য় শ্রেণির কর্মচারী পর্যায়ের ২২২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১০ টি	৫১৭ জন

১. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্য

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	উদ্যোক্তা সংস্থা	মেয়াদ	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬

১.১	International Training Workshop on Achieving Sustainable Development Goals: Financial Inclusion and Rural Transformation.	AARDO	১৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১	**১৮**

২. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	উদ্যোক্তা সংস্থা	মেয়াদ	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
২.১	6th International Integrative Research Coference on Governance and Modernization in Changing Environment	BARD, DU, SU	১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯	১	**৯৫**

৩. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

ক্র.নং	কোর্সের ধরণ	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	**সম্মেলন**	১	**১০২**
২	**কর্মশালা**	৮	৩১৭
৩	**সেমিনার**	৩	১৪৮
	মোট	**১২**	**৫৬৭**

৪. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্র.নং	কোর্সের ধরণ	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১	৬২
২	বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১	৪২
৩	সংযুক্তি প্রশিক্ষণ	১২	১০০৩
৪	স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ	১৪	৪৫৮
৫	বেসিক প্রশিক্ষণ	১৬২	৫৭৫৫
৬	অবহিতকরণ	২০	১১৯৮
		২১০	**৮৫১৮**

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা-এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম

ক। চলমান এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন শীর্ষক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৫,০৫৫ লক্ষ টাকা

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	: ২,০৭৯ লক্ষ টাকা
লালমাই-ময়নামতি, বার্ড অংশের মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	: ২,৯৭৬ লক্ষ টাকা
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত বরাদ্দ	: (৪৪৬.৩৮+৬০০.১৭+৯৮২.১৬) = ২,০২৮.৭১ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত অবমুক্তি	: (৪৪৬.৩৮+৫৭৩.৬০+৯৮২.১৬) = ২,০০২.১৪ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	: (৪১০.৭৩+৫৫৭.৩৬+৮৯৭.৩২) = ১,৮৬৫.৪১ লক্ষ টাকা (অবমুক্তির ৯৩%, বরাদ্দের ৯১% মোট প্রকল্পের ৬৩%)।
লালমাই-ময়নামতি, বার্ড অংশের মাধ্যমে ১ম - ৪র্থ কোয়ার্টারে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ	: ৯৮২.১৬ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জুন পর্যন্ত ১ম-৪র্থ কোয়ার্টারে অবমুক্তি	: ৯৮২.১৬ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুন -২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	: ৮৯৭.৩২ লক্ষ টাকা (অবমুক্তির ৯১%)।

লালমাই-ময়নামতি, বার্ড অংশের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি: ৭০%।



মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে ফলদ গাছের চারা বিতরণ করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি.

১. কার্যক্রম ভিত্তি জরিপ ও গ্রাম তথ্যবই প্রণয়ন

লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প এলাকার ৬৮টি গ্রামের ১৮,০০০টি খানার জরিপ সম্পন্ন করে গ্রাম তথ্যবই প্রণয়ন

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৬৮টি গ্রামের ১৯,৩০০ পরিবারের পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করে ৬৮টি গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে (অগ্রগতি ১০০%)।

২. কার্যক্রম

সংগঠন সৃজন

লক্ষ্যমাত্রা

৩০০টি গ্রাম সংগঠন সৃজন করা হবে

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২৮৯টি সংগঠন সৃজন হয়েছে (অগ্রগতি ৯৬%)।

৩. কার্যক্রম

সদস্য সংগ্রহ

লক্ষ্যমাত্রা

১৩,০০০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৬,৪৯,১২,০৭১ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (গড়ে প্রতি সংগঠনে ৪০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) (অগ্রগতি ৯২%)।

৪. কার্যক্রম

সঞ্চয় আদায়

লক্ষ্যমাত্রা

সংগঠনের প্রতি সদস্যের নিকট থেকে ২০০ টাকা হারে মাসিক সঞ্চয় সংগ্রহ করা হবে।

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৩,৫০,২৭,৬৫০/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫. কার্যক্রম

উৎসাহ সঞ্চয়

লক্ষ্যমাত্রা

৬,২৪,০০,০০০/- টাকা

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৩,৫০,২৭,৬৫০/- টাকা।

৬. ঋণ কার্যক্রম

লক্ষ্যমাত্রা

৭,৬৪,০০,০০০/- টাকা

জুন-২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ঋণ প্রদানঃ জুন মাসে ২৩২ জনকে ৪১,১০,০০০ টাকা সহ সর্বমোট ২,২০৩ জনের মাঝে ১০,০০০-৩০,০০০ টাকা করে ৩,০৫,২৫,০০০ টাকা)। ঋণ আদায়ঃ জুন মাসে ২০,৬৭,৩১৬ টাকা সহ মোট ১,২৪,১৮,৫৯৮ টাকা।

৭. কার্যক্রম

গ্রামোন্নয়ন সমিতিকে এককালীন আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান (২৬০টি সংগঠন)

লক্ষ্যমাত্রা

৭,৮০,০০,০০০/- টাকা

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৬,২১,২৫,০০০/- টাকা।

৮. কার্যক্রম

বিশেষ অনুদান (সুদমুক্ত ঋণ)

লক্ষ্যমাত্রা

৭,৫০,০০,০০০/- টাকা

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

জুন মাসে ১০০০ জনকে ২,৫০,০০,০০০/- টাকা সহ সর্বমোট ২,০৫০ জন সুফলভোগীকে ২৫,০০০/- টাকা করে মোট ৫,১২,৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষ ঋণ আদায়ঃ জুন মাসে ৭,৭৩,০০০/- টাকা সহ সর্বমোট ৫৯,০৪,২০০/- টাকা।

৯. উপকরণ

ধান বীজ বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

৩৩,০০০ কেজি ৬,৬০০ জনকে

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ৬০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৩,০০০ কেজি ব্রি-ধান ৫০ (সুগন্ধি) ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩৯০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ১,৯৫০ কেজি আমন ধানের বীজ (ব্রি-ধান ৪৯, ব্রি-ধান ৬২, ব্রি-ধান ৭৫) বিতরণ করা হয়েছে।
- ১০৩৪ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৫,১৭০ কেজি বোরো ধানের বীজ (ব্রি-ধান ৫৫, ব্রি-ধান ৫৮, ব্রি-ধান ৬৩, ব্রি-৬৮, ব্রি-৭৪, ব্রি-৮১) বিতরণ করা হয়েছে।
- ৬০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৩,০০০ কেজি আউশ ধান বিতরণ করা হয়েছে।
- ১,০০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৫,০০০ কেজি আমন ধান বিতরণ করা হয়েছে।
- ১,২০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৬,০০০ কেজি বোরো ধান বিতরণ করা হয়েছে।
- ৮০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৪,০০০ কেজি আউশ ধান বিতরণ করা হয়েছে।
- আমন ধান ২০২০ জুন মাসে ৮০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৪,০০০ কেজি আমন ধান বিতরণ করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৪২৪ জন সুফলভোগীকে ৩২,১২০ কেজি ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে (অগ্রগতি ৮১%)

১০. উপকরণ

মৌবাক্স বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

১,৭৫০ জনকে মৌবাক্স বিতরণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৫৫০ জন সুফলভোগীর মাঝে ৫৫০টি মৌমাছিসহ মৌবাক্স বিতরণ (অগ্রগতি ৩১%)।

১১. উপকরণ

সবজী বীজ বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

৫,০০০ জন চাষীকে সবজী বীজ/চারা বিতরণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ৩০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৪০ কেজি করে মোট ১২,০০০ কেজি এস্টারিক্স জাতের আলু বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ৫০০ জন সুফলভোগীর মাঝে গ্রীষ্মকালীন সবজী বীজ: চিচিংগা- ১৭৬ কেজি, বরবটি- ২১৬ কেজি, কলমিশাক- ২৬৮ কেজি টমেটো -৪ কেজি, বেগুন-৬ কেজি, পালং শাক-৫০ কেজি, লালশাক-৩০ কেজি, মুলা তাসাকিসান সহ সর্বমোট ৮০০ কেজি বিতরণ করা হয়েছে।
- ৪০০ জন সুফলভোগীকে ১০,০০০ প্যাকেট মাশরুমের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২০,০০০টি টমেটোর চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৫০০ জনকে ১০,০০০টি বেগুনের চারা ক্রয় করে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ৪১২৫ জনকে ৮২৫০ প্যাকেট গ্রীষ্মকালীন সবজী বীজ বিতরণ করা হয়।
- সর্বমোট ৫৮৪৫ জনের মাঝে বীজ বিতরণ করা হয়েছে (অগ্রগতি ১১৭%)।

১২. উপকরণ

মুরগি/হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

৮,০০০ জনকে ২,০০,০০০টি মুরগির বাচ্চা বিতরণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৪,৬৭৯ জন সুফলভোগীর মাঝে ১,১৩,৩১০টি মুরগীর বাচ্চা বিতরণ করা হয়। জুন মাসে ৫৬৬০ টি হাঁসের বাচ্চাসহ সর্বমোট ১,৪৫৩ জন সুফলভোগীর মাঝে ২৩,৬৬০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে। সর্বমোট= ১,৩৬,৯৭০টি (অগ্রগতি ৬৮%)।

১৩. উপকরণ বিতরণ

কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন

লক্ষ্যমাত্রা

৬,০০০ টি কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন।

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৪,২৮০টি কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে (অগ্রগতি ৭১%)। জুন পর্যন্ত ৯৮৬ কেজি কেঁচো এবং ১,৬৩,৯৮৯ কেজি কেঁচো সার বিক্রি করা হয়েছে।

১৪. উপকরণ

মাছের পোনা বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

৪,০০০ জন চাষীকে ২,০০,০০০টি মাছের পোনা বিতরণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২৩৯৬ জনকে ৮,৪২৩ কেজি (রুই, কাতলা, মৃগেল অন্যান্য কার্প জাতীয়) মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে (অগ্রগতি ৬০%)।

১৫. উপকরণ বিতরণ

ফলের বাগান সৃজন

লক্ষ্যমাত্রা

৫০০টি বাগান সৃজন করা হয়েছে

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২০৮ জন সুফলভোগী ২০৮টি ফলের বাগান স্থাপন ও ১৫,৩৮০টি ফলের চারা রোপণ করেছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমিতির সংগঠনের সদস্যদের মাঝে ৫-৭টি করে মোট ৫,৩৭৫টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- সর্বমোট ২০৮টি বাগান এবং ২০,৭৫৫টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

১৬. উপকরণ

সরিষা বীজ বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

২,৪০০ কেজি সরিষার বীজ বিতরণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১,৮৪৪ জন সুফলভোগীর মাঝে ২,২০০ কেজি সরিষা বীজ বিতরণ করা হয়েছে (অগ্রগতি ৯১%)।

১৭. কম্পোনেন্ট/কার্যক্রম

নার্সারী স্থাপন

লক্ষ্যমাত্রা

নার্সারী স্থাপন (১০টি)

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নার্সারী করার জন্য ২ জন সুফলভোগীকে ৪৩৮টি করে মোট ৮৬৪টি বিভিন্ন জাতের ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে। আরো ৮টি নার্সারীর জন্য চারার অর্ডার দেওয়া হয়েছে (অগ্রগতি ৬০%)।

১৮. কম্পোনেন্ট/কার্যক্রম

ধান কাটার যন্ত্র/ধান রোপন যন্ত্র বিতরণ

লক্ষ্যমাত্রা

সুফলভোগীদের মাঝে ধান কাটার যন্ত্র-৩০টি, ধান রোপন যন্ত্র-১৫টি

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২টি ধান কাটার যন্ত্র ও ১টি ধান রোপন যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে, ইতোমধ্যে ৬টি ধান কাটার যন্ত্র ও ১১টি ধান রোপণ যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে (অগ্রগতি ৪৪%)।

১৯. উপকরণ বিতরণ

সৌরপ্যানেল ভিত্তিক অগভীর নলকুপ স্থাপন

লক্ষ্যমাত্রা

সুফলভোগীদের মাঝে সেচের জন্য সৌরপ্যানেল ভিত্তিক অগভীর নলকুপ স্থাপন (১০টি)

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আগ্রহীদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০. কম্পোনেন্ট/কার্যক্রম

গবেষণা এবং উন্নয়ন (১০টি)

লক্ষ্যমাত্রা

- Potentiality of Bee Keeping in Lalmai-Hill areas of Cumilla.

- Performance and Economic Viability of Recently Released Rice Varieties in Lalmai-Hill Areas of Cumilla.
- Comparative Assessment of Vermi-compost and other Organic Manures in Improving and Productivity of Boro Rice and Cabbage with Sustainable Soil Fertility Management তিনটি গবেষণা পরিচালনার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- Potentiality of Bee Keeping in Lalmai-Hill areas of Cumilla.
- Performance and Economic Viability of Recently Released Rice Varieties in Lalmai-Hill Areas of Cumilla.
- Comparative Assessment of Vermi-compost and other Organic Manures in Improving and Productivity of Boro Rice and Cabbage with Sustainable Soil Fertility Management তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে (অগ্রগতি ৩৮%)।

২১. কম্পোনেন্ট/কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ প্রদান

লক্ষ্যমাত্রা

৩০০টি ব্যাচে ৯০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ফল চাষ, মৎস্য চাষ, কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার, হাঁস-মুরগি পালন, সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মৌমাছি পালন, ধান বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সবজী বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি, গাভী পালন, নার্সারী ব্যবস্থাপনা, মাশরুমসহ সর্বমোট ২৭১টি ব্যাচে মোট ৭,৯১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান (অগ্রগতি ৮৭%)।

২২. কম্পোনেন্ট/কার্যক্রম

মুদ্রণ

লক্ষ্যমাত্রা

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন হ্যান্ডবুক প্রণয়ন, সদস্য ফরম, নমিনি ফরম ও মাসিক সঞ্চয় আদায়সীট মুদ্রণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক) ধান বীজ উৎপাদন ১,২২০ কপি;
খ) সবজী বীজ উৎপাদন ১২৬০ কপি;
গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদী ১২৬০ কপি;
ঘ) আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি ১২৬০ কপি;
ঙ) মৌমাছি পালন ৯০০ কপি;
চ) কেঁচো সার উৎপাদন ২,১৫০ কপি;
ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ৬২০ কপি;
জ) ফল চাষ ১২৮০ কপি;
ঝ)ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ৭০০ কপি;
ঞ) নার্সারী ব্যবস্থাপনা ৪৫০ কপি;
ট) মৎস্য চাষ ৯০০ কপি;
ঠ) মাশরুম চাষ ৯০০ কপি;
* (ক - ঠ) পর্যন্ত মোট ১২,৯০০ কপি ম্যানুয়াল মুদ্রণ করা হয়েছে।

ড) সদস্য ফরম ৯০০০ কপি, নমিনি ফরম ১০,০০০ কপি এবং মাসিক আদায়সীট ২০,০০০ কপি মুদ্রণ হয়েছে।

ঢ) ব্রশিউর-লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচিতি ৩০০০ কপি, কোয়েল পালন ১,০০০ কপি এবং ড্রাগন ফল চাষ ১,০০০ কপি ব্রশিউর মুদ্রণ হয়েছে।

ণ) আয় বর্ধক কর্মকান্ডের বিশেষ অনুদানের ফরম-৪০০০ কপি ও ঋণ ফরম ক্রয় ৬,০০০ কপি।

২৩. প্রকল্পের সভা বাস্তবায়ন

লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা-২টি এবং উপজেলা প্রকল্প সমন্বয় কমিটির সভা-২টি

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

স্টিয়ারিং কমিটির সভা-২টি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা-৪টি, উপজেলা প্রকল্প সমন্বয় কমিটির সভা-৮টি

২৪. জাতি গঠনমূলক বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা গুলোর সাথে সুফলভোগীদের কার্যকরী সংযোগ এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন

লক্ষ্যমাত্রা

ডিএই, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের সুফলভোগীদের সংযোগ স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ডিএই, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের সুফলভোগীদের সংযোগ স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

২৫. সংগঠনের সভাপতি/ ম্যানেজারের মাসিক সম্মানী বিতরণ

জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এ পর্যন্ত ২,২০১ জন সভাপতি/ম্যানেজারের মাঝে ৬৯,০২,৬০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।

২। “বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ মূল: জানুয়ারী ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯, সংশোধিত: জানুয়ারী ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের বাজেট মূল: ৩,৪৩৯.৬৫ লক্ষ, সংশোধিত: ৪,২৬৪.২০ লক্ষ

প্রকল্প এলাকা বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বার্ডের ভৌত সুবিধাদি আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ গবেষণা এবং প্রায়োগিক কার্যক্রমসমূহের অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো সমূহকে শক্তিশালীকরণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট

- ০১টি ৫ তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কাম সম্মেলন কক্ষ ভবন নির্মাণ
- ০১টি ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ,
- ০১টি ৩ তলা স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ
- ০১টি সুইমিং পুল নির্মাণ
- বার্ডের অটোমেশন
- ০১টি কোষ্টার এবং ০১টি জীপ ক্রয়
- ০১টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ০১টি ফটোপ্রিন্টার ক্রয়
- ০১টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, ০১ সেট কনফারেন্স পি.এ সিস্টেম

➢ আসবাবপত্র, কম্পিউটার ক্রয় ও সোলার বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা



বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক হোস্টেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বর্তমান অগ্রগতি

- ❖ সম্মেলন কক্ষ-কাম-ক্লাসরুম নির্মাণ কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ হোস্টেল নির্মাণ কাজ ৪৬% সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ স্কুল নির্মাণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ সুইমিং পুল নির্মাণ কাজ ৮১% সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের আওতায় প্রশিক্ষণসহ ৬টি মডিউলের অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ১০৩০.৭৫ লক্ষ টাকা।

৩। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পল্লিউন্নয়নে নতুন চিন্তাধারার সূচনা ঘটে। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামে একটি ছাতা প্রতিষ্ঠানের চিন্তা বার্ড শুরু করে। নানা ধরণের টার্গেট গ্রুপ গ্রামে সেসময় উন্নয়ন সমন্বয়হীনতা তৈরী করেছিল এবং এতে কষ্টার্জিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা স্বপ্নকে বাস্তবায়নে টোটাল ভিলেজ ডেভেপেম্যান্ট প্রেগ্রাম (টিভিডিপি) নামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প ১৯৭৫ সালে বার্ডে যাত্রা শুরু করে। বার্ডের অনুষদ সদস্য ও কর্মীদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে গ্রাম জরীপ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন রুপরেখা গ্রামগুলোতে প্রণয়ন করা হয় যা কুমিল্লা দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির নবতর প্রয়াস ছিল। প্রথমদিকে ৪টি গ্রামের পেশাজীবি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে স্বেচ্ছামূলকভাবে একটি সমবায় সংগঠনের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ২০টি গ্রামে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে টিভিডিপি'র নাম পরিবর্তন করে প্রকল্পের নামকরণ করা হয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি বা সিভিডিপি। বার্ডের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি আরো অনেকগুলো গ্রামে সফলতা পেলে ১৯৮৮ সালে সিভিডিপি বাংলাদেশের বার্ষিক পরিকল্পনা কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৯১ সালে বার্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩টি উপজেলা (তৎকালীন থানা) -এর ৮০টি গ্রামে সিভিডিপি সম্প্রসারিত হয়। একইসাথে আরডিএ, বগুড়ার মাধ্যমে আরো ৮০টি গ্রামে সিভিডিপি সম্প্রসারিত হয়। সময়ের প্রবাহে পরীক্ষামূলক প্রকল্পটির সফলতায় সরকারের শক্তিশালী মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশে ২০০৫ থেকে বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্প সিভিডিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে

পরিচালিত হতে শুরু করে এবং উক্ত বিভাগের ৪টি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। এই ৪টি সংস্থা হলো: বার্ড, আরডিএ, সমবায় অধিদপ্তর, ও বিআরডিবি। কালের প্রবাহে একটি সফল কর্মসূচি হিসেবে সিভিডিপি'র ১ম ও পরবর্তীতে ২য় পর্যায় ২০১৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সিভিডিপি - ৩য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। বার্ড অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের ৩৫টি উপজেলায় সিভিডিপি -৩য় পর্যায় কার্যক্রম শুরু করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উক্ত ৪টি সংস্থা সিভিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত ১৬২টি উপজেলার ১০০৩৫টি গ্রামের প্রতিটিতে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করেছে। তন্মধ্যে ২য় পর্যায় পর্যন্ত উক্ত ৪টি সংস্থা ৪২৭৫টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করেছিল। সিভিডিপির ২য় পর্যায় পর্যন্ত বার্ড ১৬টি উপজেলায় ১০২০টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করেছিল। সিভিডিপি ৩য় পর্যায়ে বার্ড আরো ১১৪০টি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করছে। বার্ডের মাধ্যমে ৩৫টি উপজেলার ২১৬০টি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। সিভিডিপি -৩য় পর্যায়ে নির্বাচিত গ্রামের সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে ১৮ বছর এবং তদুর্ধ্ব ধর্ম, পেশা, জেন্ডার ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিধি

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। সিভিডিপি'র মূলমন্ত্র হলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, কাংখিত শেয়ার সঞ্চয় গঠন, সদস্যদের প্রশিক্ষিতকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ও সংযোগ প্রদান। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে পরিকল্পনামাফিক সদস্য কর্তৃক ঋণ গ্রহণ হলো সিভিডিপি'র গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক কাজ। একদিকে অর্থনৈতিক পূঁজি গঠন, অন্যদিকে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গঠন সিভিডিপির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন

প্রতি উপজেলার ৬০টি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে সিভিডিপি'র সূচনা পর্বের ৪টি উপজেলার ৭৫টি গ্রামে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন রয়েছে। এতে নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, জমির মালিকানা নির্বিশেষে যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ স্বেচ্ছায় সদস্য হতে পারবে। একটি গ্রামের সকল পরিবার বা খানা থেকে সবাই সংগঠনে সদস্য হতে পারবে। নির্বাচিত সর্বনিম্ন ৬ সদস্য বিশিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি সমবায় বিধি মোতাবেক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিচালনা করবেন। সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকর গ্রাম নেতৃত্ব বিকাশ, গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য যাতে গ্রামের মানুষ টেকসই উদ্যোগী ও স্বচালিত থাকবে। সমিতি গঠনের পর গ্রামকর্মী নিয়োজন করা হবে।

সিভিডিপি-৩য় পর্যায়, বার্ড অংশের কার্যক্রম ও অগ্রগতি

- ❖ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপজেলা পর্যায়ে সিভিডিপিভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের মাসিক যৌথসভা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সিভিডিপিভুক্ত প্রতি সমিতি হতে ১জন গ্রাম কর্মীকে মাসিক ২,০০০/- টাকা হারে পারিশ্রমিক ভাতা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- ❖ প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত নতুন ১৯টি উপজেলার মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৯টি উপজেলায় গ্রাম জরিপের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি উপজেলায় গ্রাম জরিপের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত গ্রাম জরিপের জন্য প্রশ্নমালা প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং শীঘ্রই গ্রাম জরিপের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

- ❖ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিশেষ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৪। "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০১৯ - জুন ২০২২

প্রকল্পের বাজেট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ

প্রকল্প এলাকা বার্ড ক্যাম্পাস

বর্তমান অগ্রগতি

- ❖ অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ হোস্টেলসমূহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচরোড সংস্কারের লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ওয়াকওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বাউন্ডারি ওয়ালের অংশ বিশেষ পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বিল্ডিং এর ডিজাইন, সুপারভিশন ও মাননিয়ন্ত্রণ কনসসালটেন্সি নির্বাচন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কনসালটেন্সি ফার্ম নির্বাচন PoC'এর নিকট প্রক্রিয়াধীন।
- ❖ প্রকল্পটির মোট বাজেট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ৫৫৭.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ মাস পর্যন্ত ৯,৪৩,৩৩৩/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

ক। বার্ডের চলমান রাজস্বভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৪- জুন ২০২০

প্রকল্প বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০)

প্রকল্প এলাকা

বার্ডের রাজস্বখাতভুক্ত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯ মেয়াদে মোট ২৫.৬০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্পটি পরিচালনা কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার জুন ১৯৯৯ - জুন ২০০৪ পর্যন্ত ১২টি গ্রামে এবং পরর্বতীতে ২৪টি গ্রামে পূর্ববর্তী প্রকল্প র্কাযক্রম পরিমার্জিত আকারে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বার্ডের রাজস্বভূক্ত উক্ত প্রকল্পের পূর্বের অনুমোদিত বাজেট এবং আর্থিক বছর সমাপ্ত হয়েছে বিধায় প্রকল্প বিভাগের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য সভায় প্রদত্ত পরামর্শের আলোকে "নারী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন"/Women Empowerment Through Education and Entrepreneurship Development (WEED) শীর্ষক একটি পরিমার্জিত প্রকল্প সারপত্র (পিপি) তৈরী করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প অনুমোদনরে আলোকে বর্তমানে অত্যাধিক পুরাতন ও গ্রাজুয়েট গ্রাম সংগঠনগুলোর পরিবর্তে নতুন ০২/০৩ টি উপজেলাকে (লাকসাম ও লালমাই ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ০৮-১০টি গ্রাম অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ২৪টি গ্রামে বর্ণিত প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও আরও বেগবান করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের পটভূমি

বার্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বার্ড ১৯৬২ সনে গ্রামীণ নারীকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে বের করে আনা ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য, মহিলা শিক্ষা ও গৃহ উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে বর্তমানে কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বরুড়া ও বুড়িচং উপজেলায় ২৪টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ- Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP) প্রকল্প নামে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠির মহিলা বিশেষতঃ সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্রপীড়িত পরিবারের নারীদের উন্নয়নের মূল-স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি মানবাধিকার ও আইনগত সুরক্ষা, মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

খ) প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী

(১) নারীদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনে লাগসই প্রশিক্ষণ প্রদান;

(২) নারীদের আত্মনির্ভশীলতা অর্জনে পুঁজি গঠন, উদ্যোক্তা সৃজন, আয় উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ও মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

(৩) গৃহ, পরিবার এবং কম্যুনিটি পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধ, অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা, নিরাপদ মাতৃত্ব লাভ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং

(৪) সকল সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পরিষেবা প্রাপ্তিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্যায়ন ও কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে রয়েছে মহিলা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন। এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে গ্রামীণ নারী সমাজকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আইনগত সুরক্ষা ও অধিকার অর্জন করা সম্ভব এ ধারণা থেকেই এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারী মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারণাটি সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় । মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিমাপন যেমনঃ আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং আয়ুস্কাল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপাদনগুলোর সংগে সংগতি রেখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসাবে মহিলাদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং তাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানপূর্বক যথাযথ প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মহিলা সংগঠনের আওতায় গ্রামের মহিলাদের টিপ সহি দেয়ার প্রচলন বন্ধ

করে অক্ষর জ্ঞান, বর্ণ পরিচয়, দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ ইত্যাদি শেখানোর মাধ্যমে মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি এবং অবস্থানের হার বৃদ্ধিপূর্বক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম জোরদার করা হয। তাছাড়া গ্রামের মহিলাদের নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্মেলন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও সামাজিক অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল

- ❖ প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ;
- ❖ নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ণয়;
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় শেয়ার,সঞ্চয় ও কর্জ জমাদান;
- ❖ পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় আয় বৃদ্ধি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা;
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা প্রকল্প কর্মকর্তার নিকট জমাদান;
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;
- ❖ আত্ম কর্মসংস্থান ও আয়-উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ;
- ❖ পণ্য প্রদর্শনী, বিক্রয় ও সমবায় মেলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা ;
- ❖ দাই কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক প্রতিকারমূলক ও রেফারেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা;
- ❖ গ্রাম কল্যান কর্মীদের দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত পরিবেশ গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ❖ আইন অধিকার ও নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্মেলন (গ্রাম ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক কার্যক্রম পরিকল্পনা সম্মেলন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি)।

১) প্রকল্পের প্রভাব ও গুরুত্ব

মশিআপুউ প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো গ্রামের দরিদ্র নারী। ১০৯৬ জন সদস্য ও ৯১৮টি পরিবার অন্তর্ভূক্তি পূর্বক পুজিঁ গঠন, আত্মকর্মসংস্থান লাভ এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে সহজ শর্তে জুলাই' ২০১৮ – জুন' ২০১৯ সময়ে ১৯, ৬৯,০০০/- টাকা (১১৫ জন) এবং এ পর্যন্ত ২,০০,৯১,৬০০/- টাকা (২,৬৫৮ জন) ঋণ প্রদান করা হয়েছে ফলে আলোচ্য সময়ে ১৯,৬৮,১০০/- টাকাসহ এ পর্যন্ত মোট ১,৯৯,২৬,২৭৫/- টাকা (গড়ে ৯৯.১৮%) ঋণ আদায় ও নিয়ম মোতাবেক লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছে। প্রকল্পভূক্ত সংগঠনের আওতায় বাৎসরিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীদের কর্তৃক অংশগ্রহণধর্মী গ্রামীণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ক্রমপুঞ্জিভূত ৩৭৮০ জনকে নিয়ে ১৯টি এপিসি এবং ৩৪টি উন্নয়ন র‍্যালী ও ষ্টল প্রদর্শনী আয়োজন পূর্বক পরিকল্পনা কার্যক্রম ও অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা, সেনিটেশন, প্রশিক্ষিত দাই সার্ভিস প্রদান, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের যত্ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গঠন ও সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এ কর্মকৌশলকে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাজে লাগিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারে।

বর্তমান অগ্রগতি

- ❖ ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ মোট সদস্যভুক্তি ১১০৮ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯২৬টি।
- ❖ ৮০১টি পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ২০,৩৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ❖ মোট সঞ্চয় ৭০,৯৭,০২৩/- টাকা এবং শেয়ার ৩২,৭১,৭২৩/- টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ❖ সর্বমোট ২,৬৭২ জনকে ২,২২,৪৮,৬০০/- টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।
- ❖ এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ২,০২,৭৮,৯০০/- টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৯০%।
- ❖ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ৯,৬২,৬০০/- টাকা।

২। "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।
প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

অগ্রগতি

- ❖ ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ মোট সদস্য সংখ্যা ৮১৮ জন এবং তাদের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩,৩৩৭টি।
- ❖ 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সম্মিলিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ইউনিয়ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বই আকারে মুদ্রণ করা হয়েছে।
- ❖ ৪টি সমবায় সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বমোট ৫,৫০,০০০/- টাকা মুনাফা বিতরণ করা হয়েছে।
- ❖ সদস্যদের মোট শেয়ার জমা হয়েছে ৩,৪১,২০০/- টাকা।
- ❖ সদস্যদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২২,২৩,৭১৯/- টাকা।
- ❖ মোট ঋণ দেয়া হয়েছে ৩৯,৬৮,২৯১/- টাকা।
- ❖ সদস্যদের মোট পুঁজি ৬৫,৩৩,২১০/- টাকা।
- ❖ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ১২,০০,০০০/- টাকা।

৩. পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

পটভূমি

বাংলাদেশে সর্বনিম্নের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের মূল কাজ হলো গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের নিকট প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ করা। ইউনিয়ন পরিষদগুলো ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে জনগণকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিয়ে আসছে। এসব সেবা সরবরাহের লিখিত প্রমাণগুলো সেবা ভিত্তিক রেজিষ্ট্রার বইয়ে সংরক্ষন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদগুলো আইনগতভাবে এধরণের ২২টি রেজিষ্ট্রার বই সংরক্ষণ করে। এসব রেজিষ্ট্রার হাতে লিখে সংরক্ষন করা হয়। ফলে সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা দানকারীর সময় ক্ষেপন হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সেবা গ্রহণের জন্য জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে যেতে হয়। এজন্য একজন সেবা গ্রহণকারীকে একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদে যেতে হয়। যেমন: বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদগুলো নাগরিক সনদ, উত্তরাধিকার সনদ, ইত্যাদি সনদ দিয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদে বার্ডের নিয়মিত পরিদর্শন হতে দেখা যায় এসব সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন সেবা গ্রহীতাকে একবারের অধিক ইউনিয়ন পরিষদে আসতে হয়। বিষয়টি সেবা গ্রহীতাদের জন্য কষ্টকর একটি বিষয়।

অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর জন্য সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরী করে থাকে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এসব তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরীর জন্যে নিয়মনীতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এসব তালিকা নিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠি নানা সমালোচনা করে থাকে। যেমন: একটি সমালোচনা হলো এসব তালিকা জন প্রতিনিধিরা নিজেদের ইচ্ছে মতো করে, তাদের নিজেদের লোকদের সুবিধা দেয় ইত্যাদি।

সেবা প্রদান বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরী বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সচিবদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা এবং বিভিন্ন গবেষণা হতে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদগুলো বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। যেমন: (১) ইউনিয়ন পরিষদের জনবল কম; (২) সেবা কার্যক্রমগুলো হাতে লিখে সম্পন্ন করতে হয়, একজন সচিবের পক্ষে ইউনিয়নের বৃহৎ জনগোষ্ঠির জন্য সেবা প্রদান কাজটি সহজ নয়; (৩) ইউনিয়নের জনগণ এবং সম্পদের কোন ডাটা বেইস নেই। কাজেই স্বচ্ছতার সাথে দারিদ্র যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে সম্পদের ডাটা বা সঠিক তথ্য না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস নিয়েও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা সহজ হচ্ছেনা; (৪) ইউনিয়নের সম্পদের (মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মনুষ্য তৈরী সম্পদের) সঠিক তথ্য বা ডাটাবেইস না থাকার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

পল্লী উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা বার্ডের কাজের একটি অংশ। এমতাবস্থায়, ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করার জন্য বার্ড ২০০৭ সালে পল্লী অঞ্চলে উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প গ্রহণ করে। বার্ডের নিজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিকভাবে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিন উপজেলার পূর্ব জোরকানন ইউনিয়ন পরিষদে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এসময় নিম্নলিখিত কাজ করা হয়:

- ইউনিয়ন ডাটাবেইস তৈরী
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম বা সেবা সরবরাহকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার তৈরী ও কার্যক্রম পরিচালনা
- ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়েবসাইট তৈরী
- ইউনিয়ন পরিষদের কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেব সহায়তা করার জন্য ইউনিয়ন এলাকার তরুণ তরুণীদের জন্য হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার প্রশিক্ষণের আয়োজন।

বর্তমান অগ্রগতি

- ইউনিয়নের খানা প্রোফাইল তৈরী এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- খানার তথ্য সংগ্রহের জন্য ১০টি ট্যাব ক্রয় করার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য ১টি ব্রশিউর তৈরি করা হয়েছে।

৪. "বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, ছাগল ও পোল্ট্রি খামার" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০

প্রকল্পের বাজেট ২৬.৯০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)

অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য
১. গরু, ছাগল, ও হাঁস-মুরগি পালনে বিজ্ঞানসম্মত বিষয় প্রদর্শন;
২. গরু, ছাগল, ও হাঁস-মুরগি পালনের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৩. প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বার্ডের প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

প্রকল্প এলাকা বার্ড ক্যাম্পাস

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ খামারের ভিতরে পাকচং ঘাসের চাষ করা হয়েছে। ঘাসের প্লটে সেচ দেওয়ার জন্য পানি ও সেচ সাশ্রয়ী স্প্রিংকলার সেট স্থাপন করা হয়েছে।
- খড় ও ঘাস কাটার জন্য চপার মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।
- খামারটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরডিএ বগুড়া হতে ১০টি হলেস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের সংকর বকনা বাছুর আনা হয়েছে।
- খামারের দক্ষিণ পার্শ্বের পরিত্যাক্ত জায়গাটি একটি প্রদর্শনী চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য দুই পাশে নেটের বেড়া স্থাপন ও গেট নির্মান করা হয়েছে।
- বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত নারিকেল বাগানের অভ্যন্তরে অ্যালে ক্রপিং
- পদ্ধতিতে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করা হয়েছে। এখানে একসাথে নারিকেল ও ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।
- গরুকে FMD ও ছাগলগুলোকে পিপিআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।
- উক্ত সময়ে খামারে উৎপাদিত দুধের পরিমাণ ১৪১৮ লিটার এবং হাঁসের ডিমের সংখ্যা ৭৫৭৩ টি ।
- ০১টি ষাঁড় গরু ও একটি গাভী গরু নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ২৯,৩৪,৪৪০ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৯,১০,৮৭৯/- টাকা।

৫। মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র

উদ্দেশ্য

প্রায়োগিক গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাশরুম চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই ও উপযুক্ত জাত সনাক্ত করে গ্রামের কৃষক পর্যায়ে মাশরুম চাষ প্রচলনের মাধ্যমে তাদের আয়, পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। তাছাড়া এই প্রায়োগিক গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো:

১) টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ;
২) পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা;
৩) মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
৪) বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৫) চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন ও চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা; এবং
৬) উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজনক বিপণন নিশ্চিত করা।

বর্তমান অগ্রগতি

- প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা উপকরণ সংগ্রহ করে মোট ১০৭ কেজি মাশরুম উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়েছে।
- বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করার জন্য সাভার মাশরুম ইন্সটিটিউট থেকে মাদার স্পন সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬। বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট	১২.০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ক) বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা; খ) গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা; এবং গ) মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান।
প্রকল্প এলাকা	বার্ড ক্যাম্পাস

বর্তমান অগ্রগতি

- গত মে মাস থেকে এ পর্যন্ত বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামারে উৎপাদিত ১২৯০ কেজি মাছের পোনা মৎস্যচাষীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে এ পোনা বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে মৎস্যচাষীদের বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষে উদ্বুদ্ধকরণে মাঠ স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ চাষ এবং মাছ চাষের বিভিন্ন সমস্যা ও এর প্রতিকার বিষয়ে বার্ডের বিভিন্ন প্রকল্পভুক্ত গ্রামে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ন্যূনতম এক ঘণ্টার অধিবেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৩০ জন মৎস্যচাষীকে মাছ চাষ সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- বার্ডে বিভিন্ন সময়ে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্পর্কিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মৎস্যচাষ সম্পর্কিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মাঠ স্কুল কার্যক্রমে মৎস্যচাষের যাবতীয় পাঠদানের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের কোভিড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বাজেট ১৭,৭৫,০০০/-টাকা এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে ১৭,০০,০০০/-টাকা।

০৭। "যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ৬০.৮০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড
প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা আদর্শ সদর ও লাকসাম উপজেলা।

বর্তমান অগ্রগতি

লাকসাম এলাকা

- প্রকল্প এলাকার ৪২ একর ফসলী জমির মালিকদের সমন্বয়ে একটি সমাজভিত্তিক (কম্যুনিটি বেজ্ড) এন্টারপ্রাইজ গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ৬৮ জন জমির মালিকের মোট ১৪১টি খন্ড খন্ড প্লট ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে আইল উঠিয়ে দিয়ে বৃহদাকার ০৮ টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে।

- উক্ত জমিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বোরো মৌসুমে একই জাতের ধান (ব্রি ধান-৭৪) রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণ করে চাষ করা হয়েছে। বৃহদাকার জমিতে একই জাতীয় ফসল চাষাবাদের ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জমির আইল উঠিয়ে চাষাবাদের ফলে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উৎপাদিত ফসল কম্বাইন্ড হারভেস্টার যন্ত্রের মাধ্যমে কর্তন ও মাড়াইয়ের ফলে কৃষি শ্রমিকের উপর নির্ভরতা কমেছে এবং একর প্রতি ধানের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- গত বোরো মৌসুমে কমিউনিটি ভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে এক একর জমিতে প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ ৬৩৭.০০ টাকা যা প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর চাষাবাদের (৮২৩.০০ টাকা) তুলনায় মণ প্রতি ১৮৫ টাকা কম।
- কমিউনিটি ভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন হয়েছে ৫.৫৩ টন, যা প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের (৪.৯৬ টন) চেয়ে বেশি। এছাড়া, একর প্রতি নীট লাভ হয়েছে ২৫,৬৫৫.০০ টাকা, যা প্রচলিত শ্রমিক নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির নীট লাভের (১৩২৪৫.০০ টাকা) প্রায় দ্বিগুণ (১.৯৪ গুণ)
- প্রকল্প এলাকায় বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে এবং যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া, অংশগ্রহণমূলক সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে গ্রামীণ কৃষক সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির নবদ্বার উন্মোচিত হয়েছে।
- এ বছর আউশ মৌসুমে রোপনের জন্য ব্রি-ধান ৪৯ জাতের ৪৪০ কেজি ধান বীজ প্রদান করা হয়েছে।

রাঁয়চো এলাকা

- আউশ মৌসুমের রোপনের জন্য ব্রি-ধান ৪৯ জাতের ৩২০ কেজি ধান বীজ প্রদান করা হয়েছে;
- ব্রি-ধান ৪৯ রোপন ও পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে;
- বোরো মৌসুমে উৎপাদিত ধানসমূহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় খাদ্য গুদামে বিক্রি করা হয়েছে।
- বার্ড ক্যাম্পাস
- আউশ মৌসুমে ব্রি-ধান ৪৯ রোপন করা হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে;
- সেচ কাজের সুবিধার্থে প্লটে সাবমার্সিবল পানির পাম্প স্থাপন করা হয়েছে;
- কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার জন্য শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

০৮। "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড
প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা।

বর্তমান অগ্রগতি

- কোভিড-১৯ মহামারীকালীন সময়ে প্রকল্পের কমিউনিটি মবিলাইজেশনের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এ সময়ে নতুন ১ টি কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠন করা হয়েছে এবং পূর্বের গঠিত ০৩টি এন্টারপ্রাইজের স্বাভাবিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- এন্টারপ্রাইজ সমূহের শেয়ার বিতরণের মাধ্যমে গঠিত মূলধনের পরিমাণ ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা। বার্ড ০৩টি কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের নিকট হতে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা সমমূল্যের শেয়ার ক্রয় করেছে।

- প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষের জন্য ০৪টি এন্টারপ্রাইজে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, ব্ল্যাক কার্প, গ্রাস কার্প, কমন কার্প, সরপুঁটি, বিগহেড কার্প ইত্যাদি) প্রায় ৮ লক্ষ পোনা মজুদ করা হয়েছে। বর্তমানে পোনা পালন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বিবেচ্য সময়ে ০৮ দিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ৪,৯০,৭০০ টাকা। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ৪,৭৫,৭০০/- টাকা

০৯। "ইনকিউবেটরের মাধ্যমে গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড
প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, লালমাই, নাঙ্গালকোট ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা।

বর্তমান অগ্রগতি

- প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।
- ৩০টি কল্যাণ ইনকিউবেটর নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৩,৫০,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৩,৪৮,৩৫০.০০ টাকা।

১০। "বছর ব্যাপী সবজি উৎপাদন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ২.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড
প্রকল্প এলাকা বার্ড ক্যাম্পাস।

বর্তমান অগ্রগতি

- গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য প্লটভিত্তিক বিভিন্ন শাক-সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে।
- প্রদর্শনী প্লটসমূহ থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছেন।

১১। "বার্ড জার্মপ্লাজম সেন্টার" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ৫.০০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড
প্রকল্প এলাকা বার্ড ক্যাম্পাস।

বর্তমান অগ্রগতি

- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর জার্মপ্লাজম সেন্টার থেকে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন ফলের চারা ক্রয় করা হয়েছে।
- ভূমি উন্নয়ন করে শীঘ্রই প্লটভিত্তিক চারা রোপন করে প্লান্ট মিউজিয়াম স্থাপন করা হবে।

১২। "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ১১.৫০ লক্ষ টাকা।
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড

প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা।

বর্তমান অগ্রগতি

- প্রকল্প এলাকার দুটি চরের দুটি গ্রাম সংগঠন তৈরি (৬০ জন করে সদস্য) করা হয়েছে।
- ৪৪জন সুফলভোগীর মাঝে ১৮মন আমন ধানের বীজ (বিআর ২২) বিতরণ করা হয়েছে।
- মোট ৭০০০টি বজ্রনিরোধক, বায়ু নিরোধক, কাঠ উৎপাদক, ঔষধী ও ফল গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন রকমের মৌসুমী শাক-সবজির হাইব্রীড বীজ ও চারা বিতরণ (৭.৫ কেজি বীজ ও ৮০০টি চারা) করা হয়েছে।
- মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে ও নদীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কচুরীপানা বিদ্যমান না থাকায় বেড নির্মান করা সম্ভব হয়নি। এবং নিম্ন ভূমিতে নদীর পানি উঠে আসায় সর্জন পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
- গোমতী নদীর বিভিন্ন শাখা নদীতে ০৪টি মাছের খাঁচা স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে।
- ৯০জন সুফলভোগীর মাঝে ১০০০টি হাঁসের বাচ্চা, ৭০০টি মুরগির বাচ্চা এবং ১৩জন তরুণ সুফলভোগীর মাঝে ৬২৫টি কোয়েলের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৫জন নারী-পুরুষ সুফলভোগীর মাঝে ১০০টি করে মোট ১৫০০টি মাশরুমের বাণিজিক স্পন (বীজ) বিতরণ করা হয়েছে।
- ১০জন বিপন্ন বিধবা নারীর মাঝে ১০টি সেলাই মেশিন বিতরণ হয়েছে।
- মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে স্থানীয় বাজারে রাজঁহাসের বাচ্ছা সরবরাহ না থাকায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
- দুইজন সুফলভোগীর মাঝে ০২টি কল্যাণ ইনকিউভেটর, প্রয়োজনীয় মালামালসহ ২৫০টি উন্নত জাতের মুরগির ডিম সরবরাহ করা হয়েছে।
- মহামারী করোনা ভাইরাসের ঝুঁকির কারণে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা সম্ভব হয়নি।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বাজেট ১১.৫ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.৭৩ লক্ষ টাকা।

১২। "কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ – জুন ২০২২
অর্থায়নকারী সংস্থা বার্ড
প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।

বর্তমান অগ্রগতি

- করোনা ভাইরাসের প্রাদুভার্বের কারণে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান ছুটি থাকায় ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। মাদ্রাসাগুলো আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
- করোনা ভইরাসের প্রাদুভার্বের কারণে কোটবাড়ীস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) বন্ধ আছে। অধ্যক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- বিরাজমান পরিস্থিতিতে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়নি।

৩.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে আরডিএ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ১০নং আইনের দ্বারা বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আরডিএ'র মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। আরডিএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

পল্লিউন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

দারিদ্র দূরীকরণে পল্লিউন্নয়নের বিভিন্ন মডেল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করণ।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
২. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন;

সুশাসন ও সংস্কারমূলক

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি (Functions)

১. গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র দূরীকরনে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মডেল উদ্ভাবন ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা;
২. পল্লী উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করা;
৩. কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে পল্লী উন্নয়ন মডেল গড়ে তোলা ও ইতিবাচক পরিবর্তনে তা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা; এবং
৪. একাডেমীর মডেলসমূহ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ সেবা প্রদান।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৯ জুন ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরডিএ'র প্রশিক্ষণসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীভূক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

১. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
২. ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ
৩. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (এফটিসি)
৪. আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ
৫. 'পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' (পিজিডিআরডি)
৬. ইন্টার্নশিপ
৭. আরডিএ-উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
৮. সেমিনার / ওয়ার্কশপ।

তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি: তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "সেল্ফ হেল্প গ্রুপ" মডেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ১২০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ একাডেমী সর্বমোট ২৫৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। সেখানে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮,৪২৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১২,৬৭৯ জন এবং নারী ৫৭৪৮ জন। বিগত অর্থ বছরে পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত ছিল ৭৩: ২৭। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আরডিএ সর্বমোট ৬,০৯,৭৯৬ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লিবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal): চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development): ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।

- কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development): শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, নার্সারীহোম গার্ডেনিং/, প্রাণী স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি,

বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development): সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন। ২০১৯ – ২০ অর্থবছরে মোট ২০টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাডেমী জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪৭৬টি গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।



২৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ ঢাকাস্থ সিরডাপ ভবনে অনুষ্ঠিত 'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়ক কর্মশালা

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আলোকে দেশের সর্বত্র 'আমার গ্রাম আমার শহর' তথা গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধাদি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে 'বহুমাত্রিক গ্রাম উন্নয়ন উদ্যোগ' বিষয়ক একটি গবেষণা আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে অক্ষুন্ন রেখে নাগরিক সুবিধাদির ১৭টি সেক্টর যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান (কৃষি ও অকৃষিখাত), বাজার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ শিশু ও নারী উন্নয়ন, গ্রামীণ যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন। গ্রামবাসীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ২৫ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ সিরডাপ ভবনে একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য গবেষণা-২:

"কৃষি জমির সম্ভবপর আইল উঠিয়ে দিয়ে সমবায় ভিত্তিক যান্ত্রিকভাবে চাষাবাদ" শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে কৃষকগণ প্রাথমিক পর্যায়ে অনাগ্রহী থাকা স্বত্তেও বিভিন্ন সভা ও মোটিভেশনের মাধ্যমে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমে কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করায় গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ কার্যক্রমকে মাঠপর্যায়ে বিস্তারের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বাণিজ্যিকীকরণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষক ও যুবকদের সমন্বয়ে যন্ত্রপাতি সাপোর্ট প্রদান করা হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তেমনি কৃষি উৎপাদন খরচ এক-তৃতীয়াংশের ও বেশি কমানো সম্ভব হবে এবং কৃষিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।





২৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এর উপস্থিতিতে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে "কৃষি জমির সম্ভবপর আইল উঠিয়ে দিয়ে সমবায় ভিত্তিক যান্ত্রিকভাবে চাষাবাদ" শীর্ষক গবেষণার আওতায় কম্বাইন্ড হারভেস্টার/যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান কর্তণ উদ্বোধন করা হয়।

প্রায়োগিক গবেষণা

আরডিএ, বগুড়া বিগত প্রায় চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একাডেমী কর্তৃক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ পর্যন্ত মোট ৪২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণার মধ্যে বর্তমানে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং নন-এডিপিভুক্ত ১টি প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত ৭টি সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা কার্যকক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও সরকার চলতি অর্থবছরে আরডিএ'র আওতাধীন ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহের তালিকা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১. পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)

২. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (০১ অক্টোবর, ২০১৪ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত)

৩. জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন,

২০২১ পর্যন্ত)

৪. বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (LIP) শীর্ষক প্রকল্প জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২১ পর্যন্ত)

৫. সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

৬. কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)

৭. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুন ২০১৪ হতে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত)

৮. মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C) (মে ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

(১) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ দিয়ে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এ রূপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। আরডিএ গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদী পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শস্য এবং বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগের ৪০ জেলার মোট ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৩৯০২.০০ লক্ষ
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫৯০.২৫ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৭২.৫০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৭১৫.০২ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮১.২৫% এবংআর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৭৪ %।

পানি সাশ্রয়ী গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে সেচকৃত পানি ৩০-৪০% সাশ্রয় হচ্ছে পক্ষান্তরে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০-৪০%। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় ১৪ জেলার অন্তর্গত ৭২টি কৃষক গ্রুপে এই ধরনের আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরন প্রদর্শনী'র বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১২০০ জন উপকারভোগীর বিপরীতে ৩০০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন এবং ৭টি মাদার ট্রায়ালে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০৫ জন উপকারভোগীর বিপরীতে ২১০ জন উপকারভোগী নির্বাচন যা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি ১৪৬%।
- ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪০০ একর প্রদর্শনী জমির বিপরীতে ১০০০ একর প্রদর্শনীর জমি নির্বাচন এবং ৭টি মাদার ট্রায়ালে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৫ একর প্রদর্শনী জমির বিপরীতে ৭৫ একর প্রদর্শনীর জমি নির্বাচন যা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি ১৪৭%।
- প্রযুক্তিসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প এলাকায় ফসলভেদে এডব্লিউডি প্রযুক্তি ব্যবহারে পানি সাশ্রয় হয়েছে ২২% - ২৫% এবং ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ১০% - ১৫%। রেইজড বেড প্রযুক্তি ব্যবহারে পানি সাশ্রয় হয়েছে ৩০% - ৪০% এবং ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ১৫% - ২৫%। এসআরআই (সমন্বিত AWD) প্রযুক্তি ব্যবহারে পানি সাশ্রয় হয়েছে ২৫% - ৩০% এবং ফলন বৃদ্ধি হয়েছে ২৫% - ৩০%। এছাড়াও জমিতে ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহারে জমির পানি ধারণ ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ছে এবং ২০% - ২৫% রাসায়নিক সার কম লাগছে।
- পানি সাশ্রয়ী প্রকল্পের প্রযুক্তিসমূহ ব্যাপক সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।
- পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে টেকসইকরণ।



প্রকল্পের সাফল্য মিডিয়াতে প্রচার

(২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্ত রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় আরডিএ'র আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ'র আদলে আরো একটি পুণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	৯১০.৫৪ লক্ষ টাকা ।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	৮৮৬.১৫ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৯৫১.১২ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.৩২% এবংআর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৩৯ %।





পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।





পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। তিনি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর এ গাছের চারা রোপন করেন।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

ভূমি অধিগ্রহণ

- প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।

অফিস ভবন নির্মাণ

- প্রশাসনিক ভবন কাম-অনুষদ ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- সাধারণ হোস্টেল (মহিলা ও পুরুষ) (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ;

- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ): ১ম ও ২য় তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ৩য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৪র্থ ও ৫ম তলা গেস্ট হাউজ এবং
- টেকনোলজী বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২তলা পর্যন্ত নির্মাণ।

আবাসিক ভবন নির্মাণ

ক) পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ;

খ) ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ;

গ) ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ;

ঘ) মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;

এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে রংপুর একাডেমী ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন

- রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে (১০০%)।
- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য সকল ধরনের ভবন ও স্থাপনাদি নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে।
- কৃষি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ৭টি ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয়ের নিমিত্ত ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সরবরাহ কাজ চলমান।

(৩) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫/১০/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে মোট ১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানন্নোয়নের জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	২৫০০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	২৪৫৬.৪৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৬২০.৩০ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮১.৯৩% এবংআর্থিক অগ্রগতি ৭৭.২৭%।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

সম্পদ সংগ্রহ

- ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।
- প্রকল্পের আওতায় ১টি পিকআপ ও ২টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ।
- প্রস্তাবিত ৫টি ইউনিটের (ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার ও হাইড্রোফোনিক; কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট) এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।



জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রকল্প পরিদর্শন করেন সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব খলিল আহমদ।



জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রকল্প পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব খলিল আহমদ।

নির্মাণ ও স্থাপনাদি :

ভবন নির্মাণ

- দশ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ) (১ম ও ২য় তলায় ক্যাফেটেরিয়া; ৩য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র এবং ৪র্থ-৫ম তলায় গেস্ট হাউস);
- সাধারণ হোষ্টেল (পুরুষ): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ;
- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ।
- মহাপরিচারক ও অতিরিক্ত মহাপরিচাক বাংলো : (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ।অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো/স্থাপনাদি নির্মাণ
- প্রশিক্ষণ ,গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর একাডেমী ক্যাম্পাসে আরডিএ ,বগুড়া'র আদলে ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর সেড/ অবকাঠামো নির্মাণ।
- মেইন গেট ,গার্ড শেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
- করিডোর নির্মাণ;
- মসজিদ নির্মাণ।
- রোড/লিংক রোড স্থাপন
- পানি নিস্কাশন অবকাঠামো
- টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা
- পানি সরবরাহ (পাইপ লাইন, ২টি গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক)

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

- জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা ,হরিরামকুল মৌজায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য সকল ধরনের ভবন ও স্থাপনাদি নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে।
- কৃষি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ ,বগুড়া'র আদলে ৭টি ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয়ের নিমিত্ত ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সরবরাহ কাজ চলমান ।
- প্রকল্পের সকল ধরনের ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে।

পর্যবেক্ষণ (আরডিএ, রংপুর ও জামালপুর)

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুত দু'টি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প 'রংপুর পল্লিউন্নয়ন একাডেমি' ও 'জামালপুর পল্লিউন্নয়ন একাডেমি' মোট ২৩৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তগারি পদক্ষেপ। এর ফলে দারিদ্রপিড়ীত এসকল এলাকার দারিদ্র বিমোচনসহ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' -এসডিজি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবাযন পর্যায়ে কতিপয় জনবলের (আউটসোর্সিং ও অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হলেও প্রকল্পের মেয়াদ একাডেমী দু'টি চালুর স্বার্থে সমধর্মী প্রতিষ্ঠান বার্ড, কুমিল্লা, আরডিএ, বগুড়া ও বাপার্ড, গোপালগঞ্জসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ একাডেমির দু'টির সংগঠনিক কাঠামো, প্রবিধি, আইন প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান।

(৪) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ৫ ভাগ চরাঞ্চলে বসবাস করে। প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বহু লোকের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদী বেষ্টিত এই সকল চরাঞ্চল মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে জীবন জীবিকার অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ। পাশাপাশি নদী বিধৌত উর্বর জমি থাকলেও উন্নত প্রযুক্তি, কলাকৌশল, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় কাংখিত উৎপাদন ব্যবহত হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারেরই গবাদিপশু পালনের মানসিকতা থাকলেও অর্থাভাব, উন্নত জাত, চিকিৎসা সুবিধা না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যগকালীন গো-খাদ্যের আভাব সম্ভাবনাময় এ খাতটির উন্নয়ন ব্যবহত হচ্ছে। ইতোপর্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ডিএফআইডি'র অর্থায়নে সিএলপি'র মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন চর এলাকায় নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলায় সিএলপির কার্যক্রম ছিল সীমিত। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণে সরকারের অর্থায়নে জিওবি'র অর্থায়নে মোট টাকা ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকা	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার ৮টি (চর) ইউনিয়নে (সারিয়াকান্দির ৬টি ও সোনাতলার ২টি ইউনিয়ন) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা

২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	১৬৬০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	১৫৭৫.১৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৭১৭.৪৪ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৯% এবংআর্থিক অগ্রগতি ৮৯%

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

- নির্বাচিত ৩২২০ জন সুফলভোগী সদস্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বাড়তি আয় নিশ্চিত করবে।
- ৬ হাজার হতদরিদ্রদের মাঝে গবাদিপশু (৩ হাজারটি গরু ও ৩ হাজারটি ছাগল/ভেড়া) হস্তান্তর করে হস্তান্তরি প্রাণী পালনের জন্য অনুদান (স্ট্যাইপেন্ড) সুবিধা প্রদান, পশুখাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন করা হবে।
- প্রকল্প মেয়াদে মোট ৭০০টি পরিবার শুধুমাত্র গরু মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে সাবলম্বী হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয়ভাবে ৩০ জন LSP সৃষ্টির মাধ্যমে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা, কৃত্রিম প্রজনন ও পালন সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০০ পরিবারের জন্য ৩০০টি নলকূপ, ১২০০ পরিবারের জন্য ৪টি এলাকায় রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এবং ১৫০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে ১১০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ফলে নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।
- মোট ৩ হাজার জন সদস্য নিয়ে গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণদান সংস্থা (VSLA) এবং সামাজিক উন্নয়ন দল (SDG) গঠন করে মূলধন/পুজির যোগান নিশ্চিত করে প্রকল্প খাত থেকে ৫০% টাকা প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক নতুন সম্ভাবনাময় ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তির প্রদর্শনী ব্লক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় কৃষি ও বাসস্থানের ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও জরুরী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে দূর্যোগ মোকাবিলা করা।
- দুই উপজেলায় ৮টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট স্থাপন ও সেলস্ ও সার্ভিস সেন্টার গঠনের মাধ্যমে পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

- প্রকল্প এলাকায় ১৫০ জন সুবিধাভোগী প্রকল্প অফিস থেকে ২১ দিনের ট্রেনিং শেষে সেলাই মেশিন প্রাপ্ত হয়েছেন।

প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদেরকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন, চর অঞ্চলে বসতভিটায় সব্জি উৎপাদন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও পুষ্টি সচেতনতা, গরু মোটাতাজাকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে, চর অঞ্চলে ফসল উৎপাদন বিষয়ে সর্বমোট ১২৩৫০ জন উপকারভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



কাজলা ইউনিয়নের জামথৈল গ্রামের দর্জি ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগী



প্রকল্পের আওতায় চর এলাকায় স্থাপিত সৌরশক্তি নির্ভর নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ সিস্টেম



চর পাকের দহ গ্রামের সুধিাভোগীর গবাদী প্রাণী



সুপার হাইব্রিড নেপিয়ার পাকচং-১ এর একাংশ

(৫) সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

সেচযন্ত্র পরিচালনায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরশক্তি নির্ভর সেচ সুবিধা ও খাদ্য নিরাপত্তায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি দেশের আট বিভাগের ৩৫টি এলাকায় সম্প্রসারণে সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি ০৯/৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন প্রদান করেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	দেশের আট বিভাগের ৩২টি জেলায় মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা

২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	৮২০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	৭৯৯.৫৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৫৬.৯১ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৪৬.৪৮ % এবংআর্থিক অগ্রগতি ৪৯.০৬ %।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ (০.৫-১ কিউসেক) স্থাপন;
- আরডিএ উদ্ভাবিত মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি সাথি ফসল হিসেবে মাচায় উচ্চ ফলনশীল সব্জি চাষের ব্যবস্থা);
- স্থাপিত সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকল্পের পার্শবর্তী গ্রামের লোড সেডিংকালীন সৌর-বিদ্যুৎ সরবরাহ;
- পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ও ফিতা পাইপ দিয়ে সেচ প্রদান) স্ট্রাকচার তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।





মিরকামারী, পবা, রাজশাহী সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

- ইতোমধ্যে নির্ধারিত জেলা থেকে এলাকা জরীপ কার্য পরিচালনা করে ২৫টি এলাকায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।
- চলতি অর্থ বছরে মোট ৭টি এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য নির্মাণ/স্থাপন উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে ৭টি এলাকায় উক্ত মডেল সম্প্রসারণের জন্য নির্মাণ/স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে;

- ৫টি ব্যাচের মাধ্যমে ৪০০ জন উপকারভোগীকে ফার্মার্স ফিল্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৬টি ব্যাচের মাধ্যমে ১৮০ জনকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬০ জনকে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও সেচ কাজে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হিসেবে "আরডিএ উদ্ভাবিত সৌরশক্তি নির্ভর সেচ ও দ্বি-স্তরবিশিষ্ট কৃষি প্রযুক্তি" দেশের ৩৩টি জেলার ৩৫টি এলাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৪টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে প্রতিটি এলাকায় ১৫-২০ একর জমি সেচ প্রদানের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৬) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাতে বিশেষত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে দারিদ্র বিমোচনকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা সম্প্রতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রথম লক্ষ্য। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে বিশেষত কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলাসহ উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র অবস্থান করছে। তাই বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দু'টি ব্যাপকভাবে দুর্যোগ প্রবণ। জেলা দু'টির এক বৃহদাংশ জনগোষ্ঠী ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চরাঞ্চলে বসবাস করে।

বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলা দু'টিতে দরিদ্র বিশেষতঃ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি অনেক বেশি যা সর্বশেষ আদমশুমারীতে প্রতিয়মান হয়েছে। এ বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আসলে তিনি অতিদ্রুত উল্লেখিত জেলা দু'টির দারিদ্রের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ২০১৬ সালে জেলা দু'টির দারিদ্র হ্রাসকরণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করেন এবং সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তিন বছর (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) - এর আলোকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র থেকে উন্নীত (Graduation from Poverty) করার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প এলাকা	কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলা এবং জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	১৯৫১৫.৩৫ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	১৬৭১.৯৭ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৭১.৮৩ লক্ষ টাকা
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৪০.৮৩ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ০.০ % এবংআর্থিক অগ্রগতি ৯.০০ %।

প্রকল্পের কার্যাবলি/ উপাদানসমূহ

- সম্পদ হস্তান্তর (Asset Transfer) কার্যক্রমের আওতায় ৮টি উপজেলার ২৫,০০০ হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে গবাদিপ্রাণী (গরু) বিতরণ

- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১০টি উন্নত জাতের বুল/গাভি সংগ্রহ;
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের জন্য ৪.০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা;
- আটটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ কেন্দ্র (চাল ও আটা মিল, স্পোয়লার, মধু প্রক্রিয়া, চিলিং প্ল্যান্ট, ফ্রিজিং এ্যান্ড রেফ্রিজারেটর ইউনিট) স্থাপন;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
- ১৬ টি মৎস্য খামার স্থাপন এবং ৮টি উপজেলার ৬৪০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য চাষ উন্নয়নে সহযোগিতা;
- স্থানীয় পর্যায়ে ১৬৮ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ১৬ জন ফিসারিজ সার্ভিস প্রোভাইডার সৃষ্টি;
- প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮,০০০ সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৫০টি সৌরশক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয় রোড লাইট স্থাপন;
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৩০-৫০ জন সুফলভোগী নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করা হবে।

প্রকল্প কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

- ৮টি উপজেলার উপকারভোগীর তালিকা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান।
- কৃত্রিম প্রজনন জন্য উন্নত ষাড় (বুল) ক্রয়ের জন্য ই-টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।
- জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের ৩১৫ জন হত দরিদ্রকে গরু বিতরণ করতঃ গো-খাদ্য বাবদ তিন মাসে ৫০০/- টাকা হারে স্ট্যাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপজেলা প্রশাসনের প্রতিটি উপজেলায় জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জামালপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

(৭) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া “গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ” সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার - ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও সুবিধাভোগী- ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা)
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	০.০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/২০ পর্যন্ত ব্যয়	০.০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি- ৩৯.৬৩%; বাস্তব অগ্রগতি- ৪৩.২৪%

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ;
খ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);
গ) সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;
ঘ) পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও টয়লেট ফ্লাশ কাজে ব্যবহার ;
ঙ) অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার/লেক নির্মাণ;
চ) রন্ধনকাজে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;
ছ) বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে প্রাপ্ত স্লারী থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;
জ) সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
ঝ) উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।




পল্লী জনপদ প্রকল্পের রংপুর বিভাগে বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

কৃষি জমি সাশ্রয় ও গ্রামাঞ্চলে আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য "পল্লী জনপদ" প্রকল্প ৩৬২.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট "পল্লী জনপদ" নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের সাত বিভাগের সাতটি এলাকার প্রায় ৩০৬৬ টি পরিবার উন্নত আবাসন সুবিধা পাবে। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় আধুনিক সুবিধা যেমন- বিকল্প বিদ্যুৎ হিসেবে সৌর বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা; রন্ধনকাজে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সাথে ফসল উৎপাদন, গবাদিপশু পালন, বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে প্রাপ্ত স্লারী থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন; সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।




মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট "পল্লী জনপদ" নির্মাণ প্রকল্প

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- পল্লী জনপদ প্রকল্পের কাজ রংপুর বিভাগে ৮৫%, রাজশাহী বিভাগে ৫০%, ঢাকা বিভাগে ২০% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, খুলনা বিভাগে প্রায় ৭%, সিলেট বিভাগে ৫% এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বরিশাল বিভাগের আওতায় পল্লী জনপদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা সম্ভব না হলেও ইতোমধ্যে ২/৩টি এলাকার সম্ভব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রকল্প এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে।

পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল টাকা ৪২৪.৭৮ কোটি। প্রকল্প মেয়াদে মোট টাকা ১৩৪.৪৪ কোটি (মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬২.৫০%) ছাড় হয়। ছাড়কৃত অর্থে পল্লী জনপদ নির্মাণের জন্য ছয় বিভাগের ছয়টি এলাকার জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করা হয়েছে, তিনটি এলাকায় (রংপুর, রাজশাহী এবং গোপালগঞ্জ) নির্মাণ কাজ চলমান। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সমূদয় বরাদ্দ না পাওয়া এবং প্রকল্পের মেয়াদ না থাকায় প্রকল্প মেয়াদে সমূদয় নির্মণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির সংশোধন দ্রুত ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

(৮) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C)

মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি যমুনা, পদ্মা এন্ড তিস্তা চরস (M4C) প্রকল্পটি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) এবং বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে সুইস কন্ট্রাক্ট ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক মে ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের আওতাধীন দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দশটি জেলার চরাঞ্চলে বসবাসরত ৮৫ হাজার দরিদ্র পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ১০টি জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্র ও বিপর্যয় হ্রাস করা।

প্রকল্প এলাকা	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল। ২০১৬-১৯: ০৩ টি জেলা (গাইবান্ধা,সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম)
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	৯২৬২.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৭৮৯৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-১৩৬৩.০০ লক্ষ)
২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৫৬.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৩৫০.০০ লক্ষ; জিওবি-১১৬.০০ লক্ষ)
২০১৯-২০ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	৪৩৫.৫৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৩৩৭.৭০ লক্ষ; জিওবি-৯৭.৮৫.০০ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিত ও আর্থিক অগ্রগতি (%)	৯২৪১.২৬ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৭৮৯৭.২৪ লক্ষ; জিওবি-১৩৪৪.০২ লক্ষ) এবং বাস্তব অগ্রগতি- ৯৯.০০% ও আর্থিক অগ্রগতি- ৯৭.৭৭%

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- প্রাথমিক ভাবে ফসল যেমনঃ ভূট্টা, মরিচ, পাট ইত্যাদির গুনগত মান উন্নত করার জন্য কৃষকদের চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন করা যা তাদের খরচ কমাবে এবং উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে। একই সময়ে বাজার প্রতিনিধি যেমন মধ্যস্থতাকারী ও বড় মাপের ক্রেতাদের ন্যায্য মূল্য পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করা।
- উৎপাদিত পন্য বহনের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ঘাট নির্মান করা।
- চরে বসবাসকারী মহিলাদের আয়-বৃদ্ধিমুলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আরডি-র মত ইন্সটিটিউট এর সাথে কৃষি কর্মকান্ড/ চর্চা নিয়ে গবেষণামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাতে করে চরাঞ্চলে উৎপাদক শ্রেণিকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যায়।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

- SDC ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে M4C প্রকল্পের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার চরাঞ্চলে বসবাসরহ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১,২৫,০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণীর জাত উন্নয়ন ও আইসিটি ভিত্তিক গবাদিপ্রাণী ব্যবস্থাপনা মডেল দেশের উত্তরাঞ্চলসহ চরাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- সরকার গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষতঃ সিএলপি ও M4C প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা লাঘবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে SDC ও বাংলাদেশ সরকার পুনরায় ৭.৮ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

৪.১.১) এডিপি বর্হিভুত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষিপন্য ব্যবসা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশে অনেক ফলমূল শাকসবজি উৎপাদন হলেও সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরন ও বাজারজাতকরনের অভাবে তা পুরোপুরি অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না। তাছাড়াও প্রায় অধিকাংশ কৃষি পন্য সময়ভিত্তিক হওয়ায় সারাবছর এসব পণ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ ধরনের পন্য সংরক্ষন জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কাঁঠাল, কলা ও টমেটো উৎপাদন যেভাবে বেড়েছে সেভাবে দেশে এসব ফসলের ভ্যালু অ্যাডেট করা সম্ভব হয় নাই বরং হলেও তা সীমিত আকারে চলমান রয়েছে। উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে বগুড়া ও ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুর এসব ফসলের চাষাবাদ হলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ভূটান সার্কভূক্ত আটটি দেশে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তা বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর, ২০১৮ হতে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পটির মোট অর্থায়ন ইউএস ডলার ২১২,০৫৪.০০ যার মধ্যে এসডিএফ গ্রান্ট ইউএস ডলার ১৮৪,৩১৪.০০ এবং ইন-কাইন্ড ফান্ড হিসেবে ইউএস ডলার ২৭,৭৪০.০০ এর সমুদয় সার্পোট দিচ্ছে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্প এলাকা

(১) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কালশিমাটি, রামনগর ও কানুপুর এবং বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলা আমরুল গ্রাম।

(২) গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার পাবুর, ধরপাড়া, ধলিসূতা চাঁনদুন ও বেপারি বাড়ি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় ছোট ছোট প্রসেসিং প্লান্টে ও মেশিনাবিজে উৎপাদিত পন্যের দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নত বাজার জাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রকল্পের মূল র্কমকান্ড

- প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প এলাকায় মাঝারি আকারের কৃষি পন্য প্রসেসিং, প্রিজারভেশন ও বাজারজাতকরণ ইউনিট গড়ে তোলা হবে।
- নির্বাচিত ১০০ জন সুফলভোগী সদস্যদের ০৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২৫ জনের একটি কৃষক উৎপাদনকারী দল প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রতিটি গ্রুপ প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে ০২ বছর যুক্ত থাকবে এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ২০১৯-২০২০

- এসডিএফ সচিবালয়, ভূটানে সার্কভূক্ত ০৮টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশে জাতীয় ওয়ার্কশপ আরডিএতে সম্পূর্ণ হয়েছে।
- প্রকল্পের দল গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে এবং প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন ও অবহতিকরন সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বেইজ লাইন সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পাশাপাশি উপকারভোগীদের প্রকল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হচ্ছে।
- প্রকল্পের আওতায় বগুড়া ও গাজীপুর উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের বিপরীতে বগুড়ার আরডিএ"র এপিএম সেন্টারের পার্শ্বে প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২টি ব্যাচে ১০০ জন উপকারভোগীকে "কলা, টমেটো চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের মেশিনারিজ "ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং মেশিন" ক্রয় করা হয়েছে এবং চালু করা হয়েছে। এই মেশিন দিয়ে কাঁঠাল থেকে চিপস্ তৈরী করে বাজার জাত করা হচ্ছে।
- উপকারভোগীদের মাঝে সার, বীজ ও ট্রাইকো- কম্পোস্ট বিতরন করা হয়েছে।
- গাজীপুর উপ-প্রকল্প এ টমেটো সস তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং দেশীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।



গাজীপুর উপ-প্রকল্প রেড এ টমেটো সস তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

৫.০) স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারি পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

(১) ফসল ইউনিট
(২) নার্সারী ইউনিট
(৩) পোলট্রি ইউনিট
(৪) ডেইরী ইউনিট
(৫) মৎস্য ইউনিট
(৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট
(৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট
(৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হলো।



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

৫.১) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে আরডিএ, বগুড়া

সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই নিজস্ব আয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিট বর্তমানে ৩১ টি পণ্য পল্লী ব্র্যান্ডে (কাঠালের চিপস, আমের আচার, রসুনের আচার, বরই আচার, তেতুল চাটনি, জিনজার চাটনি, ঘি, মধু, সরিষার তেল, কেক, ব্রেড, প্যাটিশ, ড্যানিশ, বিস্কুট, কলার চিপস ও টমেটো সস, ডিজিটাল দই) তৈরি ও সুলভ মূল্যে বাজারজাত করে যাচ্ছে। ফলে কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের এ ইউনিটটি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং কিছু মানুষের কর্মের সংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।





আরডিএ, বগুড়া বিপণন সেন্টার এবং বিভিন্ন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

৫.২) "কমিউনিটি ভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে "কমিউনিটি ভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামীণ নারীরা স্বল্প পূজীতে বাড়ির কাজের পাশাপাশি দেশি মুরগি পালন করে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং আয়ের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে শতকরা প্রায় ৬০-৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রাথমকি পর্যায়ে গবেষণায় প্রত্যেক গ্রাম হতে ২৫ জন দরিদ্র গ্রামীণ নারীকে উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে ও বর্তমানে মুরগির খামাররি সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে ২৫০ জনে। র্বতমানে উক্ত কার্যক্রম বগুড়া জেলার রনবীরবালা ও রামনগর গ্রাম থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে ৩-৫% আনাসহ প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে ৭৫-৯০ দিনে মুরগীর ওজন গড়ে যেখানে ২০০-২৫০ গ্রামে সেখানে এ পদ্ধতি একই সময়ে মুরগীর ওজন প্রায়

৬৫০-৭৫০ গ্রামে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার আরও দেখা যায়, সুষম খাদ্য প্রদানের ফলে ডিমের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.০) আরডিএ, বগুড়া'র পরামর্শ সেবা বা এ্যাডভাইজারী সার্ভিসেস

আরডিএ, বগুড়া মূল কার্যক্রমের মধ্যে পরামর্শ সেবার/এ্যাডভাইজারী সার্ভিসেস অন্যতম। এ পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করে থাকে। পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ নিরাপদ খাবার পানিসহ শিল্প কারখানা উপযোগ্য পানি সরবরাহ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এ সকল প্রযুক্তি/মডেল বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ), বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার, কর্ণফুলী ইপিজেড চট্রগ্রাম, রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্কের ২৪৯টি এলাকায় সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সকলের জন্য নিরাপদ পানি সংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য পরামর্শ সেবা

ভূ-গর্ভস্থ/উপরিস্থ পানি পরিশোধনপূর্বক বাংলাদেশে প্রথম ওভারহেড ট্যাংক ছাড়াই প্রেসারইজড পদ্ধতিতে সাভার ট্যানারী শিল্প এলাকায় নিরাপদ খাবার ও ট্যানারী ম্যানের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডি গোল-৬ অর্জন তথা বাস্তব প্রয়োগের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানির দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে Reduce, Reuse and Recycle ধারনায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ্যের মিরপুর স্বপ্ন নগর হাউজিং প্রকল্পের ১০৪০টি ফ্ল্যাটে খাবার পানি ও গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহের প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।









- রাজউক উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট এলাকায় এলাকায় ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাটে বৃষ্টিপানি সংগ্রহ ও পরিশোধন পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর পূর্ণ-ভরণ, এসটিপি-এর মাধ্যমে সকল ধরণের বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা এবং পচনশীল সকল ধরণের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শক্তি ও জৈবসার উৎপাদন প্রকল্প ।




- বৃষ্টির পানি পরিশোধন ও ভূগর্ভে পুনর্ভরণের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ভূ-গর্ভস্থ পানির নির্গামীতা রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখা।
- আধুনিক পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈবসার উৎপাদন করে প্রকল্প এলাকা জিরো ওয়েষ্ট জোনে রুপান্তরিত করা।

৭.০) স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন সহায়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলিকে প্রোগামেটিক এ্যাপোচে পরিচালনা ও আরডিএ, বগুড়া'র কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব মডেলসমূহের সাফল্য মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ২০০৩ সালে বিওজি'র অনুমোদনক্রমে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারীতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় পরিচালনা পর্ষদ সিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন: (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার; (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লীউন্নয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

৮.০) আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক সমাপ্তকৃত সকল প্রকল্পের সমন্বিত ঋণ কার্যক্রম ধারণার উপর ভিত্তি করে আরডিএ ক্রেডিট নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়বর্ধনমূলক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২৬,৯২১ জন সুফলভোগীর মাঝে মোট ১৪০.৯২ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে।

আরডিএ, বগুড়া এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই নিজস্ব আয়ে প্রায় ৩০০ জনের কর্ম সংস্থান করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এডিজি) লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে।

৩.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিআরডিবি'র আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স' যাত্রা শুরু করে; দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন।


বাপার্ডে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল


বাপার্ড ক্যাম্পাস

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-টিকে 'একাডেমি'-তে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)/ Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)। ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২' (২০১২ সালের ১৪ নং আইন) প্রণীত হয়।

রূপকল্প (Vision)

গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, পল্লীউন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি;
২. পল্লী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পল্লী অঞ্চলের যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন;
৩. বাপার্ডের অবকাঠামো উন্নয়ন;
৪. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি (Functions)

১. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা ;
২. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
৩. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;
৪. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা ;
৫. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা ;
৬. সরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে তাদের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা;
৭. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;
৮. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;
৯. দারিদ্র বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা;
১০. কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;
১১. গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা ;
১২. পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা;
১৩. একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন কাজ করা।



বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'-এ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান কে ফুলদিয়ে শুভেচ্ছা জানান মহাপরিচালক, বাপার্ড।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৯ জুন ২০২০খ্রি:)

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা		
			পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট(জন)
১.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	৬১	৯৫১	৯১৩	১৮৬৪
২ .	উদ্বুদ্ধোকরণ প্রশিক্ষণ	০৫	১৪৬	৯০	২৩৬
৩ .	স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থী	১১	২৯৪	৬৮	৩৬২
৪ .	সেমিনার/ ওয়ার্কসপ	০২	৫১	০৫	৫৬
	মোট	**৭৯**	**১৪৪২**	**১০৭৮**	**২৫১৮**



বাপার্ডে বিআরডিবি'র আরডিওদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ



বাপার্ডে বেকার যুবকদের ইলেট্রিক্যাল ও হাউস ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ



বাপার্ডে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।



বাপার্ডে ০৮/০৮/২০১৯খ্রি: অনুষ্ঠিত "আমার গ্রাম আমার শহর" সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। এ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি ,শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল ,তত্ত্ব ,জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর। পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয়

ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকাশিত প্রায়োগিক গবেষণার তালিকা

ক্রঃ নং	গবেষণা টাইটেল	গবেষকের নাম
১.	১. Study the Production Performance of climbing perch (Vietnamese Koi-*Anabas testudineus*) in dewatering Canal at BAPARD Campus, Gopalgonj. ২. Growth status and production performance of Pabda (Ompok pabda) and native magur (Clarias batrachus) in polyculture at the pond of BAPARD campus, Gopalganj	জনাব মোঃ মাহমুদুন্নবী যুগ্ম পরিচালক (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) এবং জনাব মোঃ আব্দুল হালিম সহকারী পরিচালক (মৎস্য)



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান কর্তৃক বাপার্ড ক্যানেলে ভিয়েতনামী কৈ মাছের গবেষণা পরিদর্শন।



বাপার্ড এর বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।



বাপার্ড ক্যাম্পাসে আম চাষ প্রদর্শনী।



বাপার্ড ক্যাম্পাসে Snowball জাতের ফুলকপি চাষ প্রদর্শনী।



মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গাছের চারা বিতরণ।



বাপার্ড গবেষণা শেডে গরু পালন।



মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মুরগীর বাচ্চা বিতরণ।



বাপার্ড প্রায়োগিক গবেষণায় পাবদা মাছ উৎপাদন।

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদঃ মার্চ ২০১০ হতে জুন ২০২১খ্রি: প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা (৩য় সংশোধনী)। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা। ৫৩২৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়। জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় ৯৮.১০%। প্রকল্পের ক্রমবর্ধিত ব্যয় ৯৪.১৬%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-কে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন জাতীয় পর্যায়ের পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের উৎকর্ষ কেন্দ্রে রুপান্তরের লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

এছাড়াও প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে-

(১) পল্লীউন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) দারিদ্র বিমোচনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং

(৩) গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিরসন।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ অগ্রগতি

ক) ১০ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০%
খ) ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৯৯%
গ) ০৬ তলা বিশিষ্ট অফিসারদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৭৫%
ঘ) ০৬ তলা বিশিষ্ট স্টাফদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৭৫%
ঙ) কৃষি ও মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ২৬%
চ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৪৯%
ছ) ইন্টারনাল রোড -৪৭%
জ) অন্যান্য মেরামত ৭০%।



বাপার্ডে নব নির্মিত ১০ তলা প্রশাসনিক ভবন



বাপার্ডে নব নির্মিত ১০ তলা হোস্টেল ভবন



বাপার্ডে নির্মাণাধীন ৬ তলা অফিসার্স কোয়ার্টার্স



বাপার্ডে নির্মাণাধীন ৬ তলা স্টার্ফ কোয়ার্টার্স

৩.৬ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

পটভূমি

বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে কারখানাভিত্তিক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৪৬ সালে। পাবনা-সিরাজগঞ্জ জেলায় নামমাত্র মূল্যে দুধ বিক্রয় হতো, দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা কোলকাতা-কে মার্কেট হিসাবে চিহ্নিত করে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন কোম্পানী' নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার অভিপ্রায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ী মোহনপুর এলাকায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন করার জন্য মেশিনারীজ নিয়ে আসে। কারখানার স্থাপনা কার্যক্রম শুরু হলেও দেশ বিভক্তির কারণে ১৯৪৭ সালে এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে জনাব মুখলেছুর রহমান তাঁর নিজস্ব সম্পদ বিনিময় সূত্রে কারখানাটির মালিকানা গ্রহণ করেন। কারখানাটির নাম পরিবর্তন করে ''ইষ্টার্ন মিল্ক প্রডাক্টস'' দেয়া হয় এবং স্থাপনা কাজ ১৯৫২ সালে সমাপ্ত করা হয়। কারখানা হতে তখন দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে কলকাতা শহরে স্বল্প পরিসরে কিছু দিন মিল্কভিটা নামে বাজারজাত করা হতো।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় ব্যবস্থাপনায় এনে সমবায় ভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পুরানো নাম সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয় ''ইষ্টার্ন মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ''। প্রাথমিকভাবে সমবায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সালে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক উক্ত কারখানাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। একই সময়ে আর্থিকভাবে দেউলিয়াত্বের কারণে ঢাকার তেজগাঁও এ ''অষ্টো ডেয়রী'' নামে বোতলজাত দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। সমবায় মার্কেটিং সোসাইটিও প্রতিষ্ঠান দু'টোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠান দু'টি সীমিতভাবে কিছুদিন উৎপাদন ও বিপণন কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে কারখানা দু'টির উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের ''আমূল'' পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরনে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরুপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা'এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দু'টির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে ''বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড'' নামকরণ করা হয়।

রূপকল্প (Vision)

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং ভূমিহীন দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সু-সংগঠিত করে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রামীণ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
২. খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন করা;
৩. কৃত্রিম প্রজনন, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও দানাদার গো-খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদনক্ষম গাভী তৈরী করা;
৪. দুগ্ধ সমবায়ী কৃষকদের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ করা;
৫. মুজিব-বর্ষ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করা;

সুশাসন ও সংস্কারমূলক

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

কার্যাবলি (FunctionS)

১. মানসম্মত, নিরাপদ, ভেজালমুক্ত তরল দুধ সংগ্রহ;
২. দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন;
৩. আর্থকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দুগ্ধ সমবায় সমিতির প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ;
৪. দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ;
৫. পাস্তুরিত তরল দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ;
৬. উন্নত জাতের সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ করা;
৭. গবাদিপশুর চিকিৎসা, ঔষধ এবং ভ্যাকসিন ক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণ;
৮. গো-খাদ্য উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৯. উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় এবং বিনামূল্যে প্রদান করা;
১০. বিপণনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা;

উদ্দেশ্য

ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়ের মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি;

খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমঃ

জনবল কাঠামো

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর জনবল কাঠামো-২০২০ অনুমোদিত হয়। মিল্ক ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত শেখ নাদির হোসেন লিপু সভাপতি এবং ১১ (এগার) জন সদস্য সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত।অনুমোদিত জনবল কাঠামো-২০২০ মোতাবেক

নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০১ (এক) জন, মহাব্যবস্থাপক ০৪ (চার) জন, অতি: মহাব্যবস্থাপক ০৬ (ছয়) জন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৩১২ জন কর্মকর্তা ও শ্রমিক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

জনবল নিয়োগ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের শূন্য পদে নিয়োগ হয়নি।

পদোন্নতি প্রদান

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর জনবল কাঠামো-২০২০ অনুমোদনেরর ফলে পদোন্নতির পথ সুগম হয়েছে। ফলে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মিল্ক ইউনিয়নের সমিতি সংগঠন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বিভাগভিত্তিক মিল্ক ইউনিয়নের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা

ক্র নং	বিভাগের নাম	মোট প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা	মোট কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা	সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা
১.	রাজশাহী বিভাগ	১৩৭৩	১০	৬৭৮৯০
২.	রংপুর বিভাগ	৫২৬	৪	১৬৩১৬
৩.	ঢাকা বিভাগ	৫৬৪	১৫	১৭৬৫২
৪.	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৪৭	১৩	৪৭০৪
৫.	খুলনা বিভাগ	৪৪৮	১৭	১২৯৬৮
৬.	বরিশাল বিভাগ	৯০	৫	৩১৫০
৭.	ময়মনসিংহ	১২৯	৫	৪৬৮৮
	সর্বমোট	৩২৭৪	৬৯	১২৭৩৬৮

(খ) মিল্ক ইউনিয়নের কার্যকরী এলাকা

দেশের মোট ৭টি বিভাগের ৪১টি জেলার ১৩৭টি উপজেলার ৫৪৭টি ইউনিয়নে মোট ২৬৮৫টি গ্রামে মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(গ) দুগ্ধ সংগ্রহ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মিল্কভিটা'র মোট দুগ্ধ ও সংগৃহীত দুধের পরিশোধিত মূল্য সংক্রান্ত

তথ্যসমূহ নিম্নরুপ

ক্র: নং	মাস	মোট দুগ্ধ ক্রয় (লিটার)	প্রতি লিটার দুধের গড় মূল্য	মোট দুগ্ধ মূল্য পরিশোধ (টাকায়)
১.	জুলাই'১৯	৪২৪৫২৬০	৩৭.৪৯	১৫৯৩৯৬২১৮.২০
২.	আগষ্ট'১৯	২০১১৯৬৭	৩৭.৬৮	৭৫৮৮৭৩৭২.২১
৩.	সেপ্টেম্বর'১৯	২৬৬৮৫৪৭	৩৭.৯০	১০১২২৩০৬০.৫০

ক্র: নং	মাস	মোট দুগ্ধ ক্রয় (লিটার)	প্রতি লিটার দুধের গড় মূল্য	মোট দুগ্ধ মূল্য পরিশোধ (টাকায়)
৪.	অক্টোবর'১৯	২৯০০৭৮৪	৩৮.৪৩	১১১৫৮১৭০৫.৯৭
৫.	নভেম্বর'১৯	৩৪৮১১০৭	৩৮.৮১	১৩৫২৩৩৬১৪.৭২
৬.	ডিসেম্বর'১৯	৩৬৮৩২৩৮	৪০.১২	১৪৭৮৩৫০৯০.২৯
৭.	জানুয়ারি'২০	৪৩৭৪৭২৪	৪০.১৫	১৭৫৬৯৭৯৪৬.০৭
৮.	ফেব্রুয়ারি'২০	৪২৭৬০২৯	৩৯.৫৭	১৬৯৩০৫৩৪৬.৮০
৯.	মার্চ'২০	৩৫৭২৫৭২	৩৮.৬৩	১৩৮১৫৬৪১৭.২৯
১০.	এপ্রিল'২০	৩৮৩০১৮১	৩৯.৯৩	১৫২৯০৮৩৭৮.০২
১১.	মে'২০	৩৫৯১৯৬০	৩৯.৪৩	১৪১৬৩৪৯৯৬.৩৫
১২.	জুন'২০	৪৩৫৭২৬৫	৩৯.২০	১৭০৭৯৪৮৯০.৫৭

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মিল্ক ভিটার বিপণনের জন্য উৎপাদনকৃত পণ্যের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য

তরল দুধ ৩২,৫৯৯৭৯৫.৬০ লিটার, ফ্লেভার্ড মিল্ক ৬৪০৪৯৭ প্যাকেট, টোন্ডমিল্ক ১৩১৮৬৬২ লিটার, ফুলক্রীম গুঁড়া দুধ ৫৪৮২৭৪ কেজি, ননী বিহীন গুঁড়া দুধ ৩১৪০১ কেজি, মাখন ১০২৬৩৬৬ কেজি, ঘি ২৫১৭৫৯ কেজি, আইসক্রীম ১০৭২৬ কেজি, মিষ্টি দধি ১৬৮৯১৮লিটার, রসমালাই ৮১৭৬৪ কেজি, কেন্ডি চকলেট ৯২৫৯৬ প্যাকেট, টক দধি ৪৪৭৯৭৫ লিটার, লাবাং ৫৩৪০৬৭ পিস, মাঠা ১০৫৭০০ পিস, চিজ ২৫৩ কেজি, ছানা সন্দেশ ৯১১৪ কেজি, রসগোল্লা ১৪৭২০ কেজি, প্যাড়া সন্দেশ ৩৯০৮ কেজি, কেক এবং পেষ্টি ৫৩৪ কেজি (অনিরীক্ষিত)।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছর মিল্ক ইউনিয়নের বিপণন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহ

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড মিল্কভিটা ব্রান্ডে প্রতিনিয়ত চলমান পণ্যের মান উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মিল্কভিটা নতুন করে মিল্কভিটা টোন্ড মিল্ক, প্যারা সন্দেশ, চীজ ও কেক সহ অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য মিল্কভিটার পণ্য তালিকায় সংযুক্ত করে।



মিল্কভিটা প্যারা সন্দেশ



মিল্কভিটা টোনড মিল্ক


মিল্ক ভিটা'র বিপণনকৃত পণ্য সামগ্রী

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মিল্কভিটা'র বিপণন সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়) (অনিরীক্ষিত)

ক্রঃ নং	পণ্যের নাম	বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য
০১	পাস্তুরিত তরলদুধ	২০৩৯৩৪৮৬২৯.৭৬
০২	ফ্লেভার্ড মিল্ক	১০১৫৫৯০৩.০০
০৩	লাবাং	১৩৯২০৪৪৬.০০
০৪	ফুলক্রীম গুঁড়ো দুধ	১৫১২২১১১৫.০০
০৫	ননীবিহীন গুঁড়ো দুধ	১০৬৪৭৪৩৬.০০
০৬	মাখন	২০১৯২১০৮৩.০০
০৭	ঘি	২৫৭৫১৯৫৪৭.৩৬
০৮	আইসক্রীম	১৭০২৬৯৬.৫০
০৯	চকোবার	২৮২৭৩৪.৫০
১০	ললিজ	৯৩৫৪.০০
১১	মিষ্টি দই	২৮৪১০৩২৭.০০
১২	টক দই	৫৭২০১৪৬৬.০০
১৩	রসমালাই	২০৩৪৮৮২৫.০০
১৪	চকোলেট	১০৫৬২২১.০০
১৫	মাঠা	২০৪৪৪২২.০০
১৬	টোনড্ মিল্ক	৭৩৮৭৩২৩২.০০
১৭	কাঁচা ছানা	৩৯৬৩১৬০.০০
১৮	রসগোল্লা	৩৭৫৮৪৩০.০০
১৯	চীজ	২২১৭৪৫.০০
২০	প্যারা সন্দেশ	১৭৩০৩১০.০০
২১	কেক	১৬৭৬২৩.০০
	সর্বমেট=	**২৮৭৯৫০৪৭১০.১২**

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়নের আর্থিক বিবরণী

মিল্ক ইউনিয়নের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আর্থিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত (অনিরীক্ষিত) নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

নং	বিবরণ (৩০শে জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত)	কোটি টাকায়
১	সরকারী ইক্যুইটি	৪১.৫০
২	সমবায়ীদের শেয়ার মূলধন	৪৪.১৪
৩	সরকারী ঋণ	২৬.২০
৪	আবর্তক তহবিল	৫.০০
৫	স্থাবর সম্পত্তি মূল্য (অবচয় বাদে)	১১৩.১০
৬	অস্থাবর সম্পত্তি মূল্য (প্রকল্প সহ)	৩৩৩.৩৭
৭	নীট লাভ (২০১৯-২০২০)	০.৩৬৮৪
৮	বাৎসরিক টার্ণওভার	৩০৬.২০
৯	সামাজিক কল্যাণ খাতে (CSR) বাৎসরিক অনুদান	০.০৫
৯	স্থায়ী আমানত	৮৯.৫৫
১০	চলতি তহবিল	৩০.০০

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রম

- **কৃত্রিম প্রজনন**
  উন্নত মানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃত্রিম প্রজনন ১০৩৭৬২ টি বাঘাবাড়ীঘাট গবাদি পশু উন্নয়ন (সিডি) শাখায় সম্পন্ন হয়েছে।
- **সিমেন সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণ**
  ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.২০ লক্ষ ডোজ সিমেন সংগ্রহ করা হয়।
- **ঔষধ ক্রয় ও ভ্যাকসিন প্রদান বিনামূল্যে**
  ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঔষধ ক্রয়ের পরিমাণ ১৭১ লক্ষ টাকা এবং ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় ১.৫০ লক্ষ ডোজ।
- **প্রাণি চিকিৎসা**
  ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.৯০ লক্ষ প্রাণিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।
- **হিমায়িত বীজ**
  ২০১৯-২০ অর্থ বছরে হিমায়িত বীজ উৎপাদন ১১৯৭৪২ ডোজ।
- **গো-খাদ্য**
  উন্নতমানের দানাদার গো-খাদ্য প্রকৃত মূল্যে সমবায়ীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৯৯৪.২২ মেট্রিক টন গো-খাদ্য উৎপাদিত হয় এবং ন্যায্য মূল্যে তা সরবরাহ করা হয়।
- **ঘাস চাষ**
  উচ্চফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উন্নতজাতের জাম্বুঘাসের বীজ ক্রয় ও বিনামূল্যে মোট ৮.৫ মেট্রিক টন বীজ প্রদান করা হয়।
- **গাভী ঋণ**
  মিল্ক ইউনিয়ন সমবায়ীদের মধ্যে মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষকের মাঝে বিতরণকৃত মোট গাভী ঋণের পরিমাণ ১২.২৯ কোটি টাকা।
- গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- গবাদি পশু প্রতি পালনের জন্য খামারীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান করা হয়।

উল্লেখিত সেবাসমূহ মিল্ক ইউনিয়নের সকল সমবায়ী খামারীদের সারা বছরব্যাপী প্রদান করা হয়।



মিল্ক ভিটা'এর প্রধান কার্যালয়ে মিল্ক ইউনিয়নের সার্বিক বিষয়ে মত বিনিময় সভা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



মিল্ক ভিটা'এর প্রধান কার্যালয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মিনি দুগ্ধ প্লান্ট পরিদর্শন এবং মিল্ক ইউনিয়নের সার্বিক বিষয়ে মত বিনিময় সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) মিল্ক ইউনিয়নে জাতির পিতা'র ১০০তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০০তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ১৭ মার্চ ২০২০ উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষে মিল্ক ইউনিয়নের ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মিসেস হোসেন আরা, সংসদ সদস্য, ৩১৬ মহিলা আসন-১৫, সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মিরপুরস্থ ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মিসেস হোসেন আরা, সংসদ সদস্য, ৩১৬ মহিলা আসন-১৫, সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে মিসেস হোসেন আরা, সংসদ সদস্য সহ জনাব অমর চান বণিক (যুগ্ম সচিব), ব্যবস্থাপক পরিচালক, মিল্কভিটা বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ এর মিরপুরস্থ ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় কেক কাটেন।



১৭ মার্চ, ২০২০ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০০তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে মিল্ক ইউনিয়নের মিরপুরস্থ ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় নিজস্ব প্রস্তুতকৃত কেক দ্বারা মুজিব শতবর্ষ উদযাপন করা হয়।



জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে মিসেস হোসেন আরা, সংসদ সদস্য, ৩১৬ মহিলা আসন-১৫, সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ জনাব অমর চান বণিক (যুগ্ম সচিব), ব্যবস্থাপক পরিচালক, মিল্ক ইউনিয়ন এর মিরপুরস্থ ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় কেক কাটেন।

খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি: (মিল্কভিটা) তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন দুগ্ধ উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, দুগ্ধ সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ৩ হাজার ২৭৪ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, প্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৬৮ জন নতুন জনগোষ্ঠীকে দুগ্ধ সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমিতি গুলোর মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৯ জনের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।





মিল্ক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জনাব অমর চান বনিক (যুগ্ম সচিব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রধানগণসহ সকল দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র ও কারখানার সাথে ২০২০-২০২১অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পাদিত হয়েছে।

গ) শোক দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি:(মিল্কভিটা) কর্তৃক ১৫ আগষ্ট' ২০২০ জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের জন্য সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে মিল্কভিটার প্রধান কার্যালয়ে শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।



জাতীয় শোক দিবস' ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড, মিল্কভিটায় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান



জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড, মিল্কভিটায় আলোচনা সভায় আলোচনা করেন শেখ নাদির হোসেন লিপু, চেয়ারম্যান, মিল্ক ইউনিয়ন।

৮. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অন্যতম ম্যান্ডেট দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নয়ন এবং দেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন"

প্রকল্পটি ১০৫৯৩.২৩(জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, মিল্কভিটা নিজস্ব তহবিল: ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত মেশিনারীজ প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে এবং Installation & Commissioning কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ষ্টীল স্ট্রাকচার বিল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্যাবল লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো'র প্রায় ৮৮% সম্পন্ন হয়েছে এবং রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সেমিনার ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।





জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ "সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সাথে ছিলেন জনাব অমর চান বণিক (যুগ্ম সচিব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ইউনিয়ন এবং প্রকল্প পরিচালক মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পিপিএম) সহ আরো অনেকে।

"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন"

প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, মিল্কভিটার নিজস্ব : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মেশিনারীজ আমদানীর লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চুক্তি স্বাক্ষর ও এলসি খোলা হয়েছে। মেশিনারীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কারখানা ও ইউটিলিটি সার্ভিস বিল্ডিং এর লে-আউট প্ল্যান পাওয়া গিয়েছে। সে মোতাবেক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।প্রকল্পের বাউন্ডারী ওয়াল তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্র উন্মুক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" প্রকল্পের খামার সেড।



"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" প্রকল্প এলাকা।

“বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন”

প্রকল্পটি মোট ৩৪৪১৯.২৯ (জিওবি অনুদান: ৩২৯১৯.২৯, মিল্কভিটা নিজস্ব: ১৫০০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকুলে মোট ৪৭৫৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২০পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট১৪১৬.৩৪৫ লক্ষ টাকা। যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থের ৯৪.৪২% এবংবাস্তব অগ্রগতি ২৬%। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয় ২৭০০ জন, প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন করা হয় ০৩ টি, মোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ১১৩৭ জন কে এবং ঋণ বিতরণ করা হয় ২৭০০ জন কে। প্রকল্প এলাকায় ৪২.৪০৭ লক্ষ টাকার টিকা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নিয়োগ প্রাপ্ত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের ০১ (এক) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলায় vaccination সম্পন্ন হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের আওতায় সকল উপজেলায় সম্পন্ন করা হবে। মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের জন্য কৃত্রিম প্রজনন সরঞ্জামাদি, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, ভ্যাকসিন গান প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের ফরিদপুর অফিসের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংএর জন্য IP Camera স্থাপন করা হয়েছে। আলফাডাঙ্গা উপজেলার কুচিয়া গ্রামে ০৬ (ছয়) শতাংশ জমি অনুদান পাওয়া গেছে। মিল্কভিটার অর্থায়নে বিল্ডিং নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মিল্কভিটার নিজস্ব অর্থায়নে চরভদ্রাসন উপজেলায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। যা হতে খুব শীঘ্রই দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হবে। ফরিদপুর সদর উপজেলার সিএন্ডবি ঘাট এলাকায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের জন্য ইতোমধ্যে মিল্কভিটার অর্থায়নে কারখানার স্থান ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে এবং জমির মালিক বরাবর ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচলক্ষ) টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে এবং অন্যান্য সিভিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০০ (দুইহাজার) লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৭ (সাত) টি ফার্ম কুলার মেশিন ক্রয়কার্য সম্পন্ন হয়েছে। পাংশা উপজেলায় মিল্কভিটার অর্থায়নে দুগ্ধশীতলীকরণ কেন্দ্র নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। তিনটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতির ১৫০ জন সদস্যের মাঝে গাভী ক্রয় এবং গো-খাদ্যক্রয়ের জন্য ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে এবং দুগ্ধ সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।





৩.৭ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

স্বাধীনতা উত্তরকালে বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দাতা সংস্থার আর্থিক আনুকুল্যে নানারকম প্রকল্প চালু করে। এর মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকসহ কনসোর্টিয়াম ফান্ডের মাধ্যমে পরিচালিত ১৯৮৪ সালে গৃহীত আরডি-২, (আরপিপি) প্রকল্প অন্যতম। ১৯৮৮ সালে উক্ত প্রকল্প সমুহের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কনসোর্টিয়াম ফান্ডের অন্যতম অংশীদার কানাডিয়ান সিডা একই ধরনের প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। সে প্রেক্ষিতে জুলাই ১৯৮৮ তে ৫ বছরের জন্য আরডি -১২ প্রকল্প সম্পূর্ণ কানাডিয়ান সিডার আর্থিক সহায়তায় বৃহত্তর ৬টি জেলা অর্থাৎ ১৭টি জেলার ১৩৯ টি উপজেলায় কাজ শুরু করে। ১৯৯৬ সালে বর্ধিত মেয়াদ শেষে কানাডিয়ান সিডা উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সে প্রেক্ষিতে অনুদান দেয়ার শর্ত আরোপ করে। সরকার পৃথক প্রতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী বা আরবিপি (RBP) নাম (সিডা এ প্রকল্পের নাম দেয় পল্লী বিত্তহীন ইনষ্টিটিউশন প্রোগ্রাম - (RBIP) আরবিআইপি) দিয়ে তিন বছরের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সিডা অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার শর্ত আরোপ করে।

এমতাবস্থায়, সরকার ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে মহান জাতীয় সংসদে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন বিল পাশ করে এবং ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৯৯৯ সালের ১০ নভেম্বর ২৩ নং আইন হিসাবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ সালের আইন প্রণয়নের পর ২০০০ সালের ৩০ শে এপ্রিল তারিখে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০০০ সালের ৯ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

রূপকল্প (Vision)

পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী-পুরুষদেরকে সংগঠিত করে নিয়মিত সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, আত্ম -কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
২. প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

কার্যাবলি (Functions)

১. সমিতির মাধ্যমে জনগনকে সংগঠিতকরন;
২. সমিতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
৩. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহন;
৪. সমিতির সদস্যদের পুঁজি গঠন;

৫. উদ্বুদ্ধকরণ এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষন;
৬. পল্লী উন্নয়নে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা, জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষন;
৭. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর প্রধান কার্যালয় ও অঞ্চল পর্যায়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন।

উদ্দেশ্য

পল্লীর দরিদ্র অসুবিধাগ্রস্থ এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী অধিকার, নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূররীকরণের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। দরিদ্রতা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা। পল্লী অঞ্চলের এই সকল দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান মহাজনী কায়দায় তাঁদেরকে ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখছে। তাঁদেরকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে তাদের আভাবকে পুঁজি করে বহুবিধ ঋণের বোঝায় জর্জরিত করে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান দরিদ্র অসহায় মানুষের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের নিরাপদ উৎস তৈরী করছে না বরং ক্রমাগত ঋণের বোঝা বৃদ্ধির পথকে সুগম করছে। দরিদ্র মানুষকে এই সকল ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে সরকার নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিডিবিএফ এই সকল ছিন্নমূল অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন অর্থাৎ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে।

পিডিবিএফ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ-

- দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে তাঁদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা;
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজিঁ গঠনে উৎসাহিত ও সহায়তার করে তাদের অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরী করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক অধিকার, নারী অধিকার, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, নৈতিকতা, একতা, সততা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা;
- দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না, তাদেরকে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসাকে মজবুত করা;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব ও নারীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শহরমুখী প্রবণতা রোধ করা;
- পল্লীর দরিদ্র মানুষের স্বাক্ষর জ্ঞান নিশ্চিত করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার হোম সিষ্টেম প্রদান করে বৈদ্যুতিক সুবিধা প্রদান করা;

পিডিবিএফ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নর্স

পল্লীর দরিদ্র অসুবিধাগ্রস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিডিবিএফ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকল নীতি নির্ধারণ একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে পিডিবিএফ এর ৭৯তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব রেজাউল আহসান, চেয়ারপারস, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স এবং সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী

উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। সভায় বোর্ডের সদস্য সচিব পিডিবিএফ এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বোর্ডের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।



পিডিবিএফ এর ৭৯ বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং চেয়ারপার্সন, উপস্থিত পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্সসহ বোর্ডের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বোর্ড সভায় বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং আগামী দিনে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পিডিবিএফ এর মূল কার্যক্রম

পিডিবিএফ বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মাধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিডিবিএফ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা;
- উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সুফলভোগীদের ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন সঞ্চয় কার্যক্রম চালুকরণ;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান;
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য নারী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ;
- সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য পিডিবিএফ এর 'পল্লী রঙ' বিপনণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) বাস্তবায়ন।

দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে

যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮,৫৬৪ টি সমিতির মাধ্যমে ২৬,৭২,৭৩৯ জন সুলফভোগী সংগঠিত করে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭১২ টি নতুন সমিতির মাধ্যমে ১২৯,০৪৬ জন নতুন সদস্য ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সংখ্যা ৩০,৭২৫ টি এবং সুফলভোগী সদস্য সংখ্যা ১০.৮৮ লক্ষ।



সমিতির সাপ্তাহিক সভায় পিডিবিএফ এর মাঠ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্য

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ কর্মী এবং সুফলভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সর্বমোট ৫,১৪, ৯৭০ জন সদস্যকে ১৬,৩৩,০৬৬ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৫,৩৭০ জন সুফলভোগী সদস্যকে ৩৬,৫৫০ জনদিবস (নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৯,৫৫০ জন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৫,৮২৩জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম (সুফলভোগী)	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী		মোট সংস্যা
			মহিলা	পুরুষ	
০১	নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩৮২	৯,৫৫০	-	৯,৫৫০
০২	আইজিএ ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৩৩	৫,৮২৩	-	৫,৮২৩
মোট সংখ্যা		**৬১৫**	**১৫৩৭৩**	**--**	**১৫,৩৭৩**

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক অধিকার, নারী অধিকার, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, নৈতিকতা, একতা, সততা, ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক সচেতন করে গড়ে তোলা হয়। এই প্রশিক্ষণের ফলে পিডিবিএফ এর অনেক নারী সুফলভোগী সদস্য সামাজিকভাবে সচেতন হয়েছে, তারা সমিতির নেতৃত্ব দিয়েছে এবং পরবর্তীতে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরাসরি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব প্রদান করছে।



খালিয়াজুরি কার্যালয়ের সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

গত জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে পিডিবিএফ এর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির তথ্য নিম্নরূপ-

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন				পৌরসভা নির্বাচন				উপজেলা নির্বাচন				জেলা পরিষদ নির্বাচন				মোট			
চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার		চেয়ারম্যান		মেম্বার	
পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ
৯	০	৭৭	২২৯	০	০	১০	২৯	২	০	২	৯	০	০	০	৩	১১	০	৮৯	২৭০

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পিডিবিএফ কর্তৃক শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ৯৬,৫২৩ জন সদস্যকে ২,৭৭,৩২৫ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ৫,৮২৩ জন সদস্যকে ১৭,৪৫০ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।





টুঙ্গিপাড়া কার্যালয়ের গহরডাঙ্গা মহিলা সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সুফলভোগী সদস্য

কর্মী প্রশিক্ষণ

পল্লীর দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূররীকরণের লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা বিভিন্ন ধরনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৫৮,০৬৪ জন (একজনকে একাধিকবার) ৭৯,৫৬৭ জনদিবস প্রশিক্ষণ

প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৫,৮৮১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৫,৯৫৪ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সুফলভোগীদের ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন সঞ্চয় কার্যক্রম

সুফলভোগীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুঁজি গঠনের জন্য পিডিবিএফ-এর কয়েক ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু রয়েছে। যেমন- সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয় স্কীম (এসএসএস), মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম (এফডিএস), লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম (এলএসএস), নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম (এনএসএস) ও নবজাতক সঞ্চয় স্কীম (এনবিএসএস)। সুফলভোগী সদস্যরা এই সকল সঞ্চয় জমার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত পুঁজি গঠন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছেলে মেয়ের বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত পিডিবিএফ এ সুফলভোগীদের মোট সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৯৪৭.৩২ কোটি টাকা। ২০১৯-২০অর্থ বছরে সুফলভোগী সদস্যদের নীট সঞ্চয় বৃদ্ধি ১৩৩.৩৪ কোটি টাকা।

সাধারণ সঞ্চয়

সাধারণ সঞ্চয় স্কীমের আওতায় সমিতির সুফলভোগী সদস্যরা সমিতির সাপ্তাহিক সভায় ঋণের কিস্তির সাথে বা কিস্তি বাদে এই সঞ্চয় জমা করে থাকেন। ঋণ গ্রহণ করতে হলে সাধারণ সঞ্চয় বা সাপ্তাহিক সঞ্চয় অবশ্যই জমা করতে হবে। নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সুফলভোগীদের পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত সাধারণ সঞ্চয় স্থিতি ৩৫৮.৬৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের সাধারণ সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ১৮১.৭০ কোটি টাকা।

সোনালী সঞ্চয় স্কীম

এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য মাসিক নির্ধারিত হারে নিয়মিত কিস্তি জমার মাধ্যমে মেয়াদপূর্তিতে এককালীন আসল ও মুনাফাসহ প্রাপ্য হন। জুন, ২০২০ পর্যন্ত সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত সোনালী সঞ্চয় স্থিতি ২৭৬.২০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের সোনালী সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ১০.৩২ কোটি টাকা।

সোনালী সঞ্চয় স্কীম এর আওতায় মাসিক কিস্তি ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এই ভাবে ১০০ এর গুণিতক হারে যত খুশি ৩, ৫, ৮, ১০ বছর মেয়াদী একাধিক হিসাব খোলা যায়। এই স্কীমের অধীন ৩-বছরে ৮%, ৫-বছরে ৯%, ৮ ও ১০ বছরে ১০% হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে।

নিয়মিতভাবে মাসিক ১০০ টাকা সঞ্চয় জমা করলে শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার একমাস পর আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো-

মাসিক কিস্তির পরিমাণ	৩-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	৫-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	৮-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	১০-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়
১০০	৪,০৩০	৭,৩৫০	১৩,৪৪০	১৮,০০০

মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম

এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমার মাধ্যমে মেয়াদপূর্তিতে এককালীন আসল ও মুনাফাসহ প্রাপ্য হন। জুন, ২০২০ পর্যন্ত সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদী সঞ্চয় স্থিতি ১৩৭.০২ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের সোনালী সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ২২.৩২ কোটি টাকা। মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম এককালীন সর্বনিম্ন ৩০০০/- এবং সর্বোচ্চ ১০০০-এর গুণিতক যত খুশি ১ থেকে সাড়ে ৮ বছর মেয়াদী একাধিক হিসাব খোলা যায়। এই স্কীমের অধীনে ১-২ বছরে ৮%, ৩-৪ বছরে ৮.৫০%, ৫-৬ বছরে ৯% এবং সাড়ে ৮ বছরে ১০% হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে। আমানতের পরিমাণ ১০০০ টাকা ধরে মেয়াদ পূর্তিতে আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো-

আমানতের পরিমাণ	বিবরণ	মেয়াদ							
		১-বছর	১-বছর	১-বছর	১-বছর	১-বছর	১-বছর	১-বছর	সাড়ে ৮-বছর
১,০০০	আসল	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০
	মুনাফা	৮০	১৬০	২৫৫	৩৪০	৪৫০	৫৪০	৭০০	১,০০০
	মোট প্রদেয়	১,০৮০	১,১৬০	১,২৫৫	১,৩৪০	১,৪৫০	১,৫৪০	১,৭০০	২,০০০

লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম

এই স্কীমের আওতায় একজন আমানতকারী (পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য) নির্ধারিত হারে মাসিক কিস্তি জমার মাধ্যমে ৩-১০ বছর মেয়াদে ১, ০০,০০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। জুন, ২০২০ পর্যন্ত সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্থিতি ১২৭.০৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের লক্ষ টাকা সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ৪৫.৫৬ কোটি টাকা। একজন আমানতকারী বিভিন্ন মেয়াদে একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। নিয়মিত মাসিক সঞ্চয় জমা করলে শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার পরবর্তী মাসের শেষ তারিখে আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো।

মেয়াদ (বছর)	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মোট প্রদেয়		মেয়াদ (বছর)	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মোট প্রদেয়
৩	২,৫০০	১,০০,০০০		৭	৯০০	১,০০,০০০
৪	১,৮০০	১,০০,০০০		৮	৭৫০	১,০০,০০০
৫	১,৪০০	১,০০,০০০		৯	৬০০	১,০০,০০০
৬	১,১০০	১,০০,০০০		১০	৫০০	১,০০,০০০

নবজাতক সঞ্চয় স্কীম

এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্য তার নবজাতক সন্তানের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে এই হিসাব খুলতে পারবেন। হিসাবের মেয়াদ হবে ১২ বছর। শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকে ৫ বছরের মধ্যে এই হিসাব খোলা যাবে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত সুফলভোগীদের ক্রমপুঞ্জিত নবজাতক সঞ্চয় স্থিতি ৩৬.১৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সুফলভোগীদের নবজাতক সঞ্চয় নীট বৃদ্ধি ২৪.৮৫ কোটি টাকা।

প্রতিটি স্কীমের জন্য মাসে ২০০/- টাকা হতে ৩,০০০/- টাকা পর্যন্ত জমা করতে পারেন। মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে যে কোন সময়/দিন/সাপ্তাহিক সভায় এই সঞ্চয় জমা করা যাবে। একজন শিশুর নামে সর্বোচ্চ ২ (দুই) টি হিসাব খোলা যাবে। যে মাসে হিসাব খোলা হবে মেয়াদান্তে সেই মাসের শেষ তারিখে পিডিবিএফ-এর অংশসহ জমাকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য হবে। সঞ্চয়কারীকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য আবেদন করতে হবে। সঞ্চয়কারী ইচ্ছা করলে যে কোন সময় আবেদন করে হিসাব বন্ধ করতে পারবেন। নিয়মিতভাবে ১২-বছর মাসে ২০০/- টাকা করে সঞ্চয় করা হলে মেয়াদান্তে ৫৭,৬০০/- টাকা প্রাপ্য হবেন। তিন বছর পর ও মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে এবং অনিমিত হিসাবের ক্ষেত্রে মাসে ২০০/- টাকা জমার বিপরীতে ৫% হারে মুনাফা এবং জমাকৃত আসল প্রাপ্য হবেন। ৪র্থ বছর থেকে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ-

ক্রঃ নং	সঞ্চয়ের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরে নীট বৃদ্ধি (কোটি টাকা)	জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত স্থিতি (কোটি টাকা)
০১	সাধারণ সঞ্চয়	১৮১.৭০	৩৭০.৭১
০২	সোনালী সঞ্চয় স্কীম	১০.৩২	২৭৬.২০

ক্রঃ নং	সঞ্চয়ের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরে নীট বৃদ্ধি (কোটি টাকা)	জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত স্থিতি (কোটি টাকা)
০৩	মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম	২২.৩২	১৩৭.০২
০৪	লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম	৪৫.৫৬	১২৭.০৮
০৫	নবজাতক সঞ্চয় স্কীম	২৪.৮৫	৩৬.১৬
০৬	নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম	--	০.১৩
	মোট =	**১৩৩.৩৪**	**৯৪৭.৩২**

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান

সরকারের রূপকল্প ২০২১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মাধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের পুঁজি গঠনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। পিডিবিএফ বর্তমানে তিন ধরনের ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। যেমন- (ক) ক্ষুদ্র ঋণ (খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ও (গ) নারী উদ্যোক্তা ঋণ।

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ কর্যক্রম

পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২,০৭৯.৫৫ কোটি টাকা, আদায় ১২,৭২৮.৯৯ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯৯%। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদেরকে ১,০১৫.৮০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১,০৪১.২০ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায় হার ৯২%। পিডিবিএফ-এর ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ মহিলা।



মহেশপুর, ঝিনাইদহ এর দূর্গাপুর মহিলা সমিতির লাভলী বেগমের সিটি গোল্ড তৈরী

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্যক্রম

ক্ষুদ্র ঋণের অংকের থেকে বেশী ঋণ দরকার কিন্তু ব্যাংক ঋণে তাদের প্রবেশাধিকার নেই এবং কোন সমিতির সদস্য নয় কিন্তু পূঁজির অভাবে তারা ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানকে আরও লাভজনক ভাবে চালাতে পারছেন না, তাদেরকে এই ঋণ দেয়া হয়। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২,৬৯,৭৪০ জন ক্ষুদ্র উদ্যেক্তাকে ৪,১০২.১৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, ঋণ আদায় ৪,১২৬.৯৯ কোটি টাকা এবং আদায় হার-৯৮%।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এই ঋণের আওতায় ২৫,১০২জন উদ্যোক্তাকে ৫১৮.৬৭ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৫৫৮.৬৭ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯৩%।

(গ) নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম

রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকারসহ সময়ের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডিবিএফ ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে নারী উদ্যোক্তা ঋণ চালু করে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর সদস্যদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে, যাদের ক্ষুদ্র ঋণের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা প্রয়োজন সেই সকল সদস্যদের নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই ঋণের আওতায় ২,১৯,৮০৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে ২০৬.০৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৫৭.৭৯ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯০%।

সোলার স্ট্রীট লাইট প্রকল্প ও প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ পরবর্তী সহযোগীতার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় সোলার স্ট্রীট লাইট প্রকল্প ও প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ পরবর্তী সহযোগীতার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান মতবিনিময় সভা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম , জেলা প্রশাসক দিনাজপুর, প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহিউদ্দিন আহমদ পান্নু, প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চিরিরবন্দর, উপ-পরিচালক পিডিবিএফ দিনাজপুর অঞ্চলসহ বিভিন্ন বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ। সচিব মহোদয় বিভিন্ন স্পটে স্থাপিত সড়কবাতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সমিতির সদসয্দের সাথে মত বিনিময় করেন। এসকল কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন, তাছাড়া তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এর জন্য পরামর্শ দেন।

চেয়ারপার্সন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স ও সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মহোদয়ের উপপরিচালকদের ২দিন ব্যপী সম্মেলনে অংশগ্রহন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর যুগ্ম/উপপরিচালকদের ২দিন ব্যপী ২৩-২৫ নভেম্বর ২০১৯ ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা) মিরপুর-১৪, ঢাকায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং চেয়ারপার্সন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)। সভায় পিডিবিএফ এর ২৪টি অঞ্চলের

যুগ্ম/উপপরিচালক ও এসএডি গন উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের দারিদ্র দূরীকরণ কার্যক্রম বেগবান করেছে। তিনি পিডিবিএফ এর সার্বিক উন্নতি কামনা করেন। এ ব্যাপারে তার মন্ত্রণালয়ের যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন তা তিনি করবেন। সভায় সভাপতি উল্লেখ করেন পিডিবিএফ এর প্রকৃত বয়স ১৯ বছর। মন্ত্রণলয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আমাদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত। আমাদের আয় থেকে দায় শোধ করতে হয়। আমাদের প্রতিটি সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানের চাকা সবল রেখেছেন। সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পেলে আমরা আরও ভালো করব। ব্যবস্থাপন পরিচালক আরো বলেন আমাদের এখন পর্যন্ত কোন প্রধান কার্যালয়ের ভবন নেই। তিনি এ ব্যাপারে মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতা চান এবং পিডিবিএফ এর কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তাবনা সাবমিট করা আছে সে গুলোকে অগ্রগামি করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রধান কার্যালয়ে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। একই সাথে পিডিবিএফ এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়। দোয়া মাহফিল শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন পিডিবিএফ এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে উপস্থিত বক্তাগণ মুল্যবান বক্তব্য রাখেন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয় ও উপপরিচালকের কার্যালয় ঢাকা এর সকল সহকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পিডিবিএফ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছর ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান কার্যালয়ে মুজিব শতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত কাউন্টডাউন স্থাপন, প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা করণ, ১৭ই মার্চ ২০২০ হতে ১৭ই এপ্রিল ২০২০ প্রতিদিন বেলা ১২টা ২৮মিঃ ও ৫টা ৫৫মিঃ Channel 9 এ চেতনায় বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠান প্রচার ইত্যাদি। উক্ত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে করোনা মহামারি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মাস্ক বিতরণ করেন।

চিরির বন্দর ও খানসামা উপজেলা ও উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

২৯ নভেম্বর ২০১৯ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য চিরির বন্দর ও খানসামা উপজেলা ও উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাস্তাসমুহে সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বর্তমান মাননীয় সংসদ সদস্য (দিনাজপুর ৪ আসন) জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে চিরির বন্দর ও খানসামা উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫১৭টি সড়কবাতি স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০, প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক মাঠ পরিচালন, পিডিবিএফ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউএনও চিরিরবন্দর আয়শা সিদ্দিকা ও ইউএনও খানসামা জনাব আহমেদ মাহবুবুল ইসলাম।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে অনগ্রসর দারিদ্র প্রবণ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত বিদ্যুৎ সুবিধা হতে বঞ্চিত। লেখা-পড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদি কার্যক্রম বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে ব্যহত হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল, যা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং সর্বোপরি সৌর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে পিডিবিএফ ২০০৬ সালে সৌরশক্তি প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করে। পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় ও স্থাপন ছাড়াও সরকারি অর্থায়নে সোলার পানি বি-লবণীকরণ, সৌরচালিত সড়ক বাতি, সোলার সেচ পাম্প এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে সোলার সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম সমূহ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

পিডিবিএফ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং IDCOL এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১২১টি উপজেলা কার্যালয়ে সৌরশক্তি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পিডিবিএফ ইতিমধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় প্রায় ৪৫ হাজার সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় ও স্থাপন করে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার জনগোষ্ঠিকে প্রত্যক্ষ সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করেছে। গ্রামীণ জনপদে সোলার সিস্টেম স্থাপন করে পিডিবিএফ দৈনিক গড়ে ১০ মেগাওয়াট/আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে অবদান রাখছে। এছাড়াও পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প নিম্নোক্ত বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সরকারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রমঃ

পিডিবিএফ সরকারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সোলার সিস্টেম স্থাপন করছে এবং রাস্তাঘাট, বাজার যেখানে জনসমাগম হয় এমন জায়গায় সোলার সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে।



সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে লক্ষ্যে পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সফল সমাপ্তি হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ-

০১।	**প্রকল্পের নাম**	**প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ শীষক প্রকল্প**
	প্রল্পের মেয়াদ	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১
	প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ	৭০০৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৯৮০.০০ লক্ষ; পিডিবিএফ ১০২৬.০০ লক্ষ)
	অর্থায়নের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং পিডিবিএফ
	প্রকল্প এলাকা	৯টি জেলার (গোপালগঞ্জ-৫টি, ময়মনসিংহ-০৫টি, শেরপুর-৪টি, বগুড়া-৯টি, জয়পুরহাট-৪টি, নাটোর-৬টি, গাইবান্ধা-১টি, দিনাজপুর-৯টি, পিরোজপুর-৪টি, ঝালকাঠী ২টি ও বরিশাল ১টি) মোট ৫০টি উপজেলা

প্রকল্প এলাকায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহের সময় মূল্য অস্থিতিশীলতাজনিত ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের জীবিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলাকরণ। শস্য সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াকরণ সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে তাঁদের নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিসরে শস্য সংরক্ষণ করে সুবিধামত সময়ে উক্ত গুদামজাতকৃত শস্য বিক্রয় করে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৯১১.৮৭৫ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে মোট ৯০৯.২৩৯ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৭১%। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ৪৬১৫.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৪০২৬.৮৭৫ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৩৭৯৩.০৭৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৪.১৯%, ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪২%। জুন, ২০২০ অর্থ বছরের পর্যন্ত অগ্রগতির চিত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন	জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
০১	দল গঠন	৬৮৪	১৯০৪
০২	সুফলভোগী সদস্য ভর্তি	৩৪২০	৯৫২০
০৩	সদস্য প্রশিক্ষণ জন	১৪২৫	৬৭৫০
০৪	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৩১৩২.৯৯	৬৮৩২.৩৪
০৫	ঋণ আদায় হার (%)	৮৬%	৯৯%
০৬	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকা)	৩২৩.২৫	৭৩৫.৫৩

০২। **প্রকল্পের নাম** **হাজামজা/পতিত পুকুর পুন:খননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প** ।

প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩৯.৬৭৪৬ কোটি টাকা (জিওবি ৩৪.০৭৪৬ কোটি; পিডিবিএফ ৫.৬০ কোটি)

অর্থায়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং পিডিবিএফ

প্রকল্প এলাকা ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ি এবং খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার সর্বমোট ২৮টি উপজেলা

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পতিত পুকুর পুনঃখনন করে একই পুকুরে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পঁচানো পরবর্তী পর্যায়ে মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের করে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষ;
- এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা স্বল্প খরচে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের পাটের আঁশ উৎপাদন করা;
- উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের পাট বাজারজাত সহজীকরণ করা;
- উন্নত মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠী পুঁজিগঠন ও ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ৫০৪.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে মোট ৪৯৯.৯৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৪৯.৯৯% এবং প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ১৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ১৮০০.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫২.৮৫%। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতির চিত্র-

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন	জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
০১	সুফলভোগী সদস্য ভর্তি	২৭৫২	৭০৪৬
০২	সদস্য প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	১১	১৩৩
০৩	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১০৪০.৪০	১৮২৪.২৫
০৪	ঋণ আদায় হার (%)	৯৪%	৯৮%
০৫	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকা)	১৪৩.৫৩	২৭৫.২৪

০৩। **প্রকল্পের নাম** **বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প**

প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩৩০৮.৪২ লক্ষ

প্রকল্প এলাকা রংপুর বিভাগের ২টি জেলার ২টি উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে

বিদ্যুৎবিহীন গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্থ ও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট নবায়যোগ্য শক্তি (সৌর শক্তি) পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে; সৌর শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে; পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে; সরকার ঘোষিত-২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ কার্যক্রমে সহায়তা করছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ১২০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ১১৯৩.৯০ লক্ষ টাকা যা অর্থ বছরে মোট বরাদ্দের ৯৯.৭৮%। প্রকল্পটির অনুকূলে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২২০০.০০ লক্ষ টাকা। ছাড় হয়েছে ২২০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ২১৯১.৪০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৯৯.৭০%। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এই প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত সুফলভোগীদের মাঝে মোট ৯২৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে, যা প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.৬৪%।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দিনটি পালন উপলক্ষ্যে ১৫ই আগষ্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত রাখা, সকাল ৭ঘটিকায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে (৩২ নম্বর ধানমন্ডি) পুষ্পস্তবক অর্পণ, পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিজয় দিবস পালন

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় মহান বিজয় দিবস-২০১৯ পালন করা হয়। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পিডিবিএফ এর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষথেকে জাতীয় স্মৃতি সৌধে মহান মুক্তি যুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জালী অর্পন এবং প্রধান কার্যালয়ে আলোচান সভা। জাতীয় স্মৃতি সৌধে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জালী অর্পন করেন পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম ও প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) বাস্তবায়ন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (result-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সরকারের জিপিএমএস বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জিপিএমএস বাস্তবায়নের ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance

Management System-GPMS) আওতায় পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। যেমন-

- ❖ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA)
- ❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS)
- ❖ তথ্য অধিকার (Right to Information-RTI)
- ❖ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS)
- ❖ উদ্ভাবন (Innovation)

এক নজরে পিডিবিএফ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ

ক্রঃনং	কর্মকান্ডের বিষয়	জুন, ২০২০পর্যন্ত অগ্রগতি
১	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	০৮টি
২	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	৫৫টি
৩	সম্প্রসারিত উপজেলার সংখ্যা	৩৫৭টি
৪	উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের সংখ্যা	২৭টি
৫	উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংখ্যা	৪০৩টি
৬	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	৪৪০৮ জন
৭	সুফলভোগীর সংখ্যা	১১.৩০ লক্ষ
৮	সূফলভোগীর সঞ্চয় স্থিতি:	৯৪৭.৩২লক্ষ
৯	ক্রমঃপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	১২০২৭.১৮কোটি
১০	ক্ষুদ্র ঋণ মাঠে পাওনা	৭৯৯.৭৮কোটি
১১	স্মল এন্টারপ্রাইজ উদ্যোক্তার সংখ্যা	৪১,৯৫১জন
১২	ক্রমঃপুঞ্জিত স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ বিতরণ	৪১০২.১৬ কোটি
১৩	স্মল এন্টারপ্রাইজ মাঠে পাওনা	৫২৭.৪১ কোটি
১৪	ঋণ আদায় হার	৯৮%
১৫	সদস্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ক্রমপুঞ্জিত)	৫১,৪৯৭০ জন
	কর্মী প্রশিক্ষণ (একই সহকর্মী একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন) (ক্রমপুঞ্জিত)	৫৮,০৬৪জন
১৬	ক) সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা	-
	খ) সদস্যদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা	-
	গ) সদস্যদের নবজাতক সন্তানদের সঞ্চয় স্কীম (টাকা)	৩৬১৫.৭৯লক্ষ
১৭	‘‘পল্লী রঙ” বিপণন কেন্দ্র স্থাপন	০১
১৮	সোলারভূক্ত জেলার সংখ্যা	২৩টি
১৯	সৌরশক্তি প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সংখ্যা	১৩০টি
২০	সোলার হোম সিষ্টেম স্থাপন সংখ্যা	৫৮৯৮০টি
২১	দৈনিক গড়ে মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	১২.৫ Mwh
২২	ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগীর সংখ্যা	৮৪৫জন
চলমান প্রকল্প	(১) বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদঃ মার্চ ২০১৮- জুন ২০২০) মোট বরাদ্দ ৩৩.০৮ কোটি টাকা ১২৬০০টি সোলার হোম সিস্টেম	
	(২) হাজামাজা/ পতিত পুকুর পুন:খননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদঃ জুলাই২০১৬-জুন ২০২১) মোট বরাদ্দ ৩৯.৬৭ কোটি টাকা, উপজেলার সংখ্যা ২৮টি	
	(৩) প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)প্রকল্প, (মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬- জুন ২০২১) মোট বরাদ্দ ৭০.০৬ কোটি টাকা, উপজেলার সংখ্যা ২৫টি	
	(৪) আলোকিত সড়কবাহি প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০ মোট বরাদ্দ৩৩.০৮ কোটি টাকা	

৩.৮ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

- ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার-এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)র আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Laborers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- মূলত এ প্রকল্পটি শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সূচনা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশে তথা বিশ্বে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছেন বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তী সরকারসমূহের উদাসীনতায় সরকারি খাত থেকে বিনিয়োগের জন্য তহবিল না পাওয়া যাওয়ায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পটি কয়েক পর্যায়ে বিভিন্ন নামে ২০০৫ পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনার প্রথম সরকারের শেষ দিকে প্রকল্পটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ ২৮ বছর প্রকল্প ও কর্মসূচি আকারে চলার পর ২৭ জুলাই ২০০৫-এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশ' সৃষ্টি হয়।
- এ ফাউন্ডেশন জামানতবিহীন ঋণ কর্মসূচির সূচনাকারী যুগান্তকারী প্রকল্পেরই গর্বিত উত্তরসূরী।

ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্তির মাধ্যমে সঞ্চয় ভাগ করলে উদ্বুদ্ধ করে নিজস্ব পুজিঁ গঠন ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।
৪. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
৫. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৬. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৭. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায়। ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি

উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলা থেকে ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়ে সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ও জুন ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০-৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৮১ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৪,৪৯৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'২০ পর্যন্ত ৬,৮২১ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,০৮,১৪০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৪,৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৫,৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'২০ পর্যন্ত ১,১২,৩২৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৯৫৯.২৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭ ভাগ।

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১১৮১.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২০ পর্যন্ত ৮৫৮০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৩৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ২৬৬৩ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২০ পর্যন্ত ২,৪০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৭,২০৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মাট ভর্তিকৃত ২,০৮,১৪০ জন সদস্যদের মধ্যে ১,৯৫,৬৫২ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%।

সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ১০৫৫৮৭.৩৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৮০৬৫.২০ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি সমিতি/কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ২৫,৫৭৪ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের নারী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এ ধারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এখনও অব্যাহত রয়েছে।



ফাউন্ডেশনের 'পরিচালনা পর্ষদ' এর ৪৫ তম সভা

২০১৯-২০ অর্থ বছরের এসএফডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সময়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এসএফডিএফ-এর কার্যক্রমের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হতে শুরু করে যা ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের শুরুতেই সার্বিক সহযোগিতায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পেয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(টাকার অংকঃ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	আবর্তক ঋণ তহবিল
০১.	২০০৯-২০১০	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (১ম পর্যায়) প্রকল্প	জুলাই,২০০৯- জুন,২০১৪	২৯.৩৮	২৭.৪৮
০২.	২০১২-২০১৩	দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই,২০১৩-ডিসেম্বর,২০১৬	৫৯.১৩	৩৮.২০
০৩.	২০১৫-২০১৬	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প	জানুয়ারি,২০১৬-ডিসেম্বর,২০১৯	৯১.৬৪	৬২.৫০
	মোট			**১৮০.১৫**	**১২৮.১৮**

উল্লিখিত ক্রমিক নম্বর ১ ও ২ এ বর্ণিত প্রকল্প দুইটি সফলভাবে প্রকল্প মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে যে গুলোর মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অবদান রেখেছে। অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ তে অনুমোদিত এবং জানুয়ারি,২০১৬-ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৬ মাস অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর সমাপ্ত হয়। নিম্নে এসএফডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বর্ণনা করা হলো-

১.০ প্রকল্পের শিরোনাম ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এসএফডিএফ-এর বিদ্যমান এলাকার কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ক্ষুদ্র কৃষকগণের দারিদ্র্য বিমোচন এ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে চরম দারিদ্র্য পীড়িত কতিপয় এলাকায় এসএফডিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো

- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারী/পুরুষকে উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- প্রকল্পের সুফলভোগীদেরকে (নারী/পুরুষ) সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান;
- সুফলভোগী সদস্যগণকে উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে

পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণদান;

- সুলফভোগী সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান;
- এসএফডিএফ-এর আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা উন্নয়ন।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

(ক) প্রকল্পটির মাধ্যমে ০৬টি বিভাগের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলার গ্রাম পর্যায়ে ২৩৪০টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন।

(খ) এ সকল কেন্দ্রে আওতায় ৫৮,৫০০ জন নারী/পুরুষকে সংগঠিত করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৫,২৮১.০০ লক্ষ টাকা জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান।

(গ) ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সদস্যদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে জমার মাধ্যমে ৯৩৬.৩৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ।

(ঘ) ৪৬৭৫ জন সুফলভোগী সদস্য ও ৩২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক, ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য আইসিটি এবং ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য MIS & AIS সফটওয়্যার পরিচালনা প্রশিক্ষণ প্রদান।

(ঙ) সুফলভোগী সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান প্রদান।

দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলার পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক (০.০৫-২.৪৯ একর চাষযোগ্য জমির মালিক) পরিবারের নারী/পুরুষকে গ্রাম পর্যায়ে ২৩৪০ টি কেন্দ্রে সংগঠিত করে ৫৮৫০০ জন সদস্য/সদস্যাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ' সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

৩.০ বাস্তবায়নকাল

ডিপিপি'র ধরন	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল	০১ জানুয়ারি,২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮
১ম সংশোধিত	০১ জানুয়ারি,২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯
২য় সংশোধিত	০১ জানুয়ারি,২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯

৪.০ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

উৎস	**মূল অনুমোদিত ব্যয়**	**১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়**	**২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়**
১	২	৩	৪
মোট	৬৪০৯.৫৪	৭৩৭০.৯৭	৯১৬৩.৭১
জিওবি	৬৪০৯.৫৪	৭৩৭০.৯৭	৯১৬৩.৭১

প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- ❒ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে ৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর,২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্ত ৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা।
- ❒ ডিসেম্বর,২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ৭৫৩.৯১ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ৯৬.১৬%।
- ❒ ক্রমপুঞ্জিত অর্থ অবমুক্ত ৯১৩৭.৭১ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১০৭.৬২ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৯৯.৬৭%।
- ❒ ডিপিপি মোট বরাদ্দ ৯১৬৩.৭১ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৯১০৭.৬২ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৯৯.৩৯%।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০-৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কেন্দ্র গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১০২টির বিপরীতে অর্জন ১৩৬টি। অগ্রগতির হার ১৩৩.৩৩% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ২৩৪০টির বিপরীতে অর্জন ২৪১৮টি অগ্রগতির হার ১০৩.৩৩% (খ) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সদস্যভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৫৬৪৫ জনের বিপরীতে অর্জন ৭৮০৩ জন অগ্রগতির হার ১৩৮.২৩% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত পুরুষ/মহিলা সদস্যভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৫৮,৫০০ জনের বিপরীতে অর্জন ৫৮,৬৩৪ জন অগ্রগতির হার ১০০.২৩%।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

প্রকল্পের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৫৭৮.৩৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৩৮০০.৫২ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১৪৭.৪০% এবং ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৫২৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১৮৮৬৯.৪১ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১২৩.৪৮%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৬০.১৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে এই সময় পর্যন্ত ঋণ আদায় আসল ৩৫৬৯.৮৯ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ২১৫.০৩% এবং ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০৩৭৭.৬৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে এই সময় পর্যন্ত ঋণ আদায় আসল ১৩৯২৩.১৭ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১৩৪.১৭%। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৮%।



সুফলভোগীর মুরগীর খামার



সুফলভোগীর গরুর খামার

পুঁজি গঠন

প্রকল্পের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার সদস্যগণ সেচ্ছায় বেশী পরিমাণ সঞ্চয় জমা করার সুযোগ ছিল। সুফলভোগীদের সঞ্চয়ের বিপরীতে ৬% সুদ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মূলধন গঠনের স্থিতি লক্ষ্যমাত্রা ৫০.৩২ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৩৯.১৭ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ৭৭.৮৫% এবং ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মূলধন গঠনের স্থিতি লক্ষ্যমাত্রা ৯৩৬.৩৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১২২৩.২৩ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১৩০.৬৪%।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত সুফলভোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ৬১৭৫ জনের বিপরীতে অর্জন ৬১৭৫ জন অগ্রগতির হার ১০০%। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫ জনকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%।



সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৫৮,৬৩৪ সদস্যদের মধ্যে ৫৫,১১৬ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে মোট বিতরণকৃত ১৫২৮১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ১৪৩৬৪.১৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ১১৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

প্রকল্প এলাকা: ০৬ বিভাগের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	পঞ্চগড়	বোদা	**ঢাকা**	গাজীপুর	কালিয়াকৈর
		তেঁতুলিয়া			কালীগঞ্জ
	রংপুর	বদরগঞ্জ			কাপাসিয়া
		পীরগাছা			শ্রীপুর
রাজশাহী	রাজশাহী	চারঘাট		কিশোরগঞ্জ	ভৈরব
		বাঘমারা			বাজিতপুর
		পবা			হোসেনপুর
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর		জামালপুর	জামালপুর সদর
	পাবনা	ভাঙ্গুরা			ইসলামপুর
		আটঘরিয়া			মেলান্দহ
	নাটোর	নাটোর সদর			সরিষাবাড়ী
		বড়াইগ্রাম		শেরপুর	শেরপুর সদর
		গুরুদাসপুর			ঝিনাইগাতী
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর			নকলা
		নিয়ামতপুর			নালিতাবাড়ী
		মহাদেবপুর			শ্রীবর্দি
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর		টাঙ্গাইল	নাগরপুর
		কাজিপুর			দেলদুয়ার
		কামারখন্দ		ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া	**সিলেট**	সিলেট	সিলেট সদর
		পাইকগাছা			বিশ্বনাথ
		কয়রা			বিয়ানীবাজার
	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা			কোম্পানীগঞ্জ
		মীরপুর		হবিগঞ্জ	বাহুবল
		কুমারখালী			চুনারুঘাট
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর			মাধবপুর
		আলমডাঙ্গা		মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
		জীবননগর			কুলাউড়া
বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর		সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
					ছাতক
					দোয়ারা বাজার

চিত্রে এসএফডিএফ এর বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম



সুফলভোগীর মুরগীর খামার



সুফলভোগীর গরুর খামার



সুফলভোগীর মাছের খামার







সুফলভোগীর শাক সবজি উৎপাদন

৩.৯ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় অঙ্গনে শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর সদস্য সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া অন্যান্য সদস্য সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, কবুতর পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ক্রয়, কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী পালন, সেলাই মেশিন ক্রয় ইত্যাদি খাতে মহিলা সমবায়ীদের বিনা জামানতে প্রকল্প ঋণ প্রদান করে আসছে। এমনকি এই ব্যাংক সরকারী বেতন ভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তান এবং নিজেদের চিকিৎসা, সন্তানের উচ্চ শিক্ষা, সন্তান ও নিজেদের বিবাহ ইত্যাদি কাজে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ৪২৮ জন সমবায়ী কৃষককে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ, মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৪০জন মহিলা সমবায়ীকে ২০.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্প ঋণ এবং সরকারী বেতনভুক্ত ৯৩৪ জন ব্যক্তিকে ২৫৪০.০০ লক্ষ টাকা পার্সোনাল ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আর্থিক সহায়তার ফলে এবং সমবায় খাতের উন্নয়নে সরকারী নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কার্যক্রমেও বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে-

- ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যাংকিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সকল হিসাব সংরক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্বল্প মেয়াদী শস্য ঋণ বিতরণের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বিতরণ;
- বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মৎস্য চাষ, গবাদী পশুপালন, গরু মোটা তাজাকরণ, হাঁসমুরগী পালন ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ;
- গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ;
- স্বল্প বেতনভোগী সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সন্তানের উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, সন্তানের বিবাহ ইত্যাদি খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ বিতরণ;
- স্বল্প আয়ের মানুষের গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও গৃহ সাজ-সজ্জা বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ বিতরণ;
- স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার বন্ধকী ব্যবসা পরিচালনা;
- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ;
- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (ICA)এর সদস্য পদ গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক সমবায় ব্যাংকিং এসোসিয়েশন (ICBA) এর সদস্য পদ গ্রহণ এবং পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক পদে নির্বাচন;
- ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারায়নগঞ্জ শহরে ব্যাংকের নিজস্ব জমিতে ১০ তলা বিশিষ্ট কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সমাপ্তকরণ;

- সমগ্র বাংলাদেশের সকল সমবায় সমিতি ও সমবায়ী সদস্যদের পর্যায়ক্রমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনায়নের লক্ষ্যে Digital Financial Service এর আওতায় "বিনিময়" নামক Digital Wallet চালু করণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সমগ্র বাংলাদেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে e-commerce platform চালু করণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ১৮টি জেলা শহরে ব্যাংকের বুথ/সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ইত্যাদি।

০২। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে সমবায় খাতের শীর্ষ অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিক কার্যকর করার জন্য সরকার এই ব্যাংকের সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উহারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সুপারিশ ও আইন প্রণয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আইন কমিশন ইতোমধ্যে আইনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছে। উক্ত খসড়া আইন চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। এই ব্যাংককে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পুনর্গঠন করা হলে সমবায় খাত দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে আশা করা যায়।

৩.১০ বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

যুদ্ধবিধ্বস্থ স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম বাংলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, ডঃ আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতির অভূতপূর্ব সফলতাকে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য সরকার আইআরডিপি (বর্তমানে বিআরডিবি)-কে দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরবর্তীতে আইআরডিপি কর্তৃক পরিচালিত থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা টিসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আইআরডিপি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন গঠিত হয়। স্বাধীনতাত্তর বাংলদেশের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামোকে সমবায়ের মাধ্যমে পুনঃগঠন ও পুর্নবাসন করার লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ন-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের যাত্রা শুরু। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য গ্রাম বাংলার মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, মহিলা ও বিত্তহীন মানুষদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সার্বিক সহায়তায় ভুমিকা পালন করে আসছে।

জন্মলগ্ন থেকে সমবায় ফেডারেশন ৪৫৬ টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)এর সমবায়ীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, পুঁজিগঠন, ক্ষুদ্র ঋণ দাদন, আদায়, প্রচার ও প্রকাশনা, জনগনকে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করে আসছে। এছাড়াও সমবায়ীদের সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও সমাধানের কথা সরকার ও বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার নজরে এনে তা সমাধানের ব্যাপারে বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং ইউসিসিএগুলোর এপেক্স বডি হিসেবে বলিষ্ঠ ও অর্থবহ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় এবং পেশাভিত্তিক বিশেষ সমবায় গঠনে সহায়তা করিয়া সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা ।
- জাতীয় অর্থনীতির সর্বস্তরে, বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সদস্যদেরকে নিজস্ব মূলধন এবং গ্রাম ও উপজেলা সমবায় সমিতিগুলির যৌথ মূলধন গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করা।
- সমবায় আন্দোলনকে সার্থক ও সার্বজনীন রূপদান করিবার জন্য দেশে বিদেশে সমবায়ীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আঞ্চলিক সভা করা।
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত সমবায়ীদের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কার্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তাহাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।
- সমবায়ের মৌলিক সমস্যাগুলির উপর গবেষণা, সেমিনার এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।

- ♦ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সমবায়ের স্বার্থে আলোচনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা করা।
- ♦ দেশে বিদেশে সমবায়ের স্বার্থে প্রচার ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশনা করা।

সভ্য সমবায় সমিতিগুলির স্বার্থে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার 'সার্ভিস' ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সভ্যদের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং সভ্য সমিতিগুলোকে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে এবং সমবায় বাজার গঠনে সহায়তা করা

সাংগঠনিক কাঠামো :

ক) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক সংগঠিত, নিবন্ধিত ও পরিচালিত।

খ) ফেডারেশনের অংগ সংগঠনগুলো হচ্ছে "জেলা পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন" ও সমগ্র দেশের উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ ।

গ) সভ্য উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ)'র প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও ১০ জন পরিচালক মোট ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ফেডারেশন পরিচালিত।

ঘ) সমবায় ফেডারেশনে দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য ১৫জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে।

ঙ) উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) একটি সংবিধিবদ্ধ স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রতিষ্ঠান। যার নিজস্ব অবকাঠামো, দক্ষ জনবল,নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিআরডিবি'র প্রেষনে নিয়োজিত ৩ জন কর্মকর্তা কর্মরত এবং প্রতিটি গ্রামে নিবন্ধিত প্রাথমিক কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (কেএসএস) এর র্নিবাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে।

চ) সমবায় ফেডারেশনে দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য ১৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) এর ২২০০ জন কর্মচারী রয়েছে।

ছ) উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

জ) ৪৭৯টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিত্র) এর শেয়ার সঞ্চয়সহ মুলধনের পরিমান ৫৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

ঝ) সভাপতি মহোদয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালন পর্ষদের সদস্য।

ঞ) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন আন্তর্জাতিক কৃষি উৎপাদক সংস্থা (আইএফএপি) ও আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ)'র সদস্য ছিল।

ব্যবস্থাপনা কমিটি (২০১৯-২০)

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত র্নিবাচন কমিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনা পরিষদ বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন ০৯.০৬.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিসহ ১০ জন পরিচালক বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয় এবং সহ-সভাপতি পদে কোন প্রার্থী না থাকায় শূন্য থাকে। নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের দ্বিতীয় সভায় জনাব বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল, প্রতিনিধি, মির্জাপুর ইউসিসিএ লিঃ, টাঙ্গাইলকে সহ-সভাপতি শূন্য পদে কো-অপ্ট করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের পরিচয় নিম্মে তুলে ধরা হলো :

ক্রঃ নং	নাম	পদের নাম	ইউসিসিএ/জেলা
১.	জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি	সভাপতি	রাণীনগর, নওগাঁ।
২.	জনাব বিপ্লব মাহমুদ উজ্জ্বল	সহ-সভাপতি	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
৩.	জনাব মোঃ শামসুল হক সরকার	পরিচালক	সাঘাটা, গাইবান্ধা।
৪.	জনাব আলী হোসেন মল্লিক	পরিচালক	সিরাজগঞ্জ সদর,

ক্রঃ নং	নাম	পদের নাম	ইউসিসিএ/জেলা
			সিরাজগঞ্জ।
৫.	জনাব মোঃ মইনুল হাসান সরকার	পরিচালক	দূর্গাপুর, রাজশাহী।
৬.	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক শেখ	পরিচালক	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
৭.	জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান তালুকদার ফুলু	পরিচালক	পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।
৮.	জনাব সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা	পরিচালক	বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
৯.	জনাব কাজী খায়রুল আলম	পরিচালক	হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
১০.	জনাব মোঃ ফজলুল হক ফজলু	পরিচালক	কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
১১.	জনাব নাফিজ উদ্দিন চৌধুরী	পরিচালক	দোহার, ঢাকা।
১২.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	পরিচালক	মেলান্দহ, জামালপুর।

উপদেষ্টা পরিষদ

সংস্থার উপ আইন মোতাবেক ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

১. জনাব মোঃ ছাদেকুননূর সিকদার
২. জনাব এস এম হুমায়ন কবির
৩. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
৪. জনাব মোঃ আঃ হাকিম সেরনিয়াবাদ
৫. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম চৌধূরী

ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভা

কৃষক সমবায়ীদের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

- ইউসিসিএ'র সভাপতিদের মাসিক কার্যভাতা ও পরিচালকদের বৈঠকি ভাতা বৃদ্ধি।
- বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের এর মুখপত্র আজকের সমবায় পত্রিকা অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের এর ওয়েব সাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় তৈরী করা হয়েছে।
- ইউসিসিএ'র ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ব্যাক্তি পর্যায়ে ঋণের সিলিং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরনের লক্ষ্যে সমবায় বাজার স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- যে সব উপজেলায় ইউসিসিএ ভবন নেই সে সব এলাকায় ইউসিসিএ ভবন নির্মান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ইউসিসিএ'র নামে বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মানের বিষয়ে বিআরডিবি'র ৪৭তম বোর্ড সভায় মন্ত্রণালয় হতে স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- ইউসিসিএ'র সভাপতিদের নাম ও মোবাইল নম্বর সমবায় ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক সমবায়ী সংস্থা আইসিএ, আইএফএপি'র সাথে পূনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।
- ২২ দিলকুশা সমবায় ফেডারেশন ভবন ফেডারেশনের নামে স্থায়ীভাবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।
- উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নামে বরাদ্দকৃত জায়গা বেদখল এর হাত থেকে রক্ষার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটিতে ইউসিসিএ'র সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরনে মন্ত্রণালয় উপজেলা আইন সংশোধনের সময় সভাপতিদের সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করবেন এ মর্মে ফেডারেশনকে অবহিত করেন।
- সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) সংশোধনের জন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিত পত্র মোতাবেক - সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় ইউসিসিএ'র সভাপতিদের মেয়াদ ৩ বছর থেকে ৫বছরে উন্নীতকরণ এবং অবসর প্রথা বাতিল করণের সুপারিশ প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় আইন/১৮ খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন।
- আর্বতক কৃষি ঋণ খাতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- যে সকল ইউসিসিএ'র এফডিআর এর উপর লিয়েন আরোপিত আছে এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হলে তারা বিআরডিবি, সমবায় ফেডারেশন ও সোনালী ব্যাংক ত্রি-পক্ষিয় বৈঠকের প্রস্তাব করেন যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ইউসিসিএ কর্মচারীদের চাকুরীবিধি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৫০ কোটি টাকা স্যালারী সাপোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রাজস্বভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

২২ দিলকুশা সমবায় ফেডারেশন ভবন

২২নং দিলকুশাস্থ সমবায় ফেডারেশন ভবন নিয়ে সৃষ্ট কাগজপত্র মাধ্যমে এর মালিকানা দাবী করে স্পেক্ট্রা হাউজিং কোম্পানীর উচ্ছেদ মামলা নং-১১৪/০৯ দায়ের করে যার জবাব আদালতে দাখিল করা হয়েছে। বিআরডিবি হতে ০৭/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ভবনের বিষয়ে সহকারী কমিশনার, ডেমরা সার্কেল পত্র প্রেরণ করে। যেহেতু ১৯৮৩ সালের পূর্বে বিআরডিবি ভবনটি ব্যবহার করে আসছিল। বিআরডিবি'র ৫, কাওরান বাজারে নিজস্ব ভবন হওয়ায় বিআরডিবি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৩ সালে সমবায় ফেডারেশনকে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়। তখন থেকে সমবায় ফেডারেশন ভবনটি ব্যবহার করে আসছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ভবনটি সমবায় ফেডারেশনের নামে স্থায়ী বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিআরডিবি'র বোর্ড সদস্য

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র নতুন আইনের ফলে পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধিদের মধ্যে পদাধিকারে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উপ-কমিটির সভা

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত দরপত্র, ক্রয় ও মুদ্রন উপ-কমিটি, নিয়োগ, পদোন্নতি ও অপসারণ উপ-কমিটি, আইন বিষয়ক উপ-কমিটি, অভ্যন্তরীন হিসাব নিরীক্ষা উপ-কমিটি, আইন ও ভবন বিষয়ক সংক্রান্ত উপ কমিটি সভায় মিলিত হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করছেন।

সমবায় ফেডারেশন ইউসিসিএগুলোর জাতীয় শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সমবায় ফেডারেশন সমবায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আরো গতিশীলভাবে কাজ করবে। সমবায় ফেডারেশন আধুনিক কম্পিউটারাইজ করা হলে সমবায়ীদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আরো সহজ হবে।



বিআরডিবির পরিচালনা পর্ষদের ৫০ তম সভায় সমবায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এম পি অংশগ্রহন করেন।



সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ (সংশোধনী) সভায় অংশগ্রহন করেন সমবায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি।



সমবায় ফেডারেশন ৩৪ তম বার্ষিক সাধারন সভায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি।



সমবায় ফেডারেশনের ৩৪ তম বার্ষিক সাধারন সভায় সমবায়ীবৃন্দ।



সমবায় ফেডারেশনের ৩৪ তম বাষিক সাধারন সভায় নিবন্ধক মহোদয় কে শুভেচ্ছা জানান কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি।



সমবায়ীদের নিয়ে রংপুর বিভাগীয় আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা



সমবায় ফেডারেশনের উদ্যোগে সিলেট বিভাগে সমবায়ীদের নিয়ে আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা।



সমবায় ফেডারেশনের ৩৪ তম বার্ষিক সাধারন সভায় সমবায়ীবৃন্দের মাঝে সমবায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি।



সমবায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।



সমবায় ফেডারেশন অফিসে সমবায়ীবৃন্দের মাঝে সমবায় ফেডারেশনের মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি।

-০-